উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,১১৮.৬০ (-৫৭৩.৩৮)

নিফটি : ২৪,৭১৮.৬০ (-১৬৯.৬০)

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা ইজরায়েলের
ইরানের পরমাণুকেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শুক্রবার কাকভোরে হামলা চালায় ইজরায়েল। নিহত হয়েছেন ইরানি সেনাবাহিনীর প্রধান ও ৬ জন পরমাণু বিজ্ঞানী। » ৮

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে এবার বোমাতঙ্ক
শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান থাইল্যান্ড থেকে দিল্লি রওনা হয়। তাতে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। পরে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

রবি-স্মৃতি নষ্ট হয়নি, দাবি বাংলাদেশের
বাংলাদেশ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দাবি, কাছারিবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কোনও নিদর্শন নষ্ট হয়নি। অভিযুক্ত ৫ ধৃত। » ৮

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 27

নো থ্রাস্ট, লুজিং পাওয়ার...

সাদা চোখে সাদা কথায়

রণংদেহি বিশ্বে সবাই স্বেচ্ছা সেনা হতে মরিয়া

গৌতম সরকার

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!

যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই- স্লোগানটাই মিথ্যা। মুখে শুধু শান্তির বাগাড়ম্বর। আসলে পৃথিবী এখন শান্তি চায় না। যুদ্ধই চায়। আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় প্রায় ২৫০ জনের মৃত্যুর পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতে আঁতকে উঠলাম যুদ্ধের খবরে। কবি সুকান্তর কবিতার পংক্তির মতো অবশ্য বলা যাচ্ছে না, 'এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্য...।' এ যুদ্ধ ক্ষমতার জন্য, এ যুদ্ধে আছে বিশ্ব রাজনীতি।

গাজাকে ইতিমধ্যে ছারখার করে দিয়েছে ইজরায়েল। এবার নজরে ইরান। ইজরায়েলি হামলা ইরানের ছয়জন পরমাণু বিজ্ঞানীকে খতম করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ তাই শুধু মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে নয়। এই যুদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরুদ্ধে। পারমাণবিক শক্তি ইরানের আছে। নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে পরমাণু গবেষণাও করছে। কিন্তু তার বিচারের অধিকার ইজরায়েলকে কেউ দেয়নি। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করছেন দেশে নিজের ক্ষমতা নিশ্চিত রাখতে।

ইরান পালটা দেশের ধর্মীয় রাজধানী কোম শহরের জামকারান মসজিদের চূড়োয় লাল পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের বিউগল বাজিয়ে দিয়েছে। এভাবেই ওই দেশ যুদ্ধের বার্তা দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে বাড়াবাড়ি না করার হুমকি দিয়ে পরিস্থিতিকে যুদ্ধের দিকে আরও ঠেলে দিলেন।

হামাস যে জঙ্গিগোষ্ঠী, ইসলামিক মৌলবাদী জেহাদের অংশ- তাতে সন্দেহ নেই। ইজরায়েলের নিরীহ জনতার ওপর হামাসের হামলা, যাকে-তাকে অপহরণ সমর্থনযোগ্য ছিল না। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় বা সংবাদপত্রের পাতায় প্যালেস্তিনীয় শিশুদের ক্ষুধার্ত মুখ কিংবা সাদা কাপড়ে মোড়া সন্তানের দেহ আঁকড়ে বাবা-মা'র ছবি ভেসে উঠলে বিপর্যস্ত হৃদয়ে উপলব্ধি হয়, এ বিশ্ব আসলে যুদ্ধই চায়, শান্তি নয়।

এরপর দশের পাতায়

আহমেদাবাদের দুর্ঘটনাস্থলে প্রধানমন্ত্রী (উপরে)। বৃহস্পতিবারের বিমান দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে আশপাশে থাকা বাসিন্দাদের কয়েকজনকে হারিয়ে হাসপাতালের বাইরে স্বজনহারাদের কান্না। -এএফপি

মৃত্যুঞ্জয়ীর মন্তব্যেও রহস্যভেদের ইঙ্গিত

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসের দুটি মন্তব্য থেকেই অভিশপ্ত বিমান দুর্ঘটনার রহস্যভেদ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাঁর নিজের এখনও মনে হচ্ছে না, তিনি বেঁচে আছেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ওই বিমানের ১১এ আসনের যাত্রী বিশ্বাস কুমার রমেশ বলেছেন, 'ওড়ার পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে বিমানে সবুজ ও সাদা আলো জ্বলতে নিভতে থাকে। মনে হয়, বাতাসে আর এগোচ্ছে না প্লেন। আটকে গিয়েছে। আর ওপরে উঠতে পারছে না। তারপরই ভয়ংকর শব্দ। একটা বিল্ডিংয়ের ওপর পড়ল।'

এভাবে আলো জ্বলা ও নেভার পাশাপাশি হঠাৎ থেমে যাওয়ার লক্ষণ আসলে 'পাওয়ার ফেলিওর'-এর ইঙ্গিত, এমনই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। ব্রিটেনের বেশ কিছু কাগজে বলা হচ্ছে, এই মন্তব্য দুর্ঘটনার রহস্যভেদ করছে।

ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের শেষ বার্তাতেও রয়েছে সেই ইঙ্গিত, 'মে ডে... নো থ্রাস্ট, লুজিং পাওয়ার, আনেবল টু লিফট'।

বিশ্বাস কুমার রমেশের সঙ্গে কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার।

সাক্ষাৎ মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন রমেশ। নিজে বেঁচে গেলেও তাঁর ভাই মারা গিয়েছেন দুর্ঘটনায়। তাঁর কথাই বারবার বলছেন রমেশ। শুক্রবার হাসপাতালে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন তিনি। বিশ্বাস কুমার রমেশ বলেন, 'আমি যে বেঁচে আছি এটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। প্রথমে মনে হচ্ছিল, আমি মরে গিয়েছি।'

বিশ্বাসের এভাবে বেঁচে ফেরার খবর ভারতের সংবাদমাধ্যমে তো বটেই, ফলাও করে ছেপে বেরিয়েছে ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলিতেও। তারাও এই ঘটনাকে মিরাকল বলে আখ্যা দিয়েছে। ব্রিটেনের বিশ্বখ্যাত কাগজ তাঁর খবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। কেউ লিখেছে একমাত্র জীবিত যাত্রী, আবার কারও শিরোনাম, ১১এ আসনের মিরাকল।

শুক্রবার একটি সংবাদ চ্যানেলকে বিশ্বাস বলেন, 'সবকিছু আমার চোখের সামনে ঘটেছিল। আমার সামনে দুই এয়ার হোস্টেস, দুই প্রবীণ মারা গেলেন। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হচ্ছিল আমি মরতে বসেছি।'

অবিশ্বাস্যভাবে তাঁর বেঁচে ফেরার বিষয়টি এখনও অনেকের কাছে বিস্ময়কর। এরপর দশের পাতায়

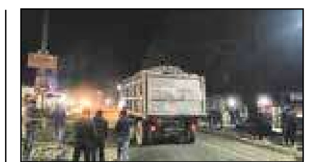

ফাঁকি দিতে গ্রামীণ রাস্তায় ডাম্পার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৩ জুন : রাজস্ব ফাঁকি দিতে গ্রামীণ রাস্তায় ডাম্পারের দাপাদাপি দিন-দিন বাড়ছে। রাতভর বেপরোয়া গতিতে চলে সেসব গাড়ি। রাস্তায় বেরিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে থাকেন সকলে। একশ্রেণির বালি-পাথর মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ বক্সিরহাটের নাজিরান দেউতিখাতার বাসিন্দারা।

আসলে আলিপুরদুয়ার জেলা সীমানা ঘেঁষা এলাকা থেকে দিনরাত সংকোশ নদীর বালি-পাথর লুট চলছে। আর সেই বালি-পাথর পাচার করতে বেছে নেওয়া হয়েছে গ্রামীণ রাস্তাকে। অসম-বাংলা সংযোগকারী জাতীয় সড়কের নাজিরান দেউতিখাতায় রয়েছে পিপিপি মডেলের এমভিআই চেকপোস্ট। সেখানে জরিমানা এড়াতে ওভারলোডেড ডাম্পার গ্রামীণ রাস্তা ধরে ভাঙ্গাপাকড়ি হয়ে ফের জাতীয় সড়কে উঠছে। এরপর বারবিশা-কামাখ্যাগুড়ি হয়ে দিনহাটা সহ অন্যান্য জায়গায় বালি-পাথর পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন এধরনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামীণ রাস্তাগুলো।

এরপর দশের পাতায়

মৃত বেড়ে ২৬৫

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : লন্ডনগামী বিমানটি আকাশ ছুঁতে চেয়েছিল। বদলে মুহূর্তে হয়ে উঠল মৃত্যুফাঁদ। সেই ফাঁদে প্রাণ গেল একজন বাদে বিমানের সমস্ত সওয়ারির। তারপর চাপা পড়ে কিংবা ঝলসে মৃত্যু হল আরও বেশ কয়েকজনের। শুক্রবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬৫। মৃত্যুমিছিল বেড়েই চলেছে। যে মেডিকেল কলেজের হস্টেলে বিমানটি আছড়ে পড়েছিল, সেখানকার আরও কিছু পড়ুয়া আছে মৃতের তালিকায়।

দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠেছে জুম্মাবারের আহমেদাবাদ। চারদিকে স্বজনহারানোর কান্না আর যন্ত্রণা। আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে চিকিৎসকদের যে হস্টেলে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, তার ছাদ থেকে শুক্রবার উদ্ধার হয় ব্ল্যাক বক্সটি। তাতে বন্দি বিমানের প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ জানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার তদন্ত করছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। তদন্তকারী দল এবং গুজরাট সরকারের ৪০ জন আধিকারিক শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে ব্ল্যাক বক্সটি উদ্ধার করেন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর দশের পাতায়

নাম বিতর্কে বাংলাদেশি ছাত্র

কমিশনারকে নালিশ এনবিইউ'র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : কাঁটাতারের ওপারে তাঁর নাম শান্ত ভৌমিক। পাসপোর্ট, ভিসাতেও তাই। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসে নাম ভাঁড়িয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে শান ভৌমিক। কীভাবে শান্ত থেকে শান হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্র তা নিয়ে দিন-দিন রহস্য আরও বাড়ছে। তাই ওই ছাত্র সম্পর্কে তদন্ত চেয়ে এবার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

শিলিগুড়িতে এসে নিজের নামে বাইক কিনেছেন শান (WB-74-AZ4714)। সামাজিক মাধ্যমে সেই বাইক নিয়ে একাধিক পোস্টও করেছেন তিনি। শিলিগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের অধীনে বাইকটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। মোটরযান আইন অনুসারে কোনও বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে এসে বাইক কিনতে পারেন না। তাহলে কীভাবে কিনলেন? পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, ভোটার, আধার/প্যান কার্ড জমা দিয়েই বাইকের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। তাই, বাংলাদেশের শান্ত যে ভারতে শান হিসাবে অবৈধ উপায়ে ভোটার/আধার কার্ড তৈরি করেছেন সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত পরিবহণ আধিকারিকরা। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য,

এরপর দশের পাতায়

ভারতে কেনা বাইক নিয়ে শান্ত ওরফে শান ভৌমিক।

কুকীর্তি ফাঁস

- নাম ভাঁড়িয়ে বাংলাদেশের শান্ত, ভারতে হয়ে গিয়েছে শান ভৌমিক
- শিলিগুড়িতে নিজের নামে বাইক কিনেছেন শান
- শিলিগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের অধীনে বাইকটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে
- বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে বাইক কিনতে পারেন না

ঘরে মহিলার পচাগলা দেহ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ জুন : দু'দিন ধরে ঘরবন্দি অবস্থায় রয়েছে এক মহিলার মৃতদেহ। অথচ তা টেরই পাননি পাশের ঘরে থাকা এক বৃদ্ধা। যখন টের পাওয়া গেল তখন মৃতদেহে পচন ধরেছে। শেষ পর্যন্ত বাড়ির বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে মহুয়া দাস (৪৩) নামে ওই মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কোচবিহারের গুঞ্জবাড়িতে। কোতোয়ালি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে সেই দেহ উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে। ঘটনার সময় বাড়িতে বৃদ্ধা অঞ্জনা মিত্র ও ওই মহিলা একাই ছিলেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃতা মনোরোগী ছিলেন। বন্ধ ঘর থেকে তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকায় অঞ্জনা মিত্রের বাড়িতেই থাকতেন তাঁর বোনঝি মহুয়া দাস। দিনকয়েক আগে অঞ্জনার ছেলে ও পুত্রবধূ শিলিগুড়িতে যান। বাকি সদস্যরা বাড়িতেই ছিলেন। মহুয়া অসুস্থ থাকায় দিনের অধিকাংশ সময় নিজের ঘরেই থাকতেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে তাঁর ঘর থেকে পচা গন্ধ আসে। অঞ্জনা কয়েকবার মহুয়াকে ডেকে সাড়া পাননি। ছেলেকে ফোনে খবর দেন তিনি। বাড়ি ফেরার পথেই ছেলে ও পুত্রবধূ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাত এগারোটা নাগাদ তাঁরা বাড়ি ফেরার পর পুলিশ আসে।

পুলিশ এসে বন্ধ ঘর থেকে দেহটি উদ্ধার করে। দেখা যায় সেটি পচতে শুরু করেছে। পুলিশের দাবি, তিনি অন্তত দু'দিন আগেই মারা গিয়েছেন। ওই বাড়ির অঞ্জনার পুত্রবধূ সীমা দে

গুঞ্জবাড়ির এই বাড়িতেই মহিলার দেহ মিলেছে। -জয়দেব দাস

শুক্রবার বলেন, 'আমরা বাড়িতে ছিলাম না। শাশুড়িরও বয়স হয়েছে। তাই তিনি আমার ননদের খুব একটা খোঁজখবর রাখতে পারতেন না। বাড়িতে আলাদা আলাদা ঘরে দুজনে থাকত। ননদ নিজের ঘরে কখন, কীভাবে মারা গিয়েছে তা শাশুড়ি টের পাননি।'

ময়নাতদন্তের পর এদিন দেহ সৎকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে, কীভাবে মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটল, তা নিয়ে প্রতিবেশীরাও গুঞ্জন শুরু করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যসেরা পুলিশ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : রাজ্যসেরা পুরস্কার এল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের ঝুলিতে। ২০২৩ সালে আইনশৃঙ্খলাজনিত একাধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় এই স্বীকৃতি। বছরভর জেলা পুলিশ কতটা দক্ষতার ছাপ রাখতে পেরেছে, সেই সংক্রান্ত রেকর্ড দেখেছে রাজ্য পুলিশের এক বিশেষ প্রতিনিধিদল। ওই প্রতিনিধিদল ২০২৪ সালে এসেছিল আলিপুরদুয়ারে। সদস্যরা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের রেকর্ড খতিয়ে দেখেন। শুক্রবার এই পুরস্কারপ্রাপ্তির ঘোষণার পর জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। তাঁর কথায়, 'জেলার মানুষের সহযোগিতা ছাড়া পুরস্কার পাওয়া সম্ভব ছিল না।'

২০২৩ সালে একাধিক বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেয় জেলা পুলিশ। এরমধ্যে রয়েছে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান, পুরোনো মামলার নিষ্পত্তি, সাধারণের সঙ্গে পুলিশের সুসম্পর্ক তৈরি, দ্রুত পদক্ষেপ করা ইত্যাদি।

জলপাইগুড়ি রোড ও শিয়ালদহর মধ্যে নতুন ট্রেনের প্রবর্তন

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে শিয়ালদহ এবং জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে নতুন ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধনী যাত্রা জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৪-০৬-২০২৫-এর ১৪.০০ ঘণ্টায় অর্থাৎ ০৩১১৬ জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী) ট্রেনটি শুরু হবে।

• উদ্বোধনী চলাচল •

স্টেশন	03116 জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ উদ্বোধনী স্পেশাল		
	আগমন	প্রস্থান	দিন
জলপাইগুড়ি রোড	–	১৪.০০	শনিবার
নিউ জলপাইগুড়ি	১৫.০০	১৫.১০	
আলুয়াবাড়ি রোড	১৬.১০	১৬.১২	
কিষাণগঞ্জ	১৬.৪৫	১৬.৪৭	
বারসোই জং.	১৭.৪০	১৭.৪২	
সামসি	১৮.৪৩	১৮.৪৫	
মালদা টাউন	১৯.৫৫	২০.০৫	
নিউ ফারাক্কা জং	২০.৪৫	২০.৪৭	
জঙ্গিপুর রোড	২১.৩৮	২১.৪০	
আজিমগঞ্জ জং.	২২.৩৫	২২.৪০	
বহরমপুর কোর্ট	২৩.১৫	২৩.১৭	
কৃষ্ণনগর সিটি জং.	০১.১৩	০১.১৫	রবিবার
রানাঘাট জং.	০২.০০	০২.০২	
নৈহাটি জং.	০২.৫০	০২.৫২	
শিয়ালদহ	০৪.০০	—	

গঠনঃ এসি-৩ টিয়ার (যোল), শয়ন শ্রেণি (দুই), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই), এসি হট বুফে কার (এক) = ২১টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস্)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

মসান বিকেল ৫.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ বন্দিনী, ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.০৫ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.০০ জামাই ৪২০, রাত ৯.৪৫ জিও পাগলা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পিতা মাতা সন্তান, দুপুর ২.০০ গীত সংগীত, বিকেল ৪.৩০ সুন্দর বউ, রাত ৯.৩০ বাজি, ১২.৩০ দেব আই লভ ইউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পরমা, সন্ধে ৭.৩০ নবাব

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্নদাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টুডেন্ট নম্বর ওয়ান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, ২.৪৫ পিঙ্ক, বিকেল ৫.০০ মসান, সন্ধে ৬.৪৫ ভীরে দি ওয়েডিং, রাত ৯.০০ তুম মিলে, ১১.১৫ ভাগ জনি

জি সিনেমা এইচডি : বিকেল ৪.০০ ক্রু, ৫.৪১ রক্ষা বন্ধন, রাত ৮.০০ বনবাস, ১০.৩৫ সিম্বা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৩১ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৫৬ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৩১ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.৩০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.২০ বিগ ধমাকা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০০ বঙ্গিস্তান, দুপুর ১.১৭ নাম শবানা, বিকেল ৩.৫১ মনমর্জিয়া, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০০ সত্য প্রেম কি কথা, ১১.২৮ ওমেরতা

জি সিনেমা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ দুপুর ১২.০০ জি সিনেমা এইচডি

পরমা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

শাল পাতায় ভাপা চিকেন এবং বাটার বাগদা কারি তৈরি শেখাবেন বরুণ সেনগুপ্ত এবং অর্চিস্মান সেনগুপ্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

৭ বছর বন্ধ পশুখাদ্য পরীক্ষাগার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন : সাত বছর আগে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের একমাত্র পশুখাদ্য পরীক্ষাগারের। কিন্তু প্রয়োজনীয় চিকিৎসক এবং টেকনিসিয়ান না থাকায় আজও চালুই করা যায়নি সেই পরীক্ষাগার। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তিতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরে আজও তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে পশুখাদ্য পরীক্ষাগারটি। রাজ্য সরকারের অডিট রিপোর্টেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কোটি কোটি টাকার সরঞ্জাম এনে কেন পশুখাদ্য পরীক্ষাগার তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে? এই দপ্তরের অধীনেই পশুরোগ বীক্ষণাগারের আরেক আঞ্চলিক ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ানের অভাবে খুঁড়িয়ে চলছে।

জলপাইগুড়ি প্রাণীসম্পদ বিকাশ অফিসে তালাবন্ধ পশুখাদ্য পরীক্ষাগার।

পশুখাদ্য পরীক্ষাগার বন্ধ থাকায় এদিকে পশুখাদ্যে ভেজাল ধরা যাচ্ছে না। ক্রেতা সুরক্ষা সমিতি থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পোলট্রি মুরগিকে কী খাবার খাওয়ানো হচ্ছে যে, ডিমের স্বাদই বদলে যাচ্ছে। এমনকি একেক পোলট্রি ফার্মের মুরগির মাংসের স্বাদ একেকরকম হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

জলপাইগুড়ির প্রাণীসম্পদ দপ্তরে আগে থেকেই পশুরোগ বীক্ষণাগার চালু রয়েছে। এখানে গবাদিপশুর ও বন্যপ্রাণীর মলমূত্র, রক্তের নমুনা পরীক্ষা করার ল্যাবরেটরি আছে। এমনকি একজন সহকারী অধিকর্তা (ভেটেরিনারি রিসার্চ অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ) সহ হাতি চিকিৎসা বিষয়ক একজন মহিলা চিকিৎসক রয়েছেন। অথচ উপ অধিকর্তার পদে স্থায়ী কেউ না থাকায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডাঃ সুবোধ পালকে অস্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই আঞ্চলিক বীক্ষণাগারে চারজন ল্যাব টেকনিসিয়ান, দুজন টেকনিসিয়ান অ্যাটেনড্যান্ট, একজন পিওন কাম ক্লিনার পদে কেউ নেই। ফলে এখানে সাধারণ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হলেও অধিকাংশ জটিল পরীক্ষার জন্য নমুনা কলকাতার বেলগাছিয়ায় রাজ্য গবেষণাগারে পাঠানো হচ্ছে।

অন্যদিকে কয়েক কোটি টাকার অত্যাধুনিক পশুখাদ্য পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এনে উদ্বোধন করা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পশুখাদ্য পরীক্ষাগার। কিন্তু উদ্বোধনের পর চালুই হয়নি পরীক্ষাগার। কারণ প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, ল্যাব টেকনিসিয়ান পদে কাউকেই নিয়োগ করা হয়নি। ফলে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি।

জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির মুখপাত্র তপন চক্রবর্তী বলেন, 'এই ধরনের পশুখাদ্য পরীক্ষাগারে পশুখাদ্যের গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যে পোলট্রির ডিম খাই, অনেক সময় সেই ডিমের স্বাদ পাই না। ভালোমতো সেদ্ধও হয় না। এমনকি পোলট্রির মুরগিকে যা খুশি খাইয়ে ওজন বাড়ানো হচ্ছে। কী পশুখাদ্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু পরীক্ষাগারটি বন্ধ থাকায় তা হচ্ছে না।' সম্প্রতি দপ্তরের জেলা অফিসে অডিটের টিম এসেছিল। তারা প্রশ্ন তুলেছে, কেন বিপুল পরিমাণ অর্থের সরঞ্জাম কিনে পরীক্ষাগারটি তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে?

জলপাইগুড়ি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ অধিকর্তা ডাঃ সুবোধ পাল বলেন, 'পশুখাদ্য পরীক্ষাগার চালু করার জন্য রাজ্যকে জানানো হয়েছে। পশুরোগ বীক্ষণাগারে আরও কর্মী চেয়ে আবেদন করা হয়েছে।'

এক গাছে ৩ প্রজাতির আম

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সাফল্য আলিপুরদুয়ারের শিক্ষকের

বারবিশা, ১৩ জুন : বারবিশা লাগোয়া জোড়াইয়ের বাসিন্দা উত্তমকুমার সাহার ফলের বাগানে একই গাছে তিন প্রজাতির আম পাড়াপড়শিদের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে বাড়ি লাগোয়া প্রায় ১৫ ডেসিমাল জমিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রজাতির আম, মালটা, লংগান, মুসম্বি, কামরাঙা ফলিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াই হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক উত্তমকুমার সাহা। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চায় রয়েছে একটি গাছে তিন রকমের আমের একসঙ্গে হওয়া।

নিজের ফলের বাগানে আম গাছের পরিচর্যায় শিক্ষক উত্তমকুমার সাহা।

উত্তমের কথায়, 'থাইল্যান্ডের ব্যানানা ম্যাঙ্গো, কিং অফ চাকাপাত ম্যাঙ্গো এবং ভারতীয় অরুণিমা ম্যাঙ্গো গ্রাফটিং করে তিনি ওটি তৈরি করেছি। যার ফলে একটি গাছেই তিন রকমের আম হচ্ছে। আর মজার ঘটনা এতে তিন প্রজাতির আমের স্বাদ, গন্ধ এবং পুষ্টিগুণের এতটুকুও হেরফের হয়নি।' জোড়কলমের আরেকটি গাছে দক্ষিণ আফ্রিকার ফোর কেজি ম্যাঙ্গো এবং থাইল্যান্ডের ব্যানানা ম্যাঙ্গো ফলিয়েছেন বলে তিনি জানান। বাগানজুড়ে কলমের চারাগাছের মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ডের কিউজাই, কাটিমন, রেড আইভরি, জাপানের মিয়াজাকি, বাংলাদেশের গৌড়মতি, বারি ফোর, ভারতের আম্রপালি, পুশাসুরিয়া, অরুণিকার মতো ১৪টি প্রজাতির আম। এছাড়াও দক্ষিণ চিনের ডায়মন্ড রিভা ও পিংপং লংগান, বাংলাদেশের বারি-১ মাল্টা, ভারতের কামরাঙা, কাঁঠাল, মুসম্বি ফলের গাছে ভরে রয়েছে বাগান।

উত্তমের স্ত্রী শিখা সাহা বলেন, 'মেয়ে ঊর্মির উৎসাহে করোনাকালে ২০২১ সালে বাড়ির পেছনের নীচু জমি মাটি দিয়ে ভরাট করে ফলের বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। টানা চার বছরের চেষ্টায় ফলের বাগান একটা জায়গায় এসেছে। যখন ফলগুলো দেখি, এত পরিশ্রম সার্থক হতে দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।'

এদিকে উত্তমকে দেখে জোড়াই হাইস্কুলের সহশিক্ষক বিকাশ সাহাও বাড়ির ছাদ বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির আমের চারাগাছ লাগিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি যতই চারাগাছ লাগাই ওঁর ফল বাগানের জবাব নেই।' জোড়াই কালীমাঠ এলাকার বাসিন্দা বর্ণালি দাস জানান, স্যারের আম বাগানের কথা সবার মুখে মুখে এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় ষাটোর্ধ্ব হলধর সরকারের কথায়, 'প্রতিবেশী উত্তমের সৌজন্যে দেশ-বিদেশের আম খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।' একই কথা বলেন নবতিপর রূপসুন্দর তালুকদারদের মতো পড়শিরা। পাড়ার খুদে দেবাংশু বিশ্বাস, ডোনা বিশ্বাস, স্মার্থিকা দাসরাও মুখিয়ে থাকে উত্তম জেঠুর বাগানের গাছ পাকা আমের দিকে।

বাংলাদেশিকে আশ্রয় দিয়ে ধৃত

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৩ জুন : ২১ মে সীমান্ত পার করার আগেই ধরা পড়েছিল এক বাংলাদেশি তরুণ। সীমান্ত পারাপারের আগে বালুরঘাটের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সে। সেই ঘটনার পর থেকে আশ্রয়দাতা গা-ঢাকা দিয়েছিল। শুক্রবার হরিরামপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

বালুরঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম ইজিকেল সরেন (৪২)। বাড়ি বালুরঘাটের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমরাইলে। তার বাড়ি থেকে গতমাসে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বালুরঘাটের আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'হরিরামপুর ব্লকের এক গ্রামে লুকিয়েছিল ওই ব্যক্তি। এদিন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

নথিপত্র ছাড়া কয়েক মাস আগে সীমানা পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিল আবু জাফর গাফারি। ২১ বছর বয়সি ওই তরুণ সারা ভারতে অবশ্য ঘুরেছে সোপাল বর্মন নাম নিয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, সে ভারতের নাগরিকদের সহায়তায় বেঙ্গালুরু, মুম্বই সহ দেশের নানা প্রান্ত চষে কলকাতা হয়ে চিঙ্গিসপুর দিয়ে ফের অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করে। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। বালুরঘাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে জাফরকে।

তার আগে ওই তরুণ ইজিকেলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তরুণের গ্রেপ্তারির সময় থেকে বাড়ির মালিক পলাতক। এতদিন পরে শুক্রবার তার সন্ধান পায় পুলিশ। হরিরামপুরের একটি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভারতে এসে নাম ভাঁড়িয়ে সারা ভারত ঘুরে ফেলল। অথচ ফেরার সময় ধরা পড়ল। এই ঘটনায় দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২৫২ কিমি বাংলাদেশ সীমানাবেষ্টিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আসা-যাওয়া কার্যত জলভাত। এই জেলার সীমান্তকে সেফ করিডর হিসেবে ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা। ওপার বাংলা থেকে এদেশে আসার নেপথ্যে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

যা হয়েছিল

- সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে কয়েক মাস আগে ভারতে ঢোকে ওই বাংলাদেশি তরুণ
- নাম ভাঁড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন বড় শহরে ঘোরার পর বালুরঘাটে আসে
- সেখানের এক বাসিন্দার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল
- তরুণের গ্রেপ্তারির পর থেকে গা-ঢাকা দিয়েছিল সেই বাড়ির মালিক

রঙিয়া ডিভিশনে পে এবং ইউস শৌচালয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউস শৌচালয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-আরএনওয়াই২-২০২৫।** **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট):** ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এঞ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-জিডিআর-টিওআই-৩৪-২৪-২ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	রঙিয়া ডিভিশনের গোরেশ্বর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
এঞ/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-টিওআই-১৮-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	নাহারলাগুন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এঞ/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-টিওআই-৬-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির লাইসেন্স প্রদান।
এঞ/৪	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-টিওআই-৩৫-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
এঞ/৫	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিজেএফ-টিওআই-৪-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	বিজনী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির লাইসেন্স প্রদান।
এঞ/৬	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএমএম-টিওআই-৭-২২-২ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	নিউ মিসামারী স্টেশনের পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির লাইসেন্স প্রদান।

লট বন্ধের তারিখ এবং সময় : ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিভিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTIFICATION

Following plot(s) of land owned by Scheduled Tribe Raiyat(s) is/are proposed to be alienated/ transferred in favour of non-tribal purchaser(s) by their respective recorded owners. If any person(s) belonging to Scheduled Tribe community is/are willing to purchase the said property, may submit application in writing along with photocopy of their ST certificate to office of the undersigned within 15 days of issuance of this notification. Any individual/organization having any compliant/demand/concern about the proposed transfer may also file written submission within 15 days of issuance of this notification.

Sl. No.	Name of Raiyat	Mouza	Khatian No.	Plot No.	Quantum	Consideration Price
1	Sri Fulu Byadh	Churabhandar Maynaguri Block (JL No. 78)	LR-1920	LR-2319 RS-2273	0.13 Acre	₹8,00,000.00
2	Sri Nibil Iswarary & Smt. Snehalata Iswarary	Kharia, Sadar Block, JL No. 07	LR-330 & 331	LR-386	953 sq. ft flat	₹13,00,000.00

Dated: The 13th June, 2025

Sd/-
Revenue Officer
Under Chapter-IIA of W.B.L.R. Act. 1955
Jalpaiguri

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

Requires Sales/ marketing person with two wheeler for water tank. M-9832917729

•

একজন অভিজ্ঞ DTP অপারেটর চাই, শিলিগুড়ি। M : 8250310051. (C/116912)

অ্যাফিডেভিট

I, Johnson Oraw S/o Barsel Oraw, resident of Kheripara, P.O.- Manuaganj, G.P.- Majhiali, P.S.- Bhorer Alo, Dist- Jalpaiguri, Declare that my Actual name is " Johnson Oraw" but my name has been wrongly recorded as "Julsshan Oraon" in place of "Johnson Oraw" in my Aadhaar Card, Vide Aadhaar SL No. 927064047556. I have familiared with everybody as "Johnson Oraw" by the Affidavit of EM Court of Jalpaiguri on 14/05/2025 & I am swearing this Affidavit for the purpose of correction of my 1st name and my last name. (C/113516)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই, থাকা ফ্রি খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা - M - 9832268306 (C/116820)

অ্যাফিডেভিট

I, Goutam Chatterjee S/o- Kanai Lal Chatterjee, R/O. Kaliyaganj, U.D. have corrected my name as Goutam Kumar Chatterjee, vide Affidavit No. 1451 dtd. 25.03.25 for all future purposes of my son Biswajit Chatterjee and me. (C/116921)

•

DL No. WB 71 2008 0077593 এ বাবার নাম LT B KR NAG আছে। গত 13.06.2025 তাং নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হতে অ্যাফিডেভিট বলে LATE BHUPENDRA KR NAG এবং LT B KR NAG একই ব্যক্তি। (C/116624)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No.:-07/BDO/Phd/2025-26, Dated : 11/06/2025, Memo No :-1256/Dev./ Phd, Date:11/06/2025, Last date for Submission of Bids-18/06/2025 upto 4.00 PM. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

NOTICE INVITING e-TENDER

Name of the work : Civil Work in Cremation ground at ward no. 01 to 06 under Tufanganj Municipality area. **NIT No. TUFANGANJ/03/2025-26 ID: 2025_MAD_863724_1, 2025_MAD_863724_2, 2025_MAD_863724_3, 2025_MAD_863724_4, 2025_MAD_863724_5, 2025_MAD_863724_6, 2025_MAD_863724_7, 2025_MAD_863724_8,** Memo no- 489, dt. 12.06.2025. Start date of dropping tender- 05.30 P.M. on 13.06.2025 to last date of dropping tender 05.30 P.M. on 27.06.2025. Tender opening date at 03.30 P.M. on 02.07.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal http://wbetenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.-Tufanganj,
Dist.- Cooch Behar

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২১_২৫-২৬ তারিখ: ১১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_২১_২৫-২৬। **কাজের নাম:** বালুরঘাটের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ-বালুরঘাট স্টেশনে একটি স্টাবলিং লাইনের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ১,৫৩,৩৮,০১৪.৭৫/- টাকা। বায়না রাশি: ২,২৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৩-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১০-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রম. নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নিউ বঙাইগাঁও – ১৭-০২-২০২৪ তারিখে আগুন লাগার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্টোর গোডাউন, ১০ নং ওয়ার্ডের প্রস্তাবিত মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ৭২,৮৪,৭৬২.৫৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৪৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ভালো খবর পেতে পারেন। স্কুলজীবনের কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। **বৃষ :** প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। **মিথুন :** বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। কাউকে উপকার করে সমস্যায় পড়তে পারেন। **কর্কট :** ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্কবিতর্ক। বন্ধুকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। **সিংহ:** উচ্চশিক্ষায় টাকার সমস্যা কেটে যাবে। হাড়ের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। **কন্যা :** কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। **তুলা :** কথাবার্তা সাবধানে বলুন। বাড়ির মূল্যবান কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। **বৃশ্চিক :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আগমনে আনন্দের হাট। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **ধনু :** সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হতে পারেন। **মকর :** ঘরের কোনও কথা বন্ধুকে বলবেন না। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **কুম্ভ :** দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে উপকৃত হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। **মীন :** বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা মিটে যাবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন, ২০২৫, ৩০ জেঠ, সংবৎ ৩ আষাঢ় বদি, ১৭ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২০। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ২।৩৮। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪১। ব্রহ্মযোগ দিবা ১।১৪। বিষ্টিকরণ দিবা ২।৩৮ গতে ববকরণ রাত্রি ২।২৮ গতে বালবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৫।১০ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১১।৪১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১১।৪১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ২।৩৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৪।৩৯ গতে ৬।২০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৯ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।৪১ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৬ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিবাহ- রাত্রি ৭।৩৯ গতে ১১।৪১ মধ্যে ধনু মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ পরে রাত্রি ২।৫৯ মধ্যে কুম্ভ মীন ও মেষলগ্নে সুতহিবুকযোগ যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৮ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২০ গতে ১।২৮ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবানীপুরে খুন

ভবানীপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় সোনার কারিগরকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

দমদমে বচসা

আরপিএফ ও যাত্রীদের মধ্যে বচসার জেরে দমদম স্টেশনে ধুন্ধুমার কাণ্ড। মারাত্মকভাবে জখম হলেন দুই যাত্রী। মাথা ফাটল আরপিএফ কর্মীর। ঘটনায় হতবাক প্রত্যক্ষদর্শীরা।

নিখোঁজের হদিস

২২ বছর আগে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন কাটোয়ার তরুণ। এতদিন পর বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ভবঘুরে অবস্থায় কলকাতায় তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখে পুলিশ চিকিৎসা করায়।

নিষিদ্ধ টোটো

নিউটাউনের বড় রাস্তায় টোটো ও ই-রিকশা নিষিদ্ধ করল পুলিশ। বিধাননগর ট্রাফিক কমিশনারেট এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। দুর্ঘটনা আটকাতে এই পদক্ষেপ।

আলোর খেলা...

শুক্রবার গঙ্গার ঘাটে। আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প চালু রাখতে ইতিমধ্যে খরচ প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকা

কলকাতা, ১৩ জুন : কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ'র বকেয়া টাকা মেটানো নিয়ে রাজকোষে বাড়তি চাপের আশঙ্কা রয়েছে নবান্নের। এটা দিতে গেলে সরকারকে এখনই প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা রাজকোষ থেকে বের করতে হবে। সরকারের বর্তমান আর্থিক সংকটকালে রীতিমতো ভাবাচ্ছে নবান্নের অর্থ দপ্তরকে।

কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে টাকা জোগাড়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে ওই দপ্তরকে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আর্থিক চাপ নিতে হচ্ছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো সামাজিক প্রকল্পকে নিয়মিত চালু রাখতে। তারই মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ও উপভোক্তা বাড়ানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের ভাবনার কথাও নবান্নের অর্থ দপ্তরকে মাথায় রাখতে হচ্ছে। গত বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। এজন্য সরকারকে ৪৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তার পরেও রাজ্যের আরও মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতার টাকাও বাড়ানো হতে পারে বলে নবান্নে প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করছেন। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে এই ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপও করতে পারে বলে প্রশাসনের অনেকের ধারণা।

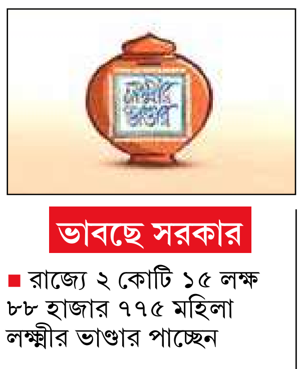

ভাবছে সরকার

- রাজ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন
- এজন্য সরকারকে ৪৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে
- আরও মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ভাবা হচ্ছে
- ভাতার টাকা বাড়ানোর চিন্তাভাবনাও চলছে বলে খবর
- বিধানসভার আগেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা

শুক্রবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অবশ্য ওই পথে হাঁটেননি নারী ও শিশু সমাজকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা। পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়কের এক প্রশ্নের উত্তরে শশী জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেয়েছেন। এজন্য সরকারের খরচ হয়েছে ৪৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। ৬০ বছর বয়স হলে ওই মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৮৩৭ জনকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে 'বার্ধক্য ভাতা' দিচ্ছে সরকার।

বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চাকরিহারারা

কলকাতা, ১৩ জুন : বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারাদের আমরণ অনশনের ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হল শুক্রবার। একইসঙ্গে এদিন দুপুরে বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজেদের দাবিদাওয়া জানাল তাঁদের ৫ জনের প্রতিনিধি দল। অধ্যক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই দাবি করেছে তারা। পাশাপাশি ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকিকেও নিজেদের দাবি জানিয়েছে এই প্রতিনিধি দল। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে তাঁদের সমস্যার কথা প্রস্তাব আকারে পেশ করার জন্যই বিধায়কদের অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

সেন্ট্রাল পার্কে অনশনে চাকরিহারারা। শুক্রবার।

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর তরফে আগেই ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বিধানসভাতেই তাঁদের সঙ্গে এদিন সাক্ষাৎ করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ওএমআর শিটে মিরর ইমেজ প্রকাশ, রিভিউ পিটিশনের শীঘ্রই ব্যবস্থা করা, আইনি প্রক্রিয়া শেষের আগে পরীক্ষার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা, 'যোগ্য'-'অযোগ্য'-র পৃথক তালিকা প্রকাশ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এই পাঁচদফা দাবি অধ্যক্ষের কাছে জানিয়েছেন চাকরিহারারা। সাক্ষাতের পর তাঁরা দাবি করেন, 'অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সমস্ত কাজ হচ্ছে। সরকারের তরফে সব ধরনের সহযোগিতা আমাদের করা হবে।'

তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি চাকরিহারাদের। শিক্ষিকা সংগীতা সাহা বলেন, 'বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গেও সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলাম। তবে সেই সুযোগ মেলেনি।' অবশ্য নৌশাদ সিদ্দিকি চাকরিহারাদের সমস্যা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি বিধাননগর (উত্তর) থানার তলবে এদিন হাজিরা দিয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ।

কুকথার তোড় গণতন্ত্রের মন্দিরে

হুমায়ুনের মন্তব্যে বাধা সংখ্যালঘু বিল আলোচনায়

কলকাতা, ১৩ জুন : সংখ্যালঘু কমিশন বিল নিয়ে আলোচনায় তৃণমূলের ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মুখে 'মোদির বাচ্চা' মন্তব্যে শোরগোল বিধানসভায়। হইচইয়ের জেরে বিল নিয়ে আলোচনা গেল হারিয়ে। শাসক-বিজেপির তর্জায় শুধুই চর্চা আটকে রইল অশালীন শব্দের ব্যবহারে।

বিতর্ক যেখানে

- তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন পুলিশ কর্তা হুমায়ুন কবীর এনআরসি, সিএএ থেকে শুরু করে ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেন
- শুভেন্দুর কথার রেশ ধরে নাম না করে পদ্ম বিধায়কদের মোদির বাচ্চা বলেন
- আর এই মন্তব্যেই ফুঁসে ওঠেন দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ

সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য সংখ্যা ও কয়েকটি পদের সংশোধনী সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বিধানসভায়। সেই আলোচনায় অংশ নিয়ে শাসক দলের বিধায়ক প্রাক্তন পুলিশ কর্তা হুমায়ুন কবীর এনআরসি, সিএএ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গেই রাজ্যে বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। ইদানীং নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজেকে 'মোদির বাচ্চা' বলে দাবি করে থাকেন। রাজ্যে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে এদিন নাম না করে কবীর বলেন, 'আপনারা তো কথায় কথায় নিজেদের মোদির বাচ্চা বলেন।' হুমায়ুনের এই মন্তব্যে ফুঁসে ওঠেন বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে গুটিকতক দলীয় বিধায়কদের নিয়ে অধিবেশন কক্ষে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন তিনি। বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে অবিলম্বে এই শব্দবন্ধকে বাদ দিতে এবং বিধায়ককের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানান। বৃহস্পতিবার কালীঘাটে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় পুলিশকে উদ্দেশ্য করে হাওয়াইচটি দেখিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপির নেতারাও কিছু কম যান না। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজে যেভাবে পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করেছেন ও চটি দেখিয়েছেন তার জবাব কে দেবে?' অধ্যক্ষের কাছে শংকরের দাবি, বিষয়টি বিধানসভার বাইরের। তা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে কেন? যদিও অধ্যক্ষের সাফাই, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য যে অভিযোগ করেছেন সেটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। আমরা সবাই দেখেছি। ফলে তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। অধ্যক্ষের এই মন্তব্যে পালটা কটাক্ষ করে শংকর বলেন, 'শাসক হলে বাইরে যা খুশি বলা যায়। এটাই অধ্যক্ষের আইন। অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে এত পক্ষপাতমূলক আচরণ যে করা যায়, তা এই অধ্যক্ষকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। বিধায়ককে সতর্ক করা দূরে থাক, এধরনের অশালীন মন্তব্য করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করে পালটা যুক্তি খাড়া করতে চাইছেন মন্ত্রী। এটা অপরাধকে লঘু করে দেখানো ছাড়া কিছু নয়।'

ধান কিনতে জিপিএস ব্যবহার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জুন : চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজে ব্যবহৃত লরি সহ বিভিন্ন যানে জিপিএস প্রযুক্তি চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। ধান কেনায় আরও বেশি স্বচ্ছতা আনতেই আধুনিক এই প্রযুক্তি চালুর ভাবনা সরকারের। সরকারি শিবিরগুলিতে ধান কেনা ও সেখান থেকে বিভিন্ন চালকলগুলিতে তা যাওয়ার পথে মাঝেমধ্যেই নানা অভিযোগ ওঠে। সরকারের ধান কেনার পরে যাতে স্বচ্ছতা পুরোপুরি বজায় থাকে, সেইজন্যই এই আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গাড়ি ব্যবহার করার ভাবনা বলে শুক্রবার খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান। তিনি জানান, ধান নিয়ে যাওয়ার গাড়িগুলির ওপর যাতে প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখা যায় তার জন্যই এই জিপিএস ব্যবহার। উত্তরবঙ্গে জিপিএস ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারি পর্যায়ে কথা শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সরকারের ধান কেনায় একশো শতাংশ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে যা করার দরকার, খাদ্য দপ্তর সেই পদক্ষেপই করবে।

বিশেষ উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

মন্ত্রী জানান, এবার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনায় খাদ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার পথে। যা প্রায় রেকর্ড বলা যেতে পারে। ৫৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ইতিমধ্যেই চাষিদের কাছ থেকে সরকার গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কিনেছে। তবে মন্ত্রীর অভিযোগ, এফসিআই ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য লক্ষ লক্ষ টন ধান কিনেও রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন দিল্লি থেকে টাকা পাচ্ছে না। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের এই খাতে এখনও পর্যন্ত পাওনা প্রায় ৭ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা। বারবার চিঠি ও তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও দিল্লি ওই বকেয়া অর্থ দিচ্ছে না। রাজ্যকেই টাকা দিয়ে কেন্দ্রের জন্য ধান কিনতে হচ্ছে। এটা রাজ্যের ওপর একটা উপরি আর্থিক চাপ। হঠাৎ এবার ধান কেনার মরশুমের শুরুতে কেন্দ্র জানায়, রাজ্যের কাছ থেকে ধান কিনবে না তারা। পরে আবার মত বদলে রাজ্যের কাছ থেকে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ রাজ্যের পাওনা অর্থ মেটানোর কোনও তাগিদই নেই কেন্দ্রের।

তুলসী কাণ্ডের পর শুক্রবার বিধানসভায় ঢোকার মুখে সমস্ত গাড়িকে এভাবেই তল্লাশি করে পুলিশ। সংবাদচিত্র।

আশ্রয় হারানোর ভয়

কলকাতা, ১৩ জুন : দাদু-ঠাকুমার আমল থেকেই তাঁদের বসবাস ফুটপাথে। কাগজ কুড়ানো কারও জীবিকা। কেউ করেন দিনমজুরি। তাঁদের সন্তানরাও বছরের পর বছর ধরে পড়াশোনা করছে এখানকার স্কুলেই। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ যখন যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের এই 'শান্তির সংসার' উচ্ছেদ করতে এসেছিল, তখন প্রায় একশোজন বাসিন্দা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন একযোগে। তাঁদেরই একজন মাম্পি দাস। বছর ২৭-এর মাম্পির প্রশ্ন, 'যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে থাকতে পারবেন? পুরসভা নির্ধারিত বেশিরভাগ রাত্রিনিবাসেই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। মাম্পির বক্তব্য, 'পরিবার ছেড়ে আমরা আলাদা থাকতে পারব না।'

মঙ্গলবার ফুটপাথ সাফাই অভিযানে গিয়ে বেশকিছু জায়গায় বলপূর্বক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন পুরসভার আধিকারিকরা। সেই নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ফুটপাথবাসীরা। কালীঘাটের কাউন্সিলার প্রবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত উচ্ছেদ করা হয়নি। পুরসভা একটা প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছে মাত্র। সরকারি আশ্রয়স্থলগুলি তো ব্যবহার করা প্রয়োজন। পথচারীদের অসুবিধা করে রাস্তায় বসবাস মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

ফের ভরতপুরের বিধায়ককে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দলের

কলকাতা, ১৩ জুন : ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ফের সতর্ক করল দল। শুক্রবার বিধানসভায় নিজের ঘরে ডেকে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে দলীয় শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্নে চূড়ান্ত সতর্ক করলেন। তৃণমূল পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হুমায়ুনকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দলের তরফ থেকে তাঁকে এটাই শেষ সুযোগ। এরপরও নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে সাসপেন্ড করতে পারে দল। যদিও পরমুহূর্তেই হুমায়ুন বলেন, 'আমি চুনোপুঁটি নেতা। দলকে বলুন আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিতে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ভরতপুরের বিধায়ক। কখনও তাঁর নিশানায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, আবার কখনও তৃণমূল। হুমায়ুনের কথায় বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে দল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কখনও মুখ্যমন্ত্রী, কখনও দলের পরিষদীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিকে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তাতে হেলদোল নেই হুমায়ুনের। সম্প্রতি কাশেম সিদ্দিকীকে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ দেওয়া নিয়ে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন হুমায়ুন। দলের সিদ্ধান্তহীনতার জন্যই '২৬-এর বিধানসভা ভোটে সংখ্যালঘু মুসলিমরা তৃণমূলের ওপর আস্থা হারাচ্ছে বলেও সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন তৃণমূলের একাংশ।

নিশানা নেতৃত্বকে

- আমি চুনোপুঁটি নেতা। দলকে বলুন আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিতে।
- কেন বারবার আমাকেই সতর্ক করতে হচ্ছে সেটা শোভনদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

এদিন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে সতর্ক করে বলেন, 'আপনি বারবার সংবাদমাধ্যমে যেসব মন্তব্য করছেন তাতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আপনি সতর্ক হোন। নাহলে দলকে পদক্ষেপ করতে হবে।' শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সামনে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও কিছুক্ষণ পরই পুরোনো মেজাজে ফিরতে দেখা গিয়েছে হুমায়ুনকে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ও শোভনদেবের উদ্দেশে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হুমায়ুন বলেছেন, 'কেন বারবার আমাকেই সতর্ক করতে হচ্ছে সেটা শোভনদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।' দল তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা নিলেও তিনি যে তাঁর অবস্থান থেকে সরতে চান না সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন হুমায়ুন।

তল্লাশির মুখে শাসক-বিরোধী বিধায়করা

কলকাতা, ১৩ জুন : আচমকায় বিধানসভায় নিরাপত্তায় কড়াকড়ি। শুক্রবার বিধানসভায় ঢোকার মুখে শাসক-বিরোধীদের গাড়িতে জোরদার তল্লাশি চালাল বিধানসভার নিরাপত্তা কর্মী ও পুলিশ। ঘটনায় খানিকটা হতভম্ব বিরোধী শিবির। বিরোধীদের আশঙ্কা, বৃহস্পতিবার মহেশতলা কাণ্ড নিয়ে বিধানসভায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ করার জেরেই তাদের হেনস্তা করতে পালটা এই কৌশল নিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশতলা কাণ্ডে বিধানসভার ভিতরেই হিন্দু ধ্বজ ও তুলসী নিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা। অধিবেশন কক্ষের মধ্যেও তারা ধ্বজ নিয়ে ঢুকেছিলেন। যদিও অধ্যক্ষের দাবি, সবকিছুই রুটিনমাফিক করা হয়েছে।

এদিন বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে আসা শাসক-বিরোধীদের গাড়ি গেটের মুখে থামিয়ে তল্লাশি শুরু করে বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীরা। যদিও বিরোধীদের দাবি, বেছে

বিধানসভা কড়াকড়ি

বেছে তাদের গাড়িকেই তল্লাশির নামে হেনস্তা করা হয়েছে। বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের অভিযোগ,' ভিতরে ঢোকার সময় আমার গাড়ির ডিকি খুলে চেকিংয়ের নামে দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।' স্পিকারের দাবির সমালোচনা করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'এটা যদি রুটিন চেকিং হবে, তাহলে অধিবেশনের শুরু থেকে হল না কেন?' বিজেপির একাধিক বিধায়করাও নিরাপত্তার নামে চেকিং নিয়ে সরব হয়েছেন। বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'বিধানসভার ভিতরে কোনও বিজেপি বিধায়ককে বা তৃণমূলেরই কোনও বিধায়ককে কেউ হয়তো টার্গেট করছে কোনও অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটানোর জন্য। ওদের তো অনেক গোষ্ঠী। সেরকম কিছু হলে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপানোটা সহজ। সেই আশঙ্কা থেকেই হয়তো নিরাপত্তা নিয়ে কড়াকড়ি।' তবে বিরোধীদের এই আশঙ্কা উড়িয়ে স্পিকার বলেছেন, 'বিধানসভার নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কে কী নিয়ে ভিতরে ঢুকছেন তা দেখার অধিকার নিরাপত্তারক্ষীদের আছে। তাঁরা যা করেছেন নিয়মের মধ্যেই করেছেন।'

রায়দান স্থগিত

কলকাতা, ১৩ জুন : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুক্রবার জানিয়ে দেন, এই নিয়ে আগেই একটি মামলার শুনানি হয়েছে। এই মামলাটিকেও পূর্বের মামলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। একত্রে রায়দান করা হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অযোগ্যদের বেতন ফেরত নেওয়ার কথা রাজ্যের। কিন্তু তার পরিবর্তে রাজ্য টাকা দিচ্ছে। পালটা এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে রাজ্য।

এদিন রাজ্যের তরফে মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে আবেদনকারীদের আইনজীবী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের যে কোনও নির্দেশ সংবিধান অনুযায়ী পালন করতে হয় প্রশাসনকে। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। এখনও অনেকের বেতন ফেরত নেওয়া হয়নি।'

মহিলা সংশোধনাগারে সৌরশক্তি

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জুন : সর্বপ্রথম কোনও সংশোধনাগারে চালু হল সৌরশক্তির ব্যবহার। বিদ্যুতের বিল বাঁচাতে এই উদ্যোগ নিল আলিপুর মহিলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। এখানে আগের থেকে মহিলা আবাসিকদের সংখ্যা বেড়েছে। বিভিন্ন সেলে মহিলা আবাসিকরা তাঁদের সন্তান সহ বিচারাধীন বন্দি হিসেবে রয়েছেন। কারা আধিকারিক ও কারারক্ষীরা সর্বদা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। সূত্রের খবর, বর্তমানে এখানে প্রায় ১০০০ আবাসিক রয়েছে। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত উন্নতমানের। তাই তা পরিচালনা করতে গেলে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সেই খরচ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নিয়েছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আরও সংশোধনাগারগুলিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারগুলি আমাদের মূল লক্ষ্য।'

জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি সংস্থার থেকে সম্প্রতি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ করানো হয়েছে। সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানকার আবাসিকদের। তার আগে কীভাবে চালনা করা হবে, সেই প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনাগারে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক ডিভাইস, অত্যাধুনিক জ্যামার, সিসিটিভি সহ উন্নতমানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে। কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, পরিচালনাবাবদ মাসে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হচ্ছিল। তাই সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতের খরচ বাঁচানোর পরিকল্পনা হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার চালু করা হয়েছে। তাতে সাফল্যও মিলেছে। তাই রাজ্যের বাকি সংশোধনাগারগুলিতেও বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌরশক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এতে অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার সম্পর্কেও সদর্থক বার্তা যাবে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ দিয়েছেন পরিবেশবিদরা। বিখ্যাত পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, '১৭-১৮ বছর আগে আমি এই সংক্রান্ত একটি মামলা করেছিলাম। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর বা সরকারি আবাসনগুলিতে বিদ্যুৎশক্তির পরিবর্তে সৌরশক্তি ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেছিলাম। সেই সময় তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি রাজভবনে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েওছিলেন। পরবর্তীতে কী হয়েছে জানি না। তবে সংশোধনাগারে এই উদ্যোগ অত্যন্ত ভালো। অন্যান্য সংশোধনাগারগুলিও যদি এই বিষয়ে এগিয়ে আসে তা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হবে।'

হাইকোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৩ জুন : মহেশতলায় হিংসা কবলিত এলাকায় যেতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, তিনি একজন বিধায়ক ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে চান। এই প্রেক্ষিতে ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপারকে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন পুলিশ সুপার। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই মহেশতলা কাণ্ডে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন শুভেন্দু। এদিন এই জনস্বার্থ মামলা নিয়ে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তবে সোমবার পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণের কথা জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

জুলাইয়ে উদ্বোধন সার্কিট বেঞ্চের

কলকাতা, ১৩ জুন : আগামী মাসের প্রথম দিকে আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ জুলাই জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা। শুক্রবার বিধানসভায় আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকও জানান, ১২ জুলাই জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হতে পারে। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীও থাকতে পারেন।

টুকরো খবর

মানববন্ধন

ফেশ্যাবাড়ি, ১৩ জুন : অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের ডাকে শুক্রবার নিরপেক্ষ প্রতিবাদী মঞ্চের তরফে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। জুম্মা নমাজের পর শুকটাবাড়ি শিমুলতলা মসজিদে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে সংগঠনের সদস্যরা সরব হন। সংগঠনের তরফে কাওসার আলম ব্যাপারী বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল সহ এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণ করা হয়েছে কালো ব্যাচ পরে।'

১৫ দফা দাবি

শীতলকুচি, ১৩ জুন : সারা ভারত কৃষকসভা ও খেতমজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শুক্রবার ১৫ দফা দাবি নিয়ে শীতলকুচি বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে খেতমজদুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক রমেন প্রামাণিক, প্রাক্তন বিধায়ক হরিশ্চন্দ্র বর্মন, সারা ভারত কৃষকসভার কোচবিহার জেলা সহ সম্পাদক আকিক হাসান সহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আকিক বলেন, '১০০ দিনের কাজ চালু, তার মেয়াদ বৃদ্ধি ও মজুরি বৃদ্ধি। ফসলের ন্যায্য দাম সহ বিভিন্ন দাবি স্মারকলিপির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।'

৭ গাড়ি আটক

শীতলকুচি, ১৩ জুন : শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার সাতটি বালিবোঝাই ছোট গাড়ি আটক করল শীতলকুচি থানার পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরে খলিসামারি পঞ্চায়েতের ধরলা নদী থেকে বালি চুরির অভিযোগ উঠছিল। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সাতটি ছোট গাড়ি আটক করে। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'ছোট গাড়িগুলির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।'

শিবির

পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ জুন : কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে শুক্রবার পুণ্ডিবাড়ি থানার মধুপুর এলাকার একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির হয়। শিবিরে পকসো আইন, সাইবার অপরাধ এবং মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ওই শিবিরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডিএসপি ক্রাইম লবসং শেরিং ভুটিয়া, পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সভা

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জুন : বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়ে মেখলিগঞ্জ বাজারে সভা করল সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি। সমিতির মেখলিগঞ্জ ব্লক সম্পাদক যোগেশচন্দ্র রায়ের দাবি, 'আমাদের আন্দোলনের চাপেই রাজ্য সরকার বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করেছে।' গ্রাহকদের অভিনন্দন জানাতে এই কর্মসূচি বলে তিনি জানিয়েছেন।

উৎসব

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ জুন : ২২ জুন নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে শুক্রবার মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স রুমে একটি সভার আয়োজন করা হয়। মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল বলেন, 'আমাদের ব্লক তথা রাজ্যে এই অনুষ্ঠান এ বছর প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরবর্তীতে এবিষয়ে আরও বিস্তারিত জানানো হবে।'

ও মাঝি রে... শুক্রবার কোচবিহারের কালজানি নদীতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় চর্চা দক্ষিণ গুরুদেবপুরে

ফিরল গ্রাম ঝলসানোর স্মৃতি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন : বৃহস্পতিবার দুপুরে টিভির পর্দায় আহমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার ছবি দেখার পর শিউরে উঠেছিল ময়নাগুড়ির বাকালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গুরুদেবপুর গ্রাম। ১৫ বছর আগের দিনটার স্মৃতি আরেকবার ভেসে উঠেছিল সকলের মনে।

দিনটা ছিল ২০১০ সালের ২৪ জুলাই। হাসিমারা এয়ারবেস থেকে আকাশে ওঠা একটি মিগ ২৭-এ আগুন ধরে যায়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর আগুনের গোলার মতো সেটি আছড়ে পড়ে গ্রামের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে জতুগৃহ হয়ে যায় গ্রামের অনেকের বাড়ি। ঝলসে মারা যান গ্রামের দুই কিশোরী, এক তরুণ আর এক প্রৌঢ়। সেদিনের আঘাতের চিহ্ন আজও শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রামের ১৬ জন।

জয়া রায়ের পরিবারটাই সেদিন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার নিজের বাড়িতে বসে জয়া সেদিনের ঘটনার কথা শোনালেন, 'দুই মেয়েকে নিয়ে ঘরের বারান্দায় বসেছিলাম। হঠাৎ বিকট একটা আওয়াজ। কিছু বোঝার আগেই একটা জ্বলন্ত কিছু বাড়ির ওপরে এসে পড়ল। চোখের সামনে ঝলসে গেল আমার দুই মেয়ে পূর্ণিম আর লতিকা। ওদের বয়স তখন ৫ আর

মৃত ও আহতের পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার দক্ষিণ গুরুদেবপুর গ্রামে।

১০ বছর।' আর কথা বলতে পারেন না জয়া। নিজের ডান পায়ের পাতা ঝলসে গিয়েছিল সেদিন। দেহে-মনে সেদিনের দুর্ঘটনার ক্ষত নিয়েই বেঁচে আছেন তিনি।

সেদিন সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ হাসিমারা এয়ারবেস থেকে মহড়ার জন্য আকাশে উড়েছিল মিগ ২৭ যুদ্ধবিমান। গ্রামের মাঠে জমি থেকে পাট কাটছিলেন প্রবীর জগভৈরব রায়। পাশের জমিতে ধানের চারা বুনছিলেন দাদা ভলেন রায় (৫৫) আর ভাগ্নে রঞ্জিত রায় (২৫)। প্রবীর বলেন, 'হঠাৎ দেখলাম আকাশ থেকে আগুনের গোলা আমাদের জমি আর বাড়ির দিকে নেমে আসছে। ভয়ে জমির একপাশে শুয়ে পড়ি। তারপর কিছুক্ষণ পর হুঁশ ছিল না। জ্ঞান ফেরে লোকজনের চিৎকারে। দেখি জমির একপাশে দাদা আর ভাগ্নে ঝলসানো অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা দেখে সেই দিনটার কথা মনে পড়েছিল। সারারাত ঘুমোতে পারিনি।

গ্রামের এক বৃদ্ধা আরতি রায়ের ধারণা, যুদ্ধবিমানের ভেতর গোলাবারুদ ছিল। তাই এত প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর বিমান আকাশে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর মেয়ে অঞ্জলি সেদিন আগুনের গোলায় অনেকটাই পুড়ে গিয়েছিলেন। এখন তিনি অনেকটা সুস্থ হলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হননি।

মৃত ভলেন রায়ের নাতি সুরজিতের বয়স তখন ছিল বছর দুই। আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার ছবি দেখার পর তিনিও হতবাক। বললেন, 'সেদিনের কথা তো মনে নেই। তবে, ১৫ বছর আগে গ্রামে সেদিন কী হয়েছিল তার কিছুটা আজ বুঝতে পারলাম।'

আহমেদাবাদের ড্রিমলাইনারের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় একজন যাত্রী বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন। দক্ষিণ গুরুদেবপুরের মিগ ২৭ বিমান দুর্ঘটনায় পাইলট অবশ্য বেরিয়ে এসে প্রাণে বেঁচে যান।

গ্রামে এখন খুঁজলে আর সেদিনের কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে না। গ্রামের মানুষই জানালেন, দক্ষিণ গুরুদেবপুরের বড় নালার দু'দিকে পড়েছিল বিমানের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ। বিমানের মাথার অংশ পাশের তিস্তা নদীবাঁধের মধ্যে অনেকটাই ঢুকে যায়। সেই বাঁধ এখন সারিয়ে ফেলা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ পেয়ে আগুনে পোড়া বাড়িঘরও সারিয়ে নিয়েছেন গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তরা। তবে, মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি সেই ভয়াবহ দিনের কথা। ১৩ জুনের বোয়িং দুর্ঘটনা সেটা আবার তাঁদের মনে করিয়ে দিল।

পলিহাউসে পাটকাঠি ও খড়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৩ জুন : ছিটমহল বিনিময়ের পর শীতলকুচি ব্লকের সাবেক ছিটমহল এলাকায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে গোটা কুড়ি সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচপ্রকল্প এবং পলিহাউস নির্মাণ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেসব প্রকল্পের অধিকাংশ সেচপাম্প অকেজো হয়ে পড়েছে। পলিহাউসগুলো ভেঙে পড়েছে বা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পগুলি বেহাল থাকায় চুরি হয়ে যাচ্ছে সোলার প্যানেল ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ। পলিহাউসে আধুনিক চাষ করার পরিবর্তে রাখা হচ্ছে পাটকাঠি ও খড়।

এ ব্যাপারে খলিসামারি পঞ্চায়েত প্রধান কল্পনা বর্মন বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচপ্রকল্প এবং পলিহাউস তৈরি হয়েছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সুবিধা না পাওয়ায় সেগুলির সিংহভাগ বিকল হয়ে রয়েছে। বিষয়টি গ্রাম

বিকল সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচপ্রকল্প। শীতলকুচি ব্লকের সাবেক ছিটমহলে।

পঞ্চায়েতের নজরে আসার পর ব্লক এবং জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও উদ্যোগ না থাকায় ফের বিষয়টি তাদের নজরে আনা হবে।' বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস।

শীতলকুচি ব্লকের সাবেক ছিটমহল নলগ্রাম খণ্ড, ফলনাপুরের স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন, সেচপ্রকল্পের সৌর প্যানেলগুলির নিয়মিত পরিষ্কার ও মেরামতির ব্যবস্থা না থাকায় প্যানেলগুলি ধুলোয় ঢেকেছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কমেছে। পাশাপাশি পলিহাউসের প্লাস্টিক শিট ছিঁড়ে গিয়েছে এবং কাঠামো জং ধরে নষ্ট হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের তরফে কোনও রক্ষণাবেক্ষণ বা নজরদারি নেই বলে অভিযোগ।

যদিও অ্যাগ্রিমেকের মাথাভাঙ্গার জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার বলিন বর্মনের বক্তব্য, প্রকল্পগুলি হ্যান্ডওভার স্কিমের অন্তর্গত। অর্থাৎ প্রকল্পগুলি তৈরি করার পর টেস্টিং করে সুবিধাভোগী গ্রুপের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচপ্রকল্প এবং পলিহাউসই নয়, সঙ্গে সুবিধাভোগীদের পাওয়ার টিলার, থ্রেশার, স্প্রেয়ারের মতো কৃষি যন্ত্রাংশ দেওয়া হয়েছিল। সুবিধাভোগীদের সচেতন করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল। পলিহাউসে কী করে ক্যাপসিকাম, ধনেপাতা সহ আধুনিক চাষ করা যায় সে নিয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল একাধিকবার। তিনি আরও বলেন, 'একটু যত্ন নিলেই প্রকল্পগুলি চলত। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে হিংসা ও রেষারেষির জেরেই প্রকল্পগুলি নষ্ট হচ্ছে। প্রকল্পের জিনিসপত্র চুরি হলেও সুবিধাভোগীরা থানায় অভিযোগ পর্যন্ত করেনি।'

এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা আবার পুরোনো ডিজেলচালিত পাম্পের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন, যা ব্যয়বহুল ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সাবেক ছিটমহল ফলনাপুরের কৃষক অমর রায়ের কথায়, 'নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবেই সরকারের হ্যান্ডওভার স্কিমগুলি নষ্ট হওয়ার জোগাড়।' তাঁর কথায় সায় জানালেন আরেক কৃষক নিরঞ্জন রায়ও।

অগ্নিকাণ্ডের শঙ্কা মহকুমা হাসপাতালে

যন্ত্র থাকলেও পরিকাঠামো নেই

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ জুন : কোচবিহার জেলার চিকিৎসা মানচিত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। শুধু শহর নয়, তুফানগঞ্জ মহকুমার ২৫টি পঞ্চায়েতের পাশাপাশি নিম্ন অসম থেকেও রোগীরা এখানে আসেন। কিন্তু হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা তথৈবচ। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে গাইনিকলজি বিভাগ, অগ্নিনির্বাপণের জন্য লাগানো হয়েছে জলের পাইপ। অথচ নেই রিজার্ভার। ফায়ার অ্যালার্মের বক্স থাকলেও তাতে নেই অ্যালার্মের কোনও অস্তিত্ব। দেওয়ালে ঝুলে রয়েছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার। সেগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ কি না সেটাও প্রশ্নের মুখে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা করছেন রোগী ও তাঁদের পরিজন।

যদিও সমস্যার কথা একরকম স্বীকার করে নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সুপার মৃণালকান্তি অধিকারীর সাফাই, 'দুর্ঘটনা মোকাবিলায় বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও চালানোর কর্মী নেই। বিষয়টি ইতিপূর্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। শীঘ্রই যাতে ঘাটতিগুলি পূরণ করা যায় সে ব্যাপারে আবারও জানাব।'

শুক্রবার হাসপাতালে ঢুকতেই দেখা গেল, হোসবক্সগুলো ভগ্নদশায় পড়ে। বেশ কিছু বাক্স থাকলেও তাতে নেই রোল পাইপ। সপ্তাহখানেক আগে তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের তরফে অডিটও করা হয়েছে হাসপাতালে। তারা লিখিতভাবে বিষয়গুলি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সাহা জানান, মহকুমা হাসপাতালে একে তো নেই পর্যাপ্ত ফায়ার এক্সটিংগুইশার, তার ওপর যেগুলো আছে সেগুলো

ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে হোসবক্স। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে।

বর্তমান অবস্থা

- অগ্নিনির্বাপণের জন্য রয়েছে জলের পাইপ, কিন্তু নেই রিজার্ভার
- ফায়ার অ্যালার্মের বক্স থাকলেও নেই অ্যালার্মের অস্তিত্ব
- ফায়ার এক্সটিংগুইশার মেয়াদ উত্তীর্ণ কি না জানা নেই
- হোসবক্সগুলো ভগ্নদশায় পড়ে
- বেশ কিছু বাক্স থাকলেও তাতে নেই রোল পাইপ

জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। আগুনের প্রাথমিক ইঙ্গিত হিসেবে ধোঁয়া শনাক্ত করার জন্য স্মোক ডিটেক্টর এবং স্প্রিংকলার থাকলেও তা নিষ্ক্রিয়। সরঞ্জামগুলি সক্রিয় না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে না।

এদিন হাসপাতালে এসেছিলেন রোগীর পরিজন রজত গুহরায়, স্বপন বসাকরা। তাঁদের মধ্যে রজত বললেন, 'বয়সের ভারে এমনিতেই ছোটাছুটি করতে পারি না। তার ওপর কোনও সময় দুর্ঘটনার কবলে পরে ক্ষতি হয়ে গেলে তার দায় কে নেবে? একটা মহাকুমা হাসপাতালে পরিকাঠামো বেহাল হওয়া কখনোই কাম্য নয়।' এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তুফানগঞ্জ পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার সরঞ্জাম লাগানো হলেও রাতারাতি সেগুলি চুরি হয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কারা চুরি করছে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এই মুহূর্তে হাসপাতালে কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে কীভাবে তার মোকাবিলা করা হবে, জানা নেই খোদ কর্তৃপক্ষেরই। এ বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উড়ন্ত শৈশব।। মাটিকুন্ডার ঝলঝলিতে ছবিটি তুলেছেন মনীষ দত্ত।

ক্যানসার চিকিৎসায় দিশা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন : ট্রুকাট বায়োপসি, সিটি গাইডেড এফএনএসি সহ ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় একাধিক আধুনিক পরিষেবা মিলছে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে। ক্যানসারের চিকিৎসা এমনিতেই ব্যয়বহুল। বাইরে বেসরকারি কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সেসব পরিষেবা পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। বিশেষ করে আর্থিকভাবে দুর্বল কারও পক্ষে সেই চিকিৎসা করানোও মুশকিল। এই পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজ থেকে বিনামূল্যে একই পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন অনেকেই।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এখানে অঙ্কোলজি বিভাগটি রয়েছে। রোগীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগের পরিকাঠামো বেড়েছে। পরিষেবা আধুনিক হয়েছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৬০ জন নতুন রোগী এই বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এসেছেন। আর ফলোআপ রোগীর সংখ্যা ৭৩৪। একটা সময় ছিল যখন পরিকাঠামোগত সমস্যায় এখানে ক্যানসার রোগ নির্ণয়ের জন্য বায়োপসি পরীক্ষা পর্যন্ত হত না। বর্তমান রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক সিটি স্ক্যান গাইডেড বায়োপসি পর্যন্ত এখানে হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ক্যানসার রোগ বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রথম ধাপে ক্যানসার রোগ ধরা পড়লে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় যে দিশা দেখাচ্ছে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ, তা বলাই বাহুল্য। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'আমাদের ক্যানসার বিভাগে এখন সব থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগ শনাক্তকরণ করা হচ্ছে। যে পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো করতে বাইরে মোটা টাকা খরচ হয়, সেগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মেডিকেল কলেজে থেকে করা হচ্ছে। শুধু পরীক্ষানিরীক্ষাই নয়, বেশ কিছু কেমোথেরাপি এবং ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইসব পরিষেবার এক-একটির দাম লক্ষাধিক টাকা। সেগুলো আমাদের এখান থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।'

কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সিটি স্ক্যান গাইডেড বায়োপসির খরচ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে তা বিনামূল্যে হয়। ব্রেস্ট ক্যানসার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়, তা এতদিন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে করতে হত। ট্রুকাট বায়োপসি পদ্ধতিতে এখন খুব অল্প সময়ে এই নমুনা সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

মেডিকেলের অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান প্রেমনাথ দত্ত বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ৫০টির ওপর সিটি গাইডেড এফএনএসি এবং ১৫টি ট্রুকাট বায়োপসি করেছি।'

বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি

জামালদহ, ১৩ জুন : মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহের টিকাভিজা মোড় থেকে কেশারহাট পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অন্তর্গত রাস্তাটি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রাস্তার ওপর থেকে পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। কিছু জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি হলে সেই সকল গর্তে জল জমে থাকে। অল্প বৃষ্টিতে এই রাস্তায় কাদা জমে যায়। ফলে রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অপরদিকে বৃষ্টি ছাড়া অন্য সময় ওই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চললে দু'পাশ ধুলোয় ঢেকে যায়। পথচলতি মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। এবিষয়ে জেলা পরিষদ সদস্য কেশবচন্দ্র বর্মন জানান, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অন্তর্গত রাস্তাগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজ হয়। খুব শীঘ্র রাস্তাটি মেরামত করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

পাড়বাঁধ সুরক্ষায়

ফুলবাড়ি, ১৩ জুন : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দরিবস ফুলবাড়িতে ডুডুয়া নদীর পাড়বাঁধের সুরক্ষায় পাথরের জালি তৈরির কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। এলাকাবাসীদের তরফে সেচ দপ্তরের কাছে বাঁধের সুরক্ষার জন্য দাবি জানানো হয়েছিল। সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষ বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে।'

অভাবে পাটি গাছের জমি বিক্রি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১৩ জুন : নিশিগঞ্জের পাটি গ্রামে এলে দেখা যাবে, এখানে অনেক শিল্পী শীতলপাটি বুনতে ব্যস্ত। যদিও প্রচারের অভাবে সিটকিবাড়ির পাটিশিল্প আজও নিজস্বতার গৌরব অর্জন করতে পারেনি বলে স্থানীয় শীতলপাটি কারিগরদের আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। এমনকি অভাবের কারণে অনেক পাটিশিল্পী পাটি গাছের জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন।

পাটিশিল্পী রথীন দে'র কথায়, 'প্রায় ৬০ বছর ধরে এখানকার শিল্পীরা পাটি তৈরি করছেন। কিন্তু সেই পাটি পাইকারদের হাত দিয়ে ভিনরাজ্যে বিক্রি হয় ঘুঘুমারির পাটি বলেই।'

নিশিগঞ্জ-১ পঞ্চায়েতের সিটকিবাড়ি গ্রামের আরও ৫৬টি

পাটি বুনতে ব্যস্ত এক গৃহবধূ। নিশিগঞ্জের সিটকিবাড়ি গ্রামে।

পরিবারের সদস্যরা এই কাজ করেন। পাশের ভোগমারা গ্রামের ১৫টি পরিবার দেশ ভাগের পর থেকে বংশপরম্পরায় শীতলপাটি তৈরি করেন। শুক্রবার সকালে গিয়ে দেখা গেল, টিনের বাড়ির দাওয়ায় বসে শীতলপাটি বুনছিলেন গৃহবধূ সরস্বতী দে। বললেন, 'ভালো নেই আমরা। গরমে চাহিদা বাড়লেও পাটি বুনে এখন আর ভালোভাবে সংসার চলে না।' নিশিগঞ্জের শীতলপাটির মান যথেষ্ট উন্নত বলে দাবি স্থানীয় পাটিশিল্পীদের। তবে, এই শিল্প ধরে রাখতে সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানালেন নিশিগঞ্জ সিটকিবাড়ির শীতলপাটিশিল্পী বলরাম দে। বললেন, 'নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আর পাটিয়াল হতে চাইছে না। এ কাজে যে আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালানো যায় না।' সরকারি সহযোগিতা পেলে ঘুরে দাঁড়াতে পারত এখানকার পাটিশিল্প বলে মনে করেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক চিন্ময় কুণ্ডুও।

তাঁরা জানান, আজকাল শীতলপাটি দিয়ে ব্যাগ, ট্রে, ল্যাম্পশেড, জুতো তৈরি হচ্ছে। তবে ভিনরাজ্যের বাজারে সেসবের চাহিদা থাকলেও এখানকার পাটিশিল্পীরা পাটি ছাড়া অন্যান্য শিল্পকর্ম স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করতে পারছেন না। তাই এখন শীতলপাটিই প্রধানত তৈরি করেন তাঁরা। ব্যতিক্রম আছে। কিছু পরিবার পাটি দিয়ে শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি করছে।

পাটিশিল্পীরা জানালেন, শীতলপাটি দিয়ে ডাইনিং টেবিলের ম্যাট, বাতির শেড, ব্যাগ, ওয়ালেট থেকে ওয়ালম্যাটও তৈরি করা যায়। কিন্তু সেসব বানাবে কে? রাজ্য সরকার প্রচার করে জেলায় জেলায় শপিং মল তৈরি হবে যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কুটিরশিল্প সামগ্রী বিক্রি করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু সেসব আর হয় না। যদিও ব্লকের পাটিশিল্পীদের সরকারি সুবিধা পাইয়ে দিতে উদ্যোগী হবেন বলে জানালেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন।

এক্স-রে প্লেট অমিল

মোবাইলে রিপোর্ট দেখছেন এমজেএনের চিকিৎসকরা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ জুন : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক্স-রে প্লেট নেই। ফলে চিকিৎসার জন্য মোবাইলে সেই রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে। সেই রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করছেন। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই দশায় রোগীর পরিজনরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে এই সমস্যা শুরু হয়েছে। শুক্রবার দিনভর পরিষেবা ব্যাহত হয়। এক্স-রে পরিষেবা নিয়ে মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে এদিন কর্তৃপক্ষ শোকজ করেছে। প্রয়োজনে এজেন্সি বাতিলের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। যদিও দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে বলে তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন। এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'সমস্যার কথা শোনার পর সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে শোকজ করেছি। ওরা বলেছে দ্রুত সমস্যা মেটাবে। জরুরি ভিত্তিতে এক্স-রে রিপোর্ট মোবাইলে পাঠিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। চিকিৎসকরা মোবাইলের স্ক্রিনে এক্স-রে রিপোর্ট দেখছেন।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, পিপিই মডেলে একটি এজেন্সির মাধ্যমে সেখানকার এক্স-রে পরিষেবা দেওয়া হয়। প্রতিদিন কমবেশি ২৫০-৩০০ জন রোগীর এক্স-রে করা হয়। এক্স-রে মেশিন ঠিক থাকলেও প্লেট না থাকায় রোগীরা বিপাকে পড়েছেন। এর জেরে রোগীদের এক্স-রে করা হলেও রিপোর্ট মিলছে না। শুক্রবার সকালে এখানে নাজিমা বেগম এক্স-রে করাতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'সকাল ১১টায় পায়ের এক্স-রে করিয়েছি। রিপোর্ট দিতে দেরি হবে বলে জানিয়েছে। সকাল থেকে বসে আছি। কখন রিপোর্ট দেবে বুঝতে পারছি না।' ক্ষোভের সুরে দিনহাটার বাসিন্দা মঞ্জু সেনের প্রশ্ন, 'রিপোর্ট যদি দিতেই না পারে তাহলে এক্স-রে করে কী লাভ?'

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই পরিষেবায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। বিষয়টি নিয়ে অনেকে সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন। এক রোগীর পরিজন সায়ন দাসের বক্তব্য 'প্রতিদিন অনেক মানুষ এখানে পরিষেবা নিতে আসেন। ফলে এখানে বিকল্প ব্যবস্থা রাখা উচিত।' কোচবিহার তো বটেই পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার ও নিম্ন অসমে অনেক মানুষ প্রতিদিন এখানে চিকিৎসা করান। কিন্তু এক্স-রে'র মতো সাধারণ একটি পরিষেবাও স্বাভাবিকভাবে না পাওয়ায় তাঁরা ক্ষুব্ধ।

এমজেএন হাসপাতালে এক্স-রে রিপোর্টের অপেক্ষায় রোগীরা। -জয়দেব দাস

> সমস্যার কথা শোনার পর সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে শোকজ করেছি। ওরা বলেছে দ্রুত সমস্যা মেটাবে। জরুরি ভিত্তিতে এক্স-রে রিপোর্ট মোবাইলে পাঠিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। চিকিৎসকরা মোবাইলের স্ক্রিনে এক্স-রে রিপোর্ট দেখছেন।
>
> **-সৌরদীপ রায়**
> *এমএসভিপি*

বাড়ছে ক্ষোভ

- শুক্রবার দিনভর এক্স-রে পরিষেবা ব্যাহত হয়
- হাসপাতালের এই দশায় রোগীর পরিজনরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন
- এক্স-রে পরিষেবা নিয়ে মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে এদিন কর্তৃপক্ষ শোকজ করেছে
- প্রয়োজনে এজেন্সি বাতিলের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে

রামসুন্দর সেতুর নীচের আগাছা পরিষ্কারের দাবি

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৩ জুন : কোচবিহার-১ ব্লকের টাপুরহাট মোড় থেকে গোসানিমারিগামী কাকিনা রোডে বুড়া ধরলা নদীর ওপর রামসুন্দর সেতু রয়েছে। বর্তমানে সেই সেতুর বেহাল দশা। সেতুর লোহার কাঠামোয় কচুরিপানা আটকে রয়েছে। এছাড়া সেতুর নীচে আগাছায় পরিপূর্ণ। এদিকে সেতুর ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছে। তাই অবিলম্বে কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার করার দাবি জানিয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। তা না হলে দিনের পর দিন এমন চলতে থাকলে সেতুর ক্ষতি হতে পারে এমনটাই আশঙ্কা সকলের। এবিষয়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের সহ সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'আমি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেতুটির ব্যাপারে কথা বলব। তারা যেন শ্রমিক নিয়োগ করে দ্রুত সেতুর নীচের কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার করে দেয় তাও দেখব।'

কোচবিহার জেলা সদরের দক্ষিণে পাটছড়া ও পাহাড়গঞ্জ এলাকার মাঝামাঝি জায়গায় এই সেতু রয়েছে। আগে নদী পারাপারের জন্য কাঠের সেতুই ছিল একমাত্র ভরসা। ২০০৫ সালে এলাকাবাসীর দাবি মেনে সেখানে ৪৮ মিটার দীর্ঘ লোহার সেতু তৈরি করা হয়। বর্তমানে কোচবিহার-১ ব্লকের পাটছড়া, হাঁড়িভাঙ্গা, পুঁটিমারি, ফুলেশ্বরী, চিলকিরহাট, চান্দামারি ও শুকটাবাড়ি সহ দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি, সিতাই, পেটলা এলাকার বাসিন্দা এই সেতুর ওপর নির্ভরশীল। সেতু পেরিয়ে তাঁরা রোজ জেলা সদর ও দিনহাটা মহকুমার দিকে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করেন। কর্মসূত্রে কোচবিহার শহরের থেকেও বহু মানুষকে যাওয়া আসা করতে হয়।

পূর্ত (সড়ক) দপ্তর ২০১৮ সালে রামসুন্দর সেতুকে দুর্বল সেতু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সেতুর দু'পাশে উচ্চতা নিয়ন্ত্রক ব্যারিয়ারও লাগানো হয়। অবশেষে বছর দুয়েক আগে সেতুটি সংস্কার করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, তারপর থেকে সেতুটির রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকায় নিত্যযাত্রীরা হতাশ। গোসানিমারির বাসিন্দা প্রতুল দত্ত রোজ এই সেতু পেরিয়েই যাতায়াত করেন। তাঁর কথায়, 'অনেকদিন ধরেই সেতুর কাঠামোয় কচুরিপানা আটকে রয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন আগাছাও চোখে পড়ে। এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকলে সেতুর লোহার কাঠামো নষ্ট হয়ে বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।' তাঁর মতোই নিত্যযাত্রী দীপা রায়, আসমত মিয়াঁ, বিরাজ বর্মনদেরও একই মত। দীপা জানান, ভারী বৃষ্টি হলে কচুরিপানার স্তরের জন্য সেতুর কাঠামোর ওপর চাপ পড়ে।

রামসুন্দর সেতুর নীচে কচুরিপানা ও আগাছা।

সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড সংস্কার শুরু গ্রামবাসীর। বাইশগুড়ি গ্রামে মরা সুটুঙ্গা সেতুতে।

সেতুর রাস্তা সংস্কারে স্বেচ্ছাশ্রম

চাঁদা তুলে উদ্যোগী বাইশগুড়ির বাসিন্দারা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৩ জুন : গত একদশক ধরে গ্রামের লোহার সেতুর অবস্থা জরাজীর্ণ। লোহার পিলারগুলির একাংশে জং ধরেছে। সেতুর উপর দিয়ে মোটরবাইক গেলে সেতু কেঁপে ওঠে। বিপজ্জনক অবস্থায় সেতুর দু'দিকের অ্যাপ্রোচ রোড সহ রাস্তার নানা অংশ। বহুদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতুর দু'ধারে এবং রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, কোথাও ধসে পড়েছে মাটি। প্রতিদিন সেতুতে ওঠানামার সময়ে বাইকচালক, সাইকেল আরোহী এবং টোটোচালকদের ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাইশগুড়ি গ্রামের মরা সুটুঙ্গা নদীর উপর লোহার সেতুর বদলে নতুন সেতু তৈরি এবং অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি সহ বেহাল রাস্তা সংস্কার এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি। গ্রাম পঞ্চায়েত এই দাবিতে কর্ণপাত না করায় শুক্রবার সকাল থেকে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে অ্যাপ্রোচ রোড সহ বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করলেন গ্রামবাসীরা। চাঁদা তুলে সংস্কারের কাজে হাত দিলেন তাঁরা।

এদিন সকাল থেকে গ্রামের জনা ত্রিশেক বাসিন্দা স্বেচ্ছায় শামিল হন। দেখা গেল, ওঁদের কেউ গর্তগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করছেন, কেউ আবার ইট-সুরকি নিয়ে সংস্কারের কাজে শামিল। প্রবীণ গ্রামবাসী মনসুর আলি বললেন, 'দুর্ঘটনা লেগেই আছে। তাই আর অপেক্ষা না করে নিজেরা সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছি।' একই কথা বলেছেন গ্রামবাসী হায়দার আলি, এক্রামুল হক, মহাবুল হোসেন। গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বললেন, 'সরকারি সাহায্য না পেলে রাস্তাঘাট ঠিক রাখতে নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুন্তী বর্মন বললেন, 'নতুন সেতু তৈরি এবং বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজের বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাবনায় রয়েছে। সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড সহ গোটা রাস্তাটি ইতিমধ্যে 'পথশ্রী' প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। লোহার দুর্বল সেতু সংস্কারের জন্য কোচবিহার জেলা পরিষদের দ্বারস্থ হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।'

২০০৮ সালে বাম আমলে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের টাকায় লোহার সেতুটি তৈরি করা হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটের আগে বেহাল সেতু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অথচ ভোট ফুরোলে জনপ্রতিনিধিদের দেখা মেলে না। বাইশগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা শেখ জামাল মিয়াঁ বললেন, 'বহুবার পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে সেতু সংস্কারের আবেদন জানিয়ে ফল হয়নি। এরপর অ্যাপ্রোচ রোড সহ রাস্তার বিভিন্ন অংশ সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছি।'

সমস্যা যেখানে

- অ্যাপ্রোচ রোড সহ বেহাল রাস্তা সংস্কারে প্রাথমিকভাবে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে
- গ্রামের জনা ত্রিশেক বাসিন্দা স্বেচ্ছায় শামিল
- স্থানীয় পঞ্চায়েত আবেদন সত্ত্বেও সেতুর সংস্কারে কাজে হাত দেয়নি বলে অভিযোগ
- গত একদশক ধরে গ্রামের লোহার সেতুর অবস্থা জরাজীর্ণ

> সরকারি সাহায্য না পেলে রাস্তাঘাট ঠিক রাখতে নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে।
>
> **-বিশ্বজিৎ দাস**
> *গ্রামের বাসিন্দা*

কাগজে খোলা 'বন্ধ' বাগান

জয়গাঁ, ১৩ জুন : কাগজে-কলমে মৃত, অথচ বাস্তবে জীবিত, এমন ঘটনার কথা আগেও শোনা গিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে তো একটি হিন্দি সিনেমাও হয়েছে। কিন্তু কাগজে-কলমে খোলা, অথচ বাস্তবে বন্ধ বাগানের কথা শোনা গিয়েছে কি আগে কখনও? জসপার টেটের মতো বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা অবশ্য এতকিছু জানতেও চান না। তাঁরা পেটে ভাত চান।

দলসিংপাড়া গুদরিবাজার লাইন ধরে হেঁটে গেলেই দেখা মিলবে সেই চা বাগানের ফ্যাক্টরির। আড়াই বছর হতে চলল সকালে ফ্যাক্টরির সাইরেন আর শুনতে পান না শ্রমিক সহ এলাকার বাসিন্দারা। ফ্যাক্টরি গেটে ঝুলছে তালা। জং ধরেছে সেই তালাতে। একটু উঁকিঝুঁকি দিলে দেখা যায় ফ্যাক্টরির জরাজীর্ণ চেহারা। বড় বড় আগাছায় ঢেকেছে ফ্যাক্টরি। শ্রমিকরা বলছেন বাগান বন্ধ। কিন্তু শ্রম দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই দলসিংপাড়া চা বাগান খুলে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার শ্রম দপ্তরের ডেপুটি লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেছেন, 'এই বাগানটি চালু রয়েছে বলে আমাদের কাছে নথি রয়েছে।'

অর্থাৎ, বাগানটি কাগজে-কলমে 'জীবিত'। কিন্তু বাগানের শ্রমিকরা কী বলছেন? শ্রম দপ্তরের বাগান খুলে যাওয়ার দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন চা বাগানের তৃণমূল ও বিজেপি দুই ইউনিয়নের নেতারাই। তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক মহম্মদ সাজু বলেন, 'শ্রম দপ্তর কীভাবে বলছে বাগান খোলা? বাগান বন্ধ ছিল বলে ফাওলইয়ের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন বাগানের অধিকাংশ শ্রমিক। সেই ফাওলইও এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্র তা চালু না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।' আর বাগানের বিজেপি নেতা জয়বাহাদুর রাই বলেন, 'বাগান তো বন্ধই। শ্রমিকরাও কর্মহীন।'

গত ২০২৩ সালে দুর্গাপুজোর বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিক বচসার জেরে বন্ধ হয়ে যায় দলসিংপাড়া চা বাগান। আড়াই বছরের বেশি সময় হয়ে গেল বাগান বন্ধই। এতদিন তো সেই বাগানে ফাওলই দিচ্ছিল প্রশাসন। গত মাস পাঁচেক ধরে সেটাও বন্ধ। বন্ধ তো হবেই, কারণ নথিতে তো বাগান খোলাই! এব্যাপারে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে ফাওলই বন্ধ করার, তাই করা হয়েছে।'

শ্রম দপ্তরের দাবি মানতে নারাজ বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরাও। তাঁদের কথায়, বাগানের কারখানায় তালা ঝুলছে। বাগানের চারদিক ছেয়ে গিয়েছে আগাছায়। এমন দৃশ্য দেখে কে বলবে বাগান খুলেছে? বাগানের শ্রমিক জাসপার টেটে বললেন, 'বাগান খোলার কোনও নাম নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। এদিকে, ফাওলই হিসেবে ১৫০০ টাকা পেতাম। সেটাও বন্ধ। আমাদের কীভাবে চলবে?'

বাগানের আরেক শ্রমিক মিরা গুরুংয়ের মুখেও একই দুর্দশার কাহিনী শোনা গেল। বললেন, 'ফাওলই মিললে আমাদের সাহায্য হত। সেটাও পাচ্ছি না। আমাদের পরিস্থিতি খুব খারাপ। অনাহারে দিন কাটছে।'

দলসিংপাড়া চা বাগান বন্ধ নাকি খোলা? এই প্রসঙ্গে ডিবিআইটিএ ডুয়ার্স শাখার সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় কিন্তু শ্রম দপ্তরের উলটো কথা বলছেন। বললেন, 'আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে দলসিংপাড়া চা বাগান বন্ধ। এর থেকে বেশি কিছু আমি জানি না।'

পোষ্যদের নিয়ে ঘরে ফেরা।। *শুক্রবার কোচবিহারের কালজানি নদীর পাড়ে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

গোঁসাইরহাট পঞ্চায়েত দপ্তরে তীব্র জলকষ্ট

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৩ জুন : গত ৬ মাস ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে থাকা পানীয় জলের দুটি জলাধার বেহাল। পানীয় জল পাচ্ছেন না গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কাজকর্মে আসা মানুষজন। তীব্র তাপপ্রবাহে জলের খোঁজে তাঁদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরের। অবিলম্বে দুটি জলাধার সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন পঞ্চায়েত অফিসে কাজে আসা বাসিন্দারা।

গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কনক বর্মন বললেন, 'জল তোলার মোটর খারাপ হওয়ায় জলাধার থেকে এখন জল মিলছে না। দ্রুত মোটর সারাই করা হবে।' শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বললেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিজেপির শীতলকুচি ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পবিত্র অধিকারীর অভিযোগ, 'পানীয় জলের জলাধার দুটি সংস্কারের নাম করে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এজন্য মানুষজন কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি জলাধার থেকে পানীয় জল পাচ্ছেন না। তাতে পঞ্চায়েত প্রধানের মাথাব্যথাও নেই।'

এর আগে ২০২৪ সালে জলাধার দুটি সংস্কার করা হয়। তাতে কাজ হয়নি। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ৬ মাস আগে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রথমে একটি জলাধার বসানো হয়। সেটি বেহাল হওয়ায় ফের আরেকটি জলাধার বসানো হয়। মোটে কয়েকমাস ওই দুটি জলাধার চালু ছিল। এরপর থেকে বিকল।

গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কাজে আসা স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ বর্মন বললেন, 'প্রতিদিন নানা কাজে এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসেন। তীব্র গরমে পানীয় জলের অভাবে তাঁদের কষ্ট পেতে হচ্ছে। পানীয় জলের পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করা হোক।' গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসা স্থানীয় গৃহবধূ দীপশিখা বর্মন বললেন, 'জলাধারের কোনও কল দিয়ে জল বেরোচ্ছে না।'

গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেহাল জলাধার।

> প্রতিদিন নানা কাজে এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসেন। তীব্র গরমে পানীয় জলের অভাবে তাঁদের কষ্ট পেতে হচ্ছে। পানীয় জলের পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করা হোক।
>
> **-বিকাশ বর্মন**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্মারকলিপি

কোচবিহার, ১৩ জুন : পুরসভাকে নানা দাবিদাওয়া জানিয়ে লাভ হয়নি এই অভিযোগে সিপিএম শুক্রবার সদর মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়। সিপিএমের কোচবিহার শহর উত্তর ও দক্ষিণ এরিয়া কমিটি একটি মিছিল করে সাগরদিঘি চত্বরে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের হেরিটেজ রক্ষার দাবি সহ শহরে পানীয় জলের সংকট মেটানো, নিকাশি ও রাস্তাঘাটের সংস্কারের দাবি তোলা হয়। আন্দোলনকারীদের তরফে নুরুল আমিন খন্দকার বলেন, 'দাবি না মিটলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।'

৫ মাসের মধ্যে বদলি প্রধান শিক্ষক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ জুন : প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যেই কোনও কারণ ছাড়া বদলি করা হল শিক্ষককে। গত আটবছরে এই নিয়ে পাঁচবার বদলি হলেন ওই প্রাথমিক শিক্ষক। এমনই অভিযোগ জানিয়ে কোচবিহারে আন্দোলনে নেমেছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ। সংগঠনের দাবি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নিয়ম না মেনে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে বদলি করা হয়েছে ওই শিক্ষককে। বিষয়টি নিয়ে সংগঠনের তরফে শুক্রবার কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাথমিক) কাছে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়।

কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন রজত বর্মা বলেন, 'গজেনচন্দ্র বর্মন নামে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে তাঁকে বদলি করা হয়েছে।'

অভিযোগ মানতে চাননি অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি তপনকুমার ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'গজেনচন্দ্র যেহেতু আমাদের সংগঠনের সদস্য, সে কারণে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে নিয়ম না মেনে বদলি করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা দাবিপত্র জমা দিয়েছি। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

শুক্রবার এ বিষয়ে গজেনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, ২০১৭ সালে তিনি শীতলকুচির লালবাজার অঞ্চলে একটি প্রাথমিক স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে সেখান থেকে তাঁকে বামনহাট সার্কেলের করলা নিউ প্রাইমারি স্কুলে বদলি করা হয়। তার দু'বছরের মধ্যে তিনি বদলি হয়ে যান শুকারুরকুঠির জুনিয়ার বেসিক স্কুলে। তাঁর দাবি, 'কোথাও আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। তা সত্ত্বেও আমাকে কেন বারবার এভাবে বদলি করা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে হয়রান করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ জুন : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতিয়াডাঙ্গা এলাকায় শুক্রবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান এক ব্যক্তি। মৃতের নাম স্বপন রায় (৩০)। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, 'আমাদের এলাকায় গোবিন্দ রায়ের বাড়িতে কাজ করছিল ডোরাডাবরি কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা স্বপন। সেই সময় জলের মোটরের তারে হাত থাকা অবস্থায় সুইচ অন করে দেয় স্বপন। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে যায় সে।' তড়িঘড়ি স্বপনকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের এক আত্মীয় দিলীপ রায় জানান, স্বপনের বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী ও শিশুপুত্র আছে। পরিবারে একমাত্র রোজগেরে ছিল স্বপন। ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রতিবাদ

তুফানগঞ্জ, ১৩ জুন : কলকাতার মহেশতলায় ঝামেলার প্রতিবাদে শুক্রবার একটি সংগঠনের ডাকে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মদনমোহন মন্দিরের সামনে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ শাখার সহ সংযোজক মিঠুন সাহা, বিশিষ্ট অতিথি হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ।

ঠান্ডা পানীয়

কালচিনি, ১৩ জুন : তীব্র গরমে সকলেই হাঁসফাঁস করছেন। সেজন্য শুক্রবার তৃণমূলের চুয়াপাড়া অঞ্চল কমিটির তরফে চুয়াপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় এবং জল বিলি করা হল। তৃণমূলের চুয়াপাড়া অঞ্চল সভাপতি সাবির লোহরা, মাইনরিটি সেলের চুয়াপাড়া অঞ্চল সভাপতি জামিল খান প্রমুখ বাগানের প্রায় ৫০০ শ্রমিককে ঠান্ডা পানীয় পান করান।

নৃশংস

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ জুন : পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার একটি গোরুর পা কেটে দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় তরুণদের সহযোগিতায় প্রাণীটির চিকিৎসা শুরু হয়। শুক্রবার সকালে গোরুটির মৃত্যু হয়।

অপরিকল্পিত নির্মাণের অভিযোগ শিকারপুরে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৩ জুন : শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ঘর নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে। অভিযোগ, অপরিকল্পিতভাবে ঘরটি তৈরি করা হয়েছে। শক্তপোক্ত প্রাচীরের বদলে ঘরের চারদিক কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ফলে আবর্জনার গন্ধে আশপাশের লোকজনকে চরম বিপাকে পড়তে হয়। শেষপর্যন্ত স্থানীয়দের বাধায় সেখানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়। এদিকে, ঘরটি পড়ে থাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি সরকারি অর্থ জলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপিকা বর্মনের বক্তব্য, 'স্থানীয়দের নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকা জঞ্জালমুক্ত করার লক্ষ্যে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে কানফাটায় সরকারি জমিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই ঘরটি তৈরি হয়। কয়েক মাস আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের কয়েকদিন পর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য এখানে এনে ফেলা হয়। কিন্তু দু'দিন না যেতেই স্থানীয়দের একাংশ বেঁকে বসেন। ওই ঘরে আবর্জনা ফেলতে বাধা দেওয়া হয়। আবর্জনা ভর্তি টোটো আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেদিন থেকে প্রকল্পের ঘরে বর্জ্য ফেলা বন্ধ রয়েছে। গৃহবধূ সাবিত্রী বর্মনের কথায়, 'উঁচু প্রাচীর না থাকায় আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। তাই বাধা দেওয়া হয়। আবর্জনা ফেলা বন্ধ না হলে এতদিন এখানে থাকতে পারতাম না।' একই বক্তব্য আরেক বাসিন্দা বুদারু বর্মনের। তিনি জানান, কুকুর ওই ঘর থেকে আবর্জনাভর্তি প্যাকেট এনে বাড়ির আনাচকানাচে ফেলত। জনবসতির মধ্যে এধরনের প্রকল্পের ঘর তৈরি করা উচিত হয়নি বলে তিনি মনে করেন।

এছাড়া ঘর তৈরিতে পরিকল্পনার অভাব থাকায় স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল নেতৃত্বের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'কারও যাতে অসুবিধা না হয় তা মাথায় রেখে এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

এদিন তপ্ত দুপুরে বট গাছের ছায়ায় বসে কয়েকজন মহিলা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁদের একজন মিনতি বর্মন। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের পরিত্যক্ত ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'তিন মাস আগে পরপর দু'দিন বাইরে থেকে আবর্জনা এনে এই ঘরে ফেলা হত। সেসময় আবর্জনার দুর্গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। স্থানীয়দের একাংশ বাধা দেওয়ায় এখানে আর আবর্জনা ফেলা হয় না। ভবিষ্যতেও ফেলতে দেওয়া হবে না।'

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

পরিত্যক্ত বর্জ্য ফেলার ঘর। কানফাটায়। -সংবাদচিত্র

অভিযোগ

- কানফাটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ঘর নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে
- শক্তপোক্ত প্রাচীরের বদলে ঘরের চারদিক কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে
- ফলে আবর্জনার গন্ধে আশপাশের লোকজনকে চরম বিপাকে পড়তে হয়
- ঘরটি পড়ে থাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭ সংখ্যা, শনিবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

টনক নড়ুক

ভারতে অসামরিক বিমান পরিবহণের ইতিহাসে ভয়াবহ দুর্ঘটনার অন্যতম নজির হয়ে থাকবে আহমেদাবাদের বিপর্যয়। আকাশে ওড়ার মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান এআই ১৭১ ড্রিমলাইনারটির ভেঙে পড়া শিহরন জাগায়। চোখের পলকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে বিমানটি। যাত্রী, পাইলট, ক্রু সহ ২৪১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের ওপর বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, সেখানেও অনেকে মারা গিয়েছেন।

মৃতের তালিকায় রয়েছেন গুজরাটের দু'বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। তবে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর মতো আরও অনেকের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়ার মালিক টাটা গোষ্ঠী, সকলেই নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, আহতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। টাটা গোষ্ঠী নিহতদের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনায় পড়া মার্কিন বহুজাতিক বোয়িং সংস্থার ড্রিমলাইনার বিমানটিতেই কোনও খামতি ছিল কি না বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। পাখির ধাক্কা না ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় এই বিপত্তি, তা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনায় নাশকতা যোগ রয়েছে কি না, তারও তদন্ত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছে, তদন্তে ত্রুটি থাকবে না।

ভারতে বিমান দুর্ঘটনা আগেও হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বহু বিমান একাধিকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া তখন ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এখন সংস্থাটি পুরোনো মালিক টাটা গোষ্ঠীর মালিকানায় ফিরে এসেছে। ১৯৩২ সালে জেআরডি টাটার হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল এয়ার ইন্ডিয়া। তখন নাম অন্য ছিল। ২০২২ সালে বিপুল ঋণে জর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়াকে কেন্দ্র টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার পর মনে করা হয়েছিল আকাশের 'মহারাজা'র সুদিন ফিরতে চলেছে।

কিন্তু সংস্থার লোগো এবং বাইরের মোড়ক বদলালেই যে খোলনলচে বদলে যায় না, সেটা এয়ার ইন্ডিয়া বারবার প্রমাণ করেছে। ২০২২ সাল থেকেই সংস্থাটির যাত্রী পরিষেবার মান নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়াকে টাটাদের হাতে দিয়ে লাভ কী হল বলে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁকে চড়া দামে টিকিট কেটে ভাঙাচোরা আসনে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল।

আহমেদাবাদে দুর্ঘটনায় পড়া বিমানটি বেশ পুরোনো বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলির সঙ্গে জোর প্রতিযোগিতা থাকলেও অভিযোগের বন্যা এত যে, বাজার এবং সুনাম ধরে রাখা অনেকদিন থেকেই কঠিন হচ্ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষে। সংস্থাটি সরকারি মালিকানাধীন থাকাকালীন বিমানের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের অভিযোগ উঠত।

এখন টাটার মতো নামকরা শিল্পগোষ্ঠীর হাতে গেলেও এয়ার ইন্ডিয়ার দশা দিন-দিন বেহাল হওয়ায় প্রশ্ন ছিল। কোথায় খামতি, বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে পেশাদার সিইও ভাড়া করে এনেও কেন সমস্যার নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না, তা-ও বড় প্রশ্ন। পাশাপাশি রহস্য তৈরি হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ড্রিমলাইনার বিমানটি নিয়েও। রহস্যের কারণ, বোয়িং সংস্থার যে বিমান নিয়ে গোটা বিশ্বেই প্রশ্ন উঠেছে, সেই বিমান বিপুল টাকা খরচ করে এয়ার ইন্ডিয়া চালাচ্ছিল।

দুর্ঘটনার সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া এবং টাটা গোষ্ঠীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় সন্দেহ তৈরি হওয়া বিরাট ব্যাপার। দুর্ঘটনা বলে কয়ে আসে না ঠিকই। কিন্তু সঠিক সময়ে আগাম সুরক্ষা নেওয়া হলে অনেক ক্ষেত্রে বিপন্মুক্ত থাকা সম্ভব। এয়ার ইন্ডিয়ার দুঃস্বপ্নের ড্রিমলাইনারের মরণ উড়ান সেই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আগামীদিনে আর যাতে এ ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য অবিলম্বে নড়েচড়ে বসা উচিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলির।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

পরিত্যক্ত স্টেশনে শতবর্ষ আগের ছবি

গান্ধি-দেশবন্ধু-বেসান্তের ঐতিহাসিক ছবি অযত্নে ঝুলছে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে। পরশু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্তি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

অন্তত ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৯৯ বার লেখালেখি হয়েছে এই স্টেশনকে নিয়ে। দেখার মধ্যে রয়েছে শুধু একটা শ্যাওলা মাখা রংচটা হলুদ বিল্ডিংয়ের দু'দিকে, মাথায় মরচে পড়া দুটো ত্রিভুজাকৃতি টিনের চাল। গায়ে গায়ে বট-অশ্বত্থের দীর্ঘ চারা।

একটা টিনের চালকে থিম করে গতবছর স্টেশনের পাশেই দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল হল। তবু তীব্র অবহেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা... শিলিগুড়ির সব পার্টির ঘুমন্ত নেতার সামনেই ধ্বংস হচ্ছে শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন।

যেতে যেতে সবাই দ্যাখে, আমিও দেখেছি...। কীরকমভাবে অসহায় পড়ে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। টিনের ছাদ আর প্ল্যাটফর্মগুলো কীভাবে ধ্বংসস্তূপের প্রতীক হয়ে উঠছে দিন-দিন।

বহুবার... না, আসলে অনন্তবার এসব লাইন লেখা হয়েছে। সব বয়সের লোক লিখেছেন নিজের স্টাইলে। তবু ওই স্টেশন চত্বর দিয়ে, পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বারবার মনে হয়, আরও কিছু লিখি। আরও কিছু লিখি। ওভারব্রিজ থেকে অন্যরকম লাগে। মহাবীরস্থানের রেলগেট থেকে অন্যরকম। বাগরাকোট লেভেল ক্রসিং থেকে অন্যরকম।

কী লিখব নতুন? কী লেখার আছে নতুন? তবুও নিশির মতো ডাকে এই স্টেশন। পদ্মদিঘির মতো মনে হয় ওই টিনের ভাঙা ঘরকে।

প্রতিদিন ভাবি, যাব না। একেবারেই যাব না। তবু অজানা কেউ যেন হাত ধরে নিয়ে যায়। কখনও গা ঘেঁষে ওঠা নতুন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাই, কখনও পুরোনোটা ছুঁয়ে ফেললাম হয়তো।

এইভাবে যেতে যেতে যেতে যেতে দেখে ফেলি, সেই ভাঙা পরিত্যক্ত স্টেশনের অর্ধসক্রিয় প্ল্যাটফর্মের মাথায় এককোণে ঝুলছে এক ঐতিহাসিক ছবি। ভাঙা দেওয়াল-- কোথাও কিছু নেই। একটা দিকে শুধু এই ছবি। এই ছবি কী করে এল এখানে, এই স্বপ্নহীন স্টেশনে? অবাক হয়ে দেখি, প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে ঝুলছে গান্ধি আর দেশবন্ধুর ছবি!

গান্ধি সামনে। দেশবন্ধুর পাশে এক বিদেশিনী। উনি তো আর এক প্রাণের মানুষ, অ্যানি বেসান্ত। নিবেদিতা ও বেসান্ত-- দুই বিদেশিনীরই স্পর্শ পেয়েছে দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি।

ও হো, এই ছবি কতদিন ধরে দেখেছি! পড়ার বই থেকে, লাইব্রেরি, বইয়ের পাতায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ে থাকার সময় গান্ধিজি গিয়েছিলেন সেখানে। দুজনে মিলে হাঁটছেন দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পথে, হিলকার্ট রোড ধরে! পাশে টয়ট্রেনের রেললাইন। রাজকীয় সেই হাঁটা, ইতিহাসের পথে হাঁটা! দার্জিলিংয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ছবি।

জায়গাটার নাম কাকঝোরা। পাহাড়ের রানির এক বিস্ময় আভা আর্ট গ্যালারির কাছে। ছবি দেখে চেনাই যাবে না আজকের জায়গাটা। মনে হল, গান্ধি-দেশবন্ধুরা ম্যাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে চলে আসতেন তখন।

সবচেয়ে বড় কথা, ওই ছবির ঠিক একশো বছর হল। ১৯২৫ সালের ৩ থেকে ৯ জুন-- গান্ধি ছিলেন দার্জিলিং ম্যালের গায়ে চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে। এই লেখা শুরু করেছি ৯ জুন। একশো বছর আগে সেদিন দার্জিলিং ছেড়েছিলেন গান্ধি। তখনও জানেন না, এটাই তাঁর শেষ দেখা দেশবন্ধুর সঙ্গে। সাতদিন পরে দেশবন্ধু প্রয়াত হন দার্জিলিংয়ের বাড়িতে। সেই ঘটনারও এবার একশো বছর হল। ছবিতে বেতের লাঠি হাতে চিত্তরঞ্জন। এটাই কি তাঁর শেষ ছবি? দেখে তো মনে হবে না, লোকটা আর ক'দিন পরে অনন্তে হারিয়ে যাবেন।

এই ছবি কী করে এল এখানে, এই স্বপ্নহীন স্টেশনে? কে এনে লাগাল এই ছবি? তাকে দেখার ইচ্ছে হয় খুব! তাকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হয় খুব। চিত্তরঞ্জনের মরদেহ কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সময় এই শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনেই আনা হয়েছিল প্রথমে। তারপর তোলা হয় দার্জিলিং মেলে।

এতবার এত পথ দিয়ে এসেছি এই স্টেশনে, ছবিটা খেয়াল করলাম না তো! এটা কি প্রথম থেকেই ছিল, নাকি অনেক পরের দিকে লাগিয়েছে কেউ? আরেকটি পুজো আসবে এই স্টেশনে। আবার ঘুরে ঘুরে আসবে এই এত ঢাকির দল! তাদের কেউ কি কোনওদিন এই ছবিটি নিয়ে কথা বলতে দেখেছে?

আবার কবে জেগে উঠবে এই স্টেশন আমরা কেউ জানি না। দিনে দু'বার করে টয়ট্রেন এসে ছুঁয়ে যায় প্ল্যাটফর্মকে। দার্জিলিংয়ের গন্ধ মাখা ছোট ট্রেন, তুমি কি জানো এই স্টেশন দিয়েই গিয়েছে চিত্তরঞ্জনের নশ্বর দেহ? যে বা যারা ছবি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে তারাও কি জানে এই ছবি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? গান্ধির এই ছবি গোটা ভারতেই পরিচিত।

১৯২৫ সালের ছবিটি সম্ভবত তোলা হয়েছিল দার্জিলিং স্টেশন আর আভা গ্যালারির মাঝের জায়গা পাকঝোরায়। আজকের যে পথিক ওখান দিয়ে হেঁটে যাবে, তার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন, এই জায়গাটা ১০০ বছর আগে এরকম ছিল? এ তো একেবারে সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী! আরেকটা কথা মাথায় ঘোরে। গান্ধি-চিত্তরঞ্জনরা ম্যাল থেকে কত দূরে হেঁটে আসতেন সেসময়! ওই ছবি দেখে কে বুঝবে ক'দিন পরেই অনন্তে হারিয়ে যাবেন বাঙালির চিত্তরঞ্জন? ৫৪ বছরে বেতের ছড়ি হাতে কেমন রাজকীয় মেজাজে হেঁটে চলেছেন বাড়ির দিকে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

চিত্তরঞ্জন, জীবনের রাজপথেও কি এত তাড়া ছিল আপনার?

ঘুরে ঘুরে তাঁদের পুরোনো ছবিটা নানা অ্যাঙ্গেল থেকে তোলার ফাঁকে মনে হল, টাউন স্টেশনে কোনও ছোটখাটো উৎসব হওয়ার সময় এই ছবিটি টাঙানো হয়েছিল হয়তো। তারপর সব ছবি খোলা হয়ে গিয়েছে দেওয়াল থেকে। শুধু কী করে থেকে গিয়েছে এই ছবিটাই। কাকতালীয়ভাবে।

সামান্য দূরে দেওয়ালে বাসা বেঁধেছে কপোতকপোতী। তারাই শুধু সারাদিন দেখে যেতে পারে ওই ছবি। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে মাঝে মাঝেই চলে যায় বাইক, সাইকেল আরোহী। তারা বুঝতেও পারে না, কোন ঐতিহাসিক ছবির ঠিক নীচ দিয়ে চলে যাচ্ছে সকালের আলো মেখে। বারবারই পালটে যায় নীচে বসা মানুষগুলোর মুখ। তাদেরও উপরে খেয়াল করার উপায় নেই। অনেক কাজ!

পরিত্যক্ত স্টেশনে কত রকম চরিত্র দেখলাম সাড়ে চার বছরে। একবার দেখেছিলাম খাটিয়া নিয়ে দিন পনেরো শুয়ে আছে এক বৃদ্ধ। তারপর সে নেই হয়ে গেল। একবার দেখি শুয়োরের দল তাড়া করেছে মানুষকে, টয়ট্রেনকে। স্কুল ছাত্রীর দল ওখান দিয়ে যেতে যেতে বড় হয়ে উঠছে। দিন পাঁচেক আগে দেখলাম, কিশোরের দল ধীরে ধীরে গাঁজাড়ু হয়ে উঠছে। তখনও এই স্টেশন কেমন আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছে ওদের। হাত সরিয়ে নেয়নি।

গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ-নেতাজি-নিবেদিতা-বাঘা যতীনের পরশপ্রাপ্ত স্টেশনের প্রতিটি ইঞ্চিতে ইতিহাস। ভাঙা দরজা দিয়ে দেখা যায়, টিকিট কাটার জায়গাটা কেমন ছিল। এখন প্ল্যাটফর্মে মাঝে মাঝেই গোরু-শুয়োর-ছাগলরা ঘুরে বেড়ায় মনের আনন্দে। একদিকের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে একজোড়া টয়ট্রেন যাতায়াত করে। একটা সকাল দশটা কুড়ি নাগাদ যায় দার্জিলিংয়ের দিকে। আর একটার পাহাড় থেকে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। অন্য প্ল্যাটফর্মে আর ট্রেন যাওয়ার লাইনই নেই।

একেবারে উপর থেকে ছবির গান্ধিজি, দেশবন্ধু, অ্যানি বেসান্তরা যেন সব দেখে চলেছেন।

সব ধরনের পার্টি নেতারা এই স্টেশনকে পালটে দেওয়ার আশা দিয়েছেন। গৌতম দেব, শংকর ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্য, শংকর মালাকার, সমন পাঠক, অনীত থাপা, বিমল গুরুং...। কত বিচিত্র ভাষণ! অমুক করব, তমুক করব। শুধু ভাষণে আশ্বাস দিয়ে যাওয়াই তাঁদের একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে।

দু'দিন পরে দার্জিলিং, শিলিগুড়িতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু শতবার্ষিকী ঠিকঠাক পালন হবে তো? কেউ কি ওই ছবিতে একটা মালা দিতে যাবে পরিত্যক্ত স্টেশনে? উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত প্রয়াণ এটিই। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন হয়ে শিয়ালদায় দেহ নিয়ে যাওয়ার পর জনসমুদ্র দেখেছিল কলকাতা। শিলিগুড়িও দেশবন্ধুকে শেষবার দেখতে ভেঙে পড়েছিল স্টেশনে।

শিলিগুড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক জায়গায় দাঁড়িয়ে এইসব উপলব্ধি তাড়া করে বারবার।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে এভাবেই অনাদরে লাগানো রয়েছে ১৯২৫ সালের ঐতিহাসিক ছবি। (ইনসেটে) সেই ছবিটা।

আজ

১৯৪৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২০২০

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত রহস্যজনকভাবে প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে প্লেনের সবুজ আর সাদা আলো জ্বলতে থাকে। তারপর প্লেন যেন বাতাসে থেমে গেল। বিশাল শব্দ। চোখ খুলে দেখলাম, আমার সামনেই দুজন এয়ার হোস্টেস আর দুই প্রবীণ মারা গিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আমি লাফ দিয়েছিলাম।

- বিশ্বাস কুমার রমেশ

ভাইরাল/১

বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত পুরোহিত। শেরওয়ানি ও লাল লেহেঙ্গায় পাশাপাশি বসে পাত্রপাত্রী। আচমকা পায়রা এসে বসে পাত্রীর মাথায়। তরুণী ভয় পেলেও পরে হাসতে থাকেন। তরুণও পায়রার কীর্তিতে অবাক।

ভাইরাল/২

সাপ শিকার করেছিল ইগল। কিন্তু শিকার যে শিকারির চেয়ে শক্তিশালী তা টের পায়নি। পায়ের ধারালো নখ দিয়ে সাপের মুখ চেপে ধরে। মাথায় সুচালো ঠোঁট দিয়ে কামড়ায়। কিন্তু সাপ যে তাকে পেঁচিয়ে ফেলছে বোঝেনি। আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরায় পাখিটি মাটিতে শুয়ে পড়ে।

উত্তরের পাঁচালি

আজও প্রাসঙ্গিক

ইতিহাসবিজড়িত।। রায়গঞ্জের মহাকাল মন্দির।

জায়গাটির সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের সেভাবে কোনও উদ্যোগই নেই। রায়গঞ্জের শক্তিনগরের পশ্চিম দিকে বাঁধ বরাবর রেললাইনের দিকে এগোলেই ডানদিকে দেখা মেলে দিগন্ত জোড়া মাঠ। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে, রায়গঞ্জের জীবনরেখা কুলিক নদী। এই নদীর পাড়েই সুভাষগঞ্জ ব্রিজ থেকে একটু সামনেই শক্তিনগরের মহাকাল মন্দির। সন্ধ্যা নামলেই গা ছমছমে ভাব। চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের পাশেই ছটপুজো ঘাট। আষাঢ় মাসে বর্ষা এলেই মন্দিরের চারপাশে থাকে জল। মাঝখানে যে স্থলটুকু সেখানেই মন্দির। এখানকার বাঁধ সংলগ্ন সমস্ত মানুষের ধর্মীয় আশ্রয়স্থল এই মহাকাল মন্দির। শোনা যায়, বহুদিন আগেই এখানে একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটি নাকি মাটির নীচে চলে যায়। স্থানীয় মানুষের এটাই বিশ্বাস। শক্তিনগরের জনগণের চেষ্টায় পরে অবশ্য নতুন করে আবার মহাকাল মন্দির তৈরি হয়। ঠিক কবে এই মহাকাল মন্দির তৈরি হয়েছে তা জানা যায় না। আষাঢ় মাসে অমাবস্যাতে এখানে ভক্তিভরে মহাকালের পুজো হয় জাঁকজমক করে। অসমের কামাখ্যার পুজোর লগ্নের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এখানকার পুজোর রীতি। প্রতিবছর এই পুজো উপলক্ষ্যে দেওয়া হয় বালক সেবা। অন্যদিকে, গঙ্গা মন্দিরে প্রতি বছরই ছটপুজোর সময় মহাধুমধামে পুজো হয়। মন্দিরটি কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল। সংস্কারের দাবি জোরালো হচ্ছে।

-সুকুমার বাড়ই

গানে ও কলমে

গোপা দাস।

গোপা দাস শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বাসিন্দা। জন্ম আলিপুরদুয়ারে। ছোটবেলায় মা আরতি সরকারের হাত ধরে গানের জগতে প্রবেশ। সংগীতশিক্ষা লাভ করেছেন পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ মহম্মদ সাগিরউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন আসরে গোপার গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিস্তর সম্মান ও পুরস্কারে পুরস্কৃত। বিশ্ব বাংলা সাহিত্যে মঞ্চ থেকে পেয়েছেন 'হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্মান', মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকা থেকে 'সঙ্গীত রত্ন সম্মান'। গোপার অভ্যন্তরে সাহিত্যের বীজও লুকিয়ে। গোপাগৃহে মুকুল ধরেছে জ্যোৎস্না ধারায়, শুধু গল্প নয়, গোপার লেখা এই বইগুলি তার সার্থক উদাহরণ। গানে আর কলমে বেশ আছেন গোপা।

–সম্পা পাল

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ডুয়ার্স থেকে সুন্দরবন, সমস্যা এক

সর্বত্রই মানুষের জায়গায় চলে আসছে নানা জীবজন্তু। কারণটা কী? এক্ষেত্রে মানুষই দায়ী বাংলার দুই প্রান্তে।

শিমূল সরকার

বুনো মোষের দেবতা আরণ্যকের টাঁড়বারোকে মনে আছে? জঙ্গল বাড়ছে,পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা। ফলে বাংলাজুড়ে বেড়ে চলেছে মানুষ ও বন্যজন্তুর সংঘাত। সুন্দরবনে বাঘ, কুমির, পশ্চিমে হাতি তো, উত্তরে গুলবাঘ, হাতি, গন্ডার, বুনো মোষ বা শুয়োরের বেঁচে থাকার লড়াই। এই সংঘাতের কারণ কী? প্রাথমিক কারণ নিজস্ব সীমানা দখলে রাখা বা অন্যের এলাকায় ঢুকে পড়া। সমস্যা সর্বত্র এক।

জঙ্গল বহু নাগরিকের রোজগারের সুযোগ দেয়। জঙ্গলের আশপাশে বাসিন্দাদের রোজগারের সমস্যা থাকে, কারণ জঙ্গল নির্ভরতার বাইরে কোনও কাজের হদিস থাকে না। বনভূমির কারণে অনুমতিও দেওয়ার রেওয়াজ নেই। এমন প্রেক্ষাপটে বনের কাছের নাগরিকদের সম্বল জঙ্গলের উৎপাদন। সুন্দরবনের মধু, কাঁকড়া বা মাছ।

সুন্দরবনের বাঘ বেজায় হিংস্র। সেই নিয়ে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে নোনতা জলের বদলে মিষ্টি জলপানের আয়োজনে বাঘের চরিত্র বিশেষ বদল হয়নি। এবার মউলিরা মধু জোগাড় করতে গেলেই বিপদ ওঁত পেতে থাকে। ফলে বিগত চার দশকে মাথার পিছনে মানুষের মুখের মুখোশ, বন দপ্তরের নির্দিষ্ট জঙ্গল এই সব মেনে চলতে হয়। তবে স্থানীয়রা কুমির বা কামটের আচরণ সম্বন্ধে পরিচিত। সেখানে এইসব মরশুমের আগে ওয়ার্কশপও হয়। সেখানে কী করবে আর না করবে, জানার পরেই ছাড়পত্র মেলে। তবু বাঘ তো সেইসব জানে না। অসতর্ক হলে বনবিবির পুজো বিফলে যায়। না হলে বিধবাপাড়া হল কী করে?

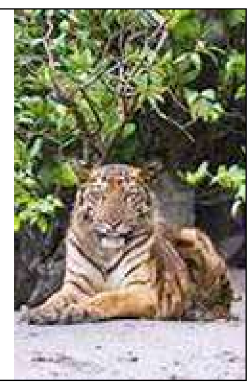

বাঘ বা হাতির দল একশো কিলোমিটার জায়গায় রাজত্ব করে। হাতির সংখ্যা বেজায় বেড়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সে বুনো মোষের সংখ্যা বাড়ছে। গুলবাঘ মানে লেপার্ডের সংখ্যাও।

ডুয়ার্সে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা, সব বনভূমির আশপাশেই। দেড় দশক আগের ফাঁকা জমিতে আচমকা বস্তি গজিয়ে উঠছে। তাদের বহুজন নাকি জীবনে জঙ্গলপ্রান্তে বাস করেনি। বনভূমির আদি বাসিন্দাদের নতুন প্রজন্মের বহুজন পেশার কারণে শহুরে। বন্যপশুর সঙ্গে বসবাসের অভিজ্ঞতায় ঘাটতি! জনপদের সীমানা ছুঁয়েছে বন্যজন্তুর চারণভূমি।

সম্প্রতি এক ছবি ভাইরাল হয়েছে। একেবারে হাতির পথে মানুষ পিকনিক করছে। হাতি কার্যত তাড়া করলে মানুষ উদ্ভ্রান্ত। প্রশ্ন হল, হাতির এলাকায় পিকনিকের কী দরকার।

পৃথিবীর বুকে মানুষের এলাকা বেড়ে যাওয়াতে, বন্যজন্তুরা বিপন্ন! মাঝেমধ্যেই আবাসিক গ্রামে এসে হামলা করে বিপদে ফেলছে। বন্যজন্তুর হামলা ঠেকানোর সরল সূত্র আজও অধরা। নাগরিকদের নিরাপত্তা, বন্যজন্তুর আচরণ সম্বন্ধে সচেতনতা নির্ভর। সচেতনতা বাড়াতে বহু প্রযুক্তির ব্যবহার চলছে। তামিলনাড়ুতে রেললাইনের ধারে জিপিএস দিয়ে সিসিটিভি বসিয়ে সেই ছবি ভাগ করে দেওয়া যায়। সাফল্যও নাকি আসছে।

নতুন প্রযুক্তি জন্ম দিয়েছে নতুন বিপদের। হাতি বা বাইসন এলে নাগরিকদের পটকা, মশাল, টর্চের সঙ্গে মোবাইলে ফোটো তোলার হিড়িক। সকলে নিরাপদ জায়গায় সরে আসার বদলে সামাজিক মাধ্যমে প্রভাব ধরে রাখতে সচেষ্ট। ফলে বেপরোয়া হয়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশে ভিডিও তোলার প্রতিযোগিতা চলছে। সেই ফ্ল্যাশের আলোয় হাতি যদি চটে যায়, দায়িত্ব কে নেবে? সকলেই ধরে নেন, তার তোলা রিলে অসম্ভব লাইক পড়বে ও তিনি রোজগারের পথ পাবেন। ভাবেন না কী বিপদ ঘটতে পারে।

এবার সেই দার্শনিক প্রশ্ন- পৃথিবী কার? মানুষ না বন্যজন্তুর? ঈশ্বর তো গণ্ডি নির্দিষ্ট করেননি। মানুষ জঙ্গল দখল করে ক্রমশ বন্যদের সংকটে ফেলছে। মানুষের বন্যজন্তুদের ব্যবহার সম্পর্কে চেতনার অভাব রয়েছে।

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে কাজ করেন)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডাকা ৩। সারাদিনের বিবরণ, খাজনার হিসেবও হতে পারে ৫। মহাভারতে ভীমের ছেলে মেঘবর্ণের বাবা ৭। বাঘা ওলের সঙ্গী টক ফল তেঁতুল ৯। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার আবার ফলও হতে পারে ১১। দেবতার নামগান ১৪। যিনি দান করেন ১৫। যে কল চাপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। হাসির ব্যাপার, যা থেকে হাসির উদ্রেক হয় ২। যে সময় মানুষ গরমে হাঁসফাঁস করে ৩। বাজ পড়ার শব্দ ৪। ছোট হাতা ৬। প্রতি পদক্ষেপে যে ফুল থাকে ৮। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ ১০। লাঠি চালাতে পারদর্শী ১১। এক ধরনের ফল ১২। বাঁশবনের শব্দ ১৩। হুঁকোর দণ্ড।

সমাধান ■ ৪১৬৫

পাশাপাশি : ১। মন্তাজ ৩। বৃতি ৫। গণ্ড ৬। মক্ষিকা ৮। জড়ুল ১০। তালাও ১২। মাতন ১৪। বাপু ১৫। খাজা ১৬। রাগবি।

উপর-নীচ : ১। মমতাজ ২। জগদ্দল ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। লামা ১০। তানপুরা ১১। ওলাবিবি ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

বিমানের সঙ্গে স্বপ্নও খানখান

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : স্বপ্ন ছিল নতুন জীবনের, অপেক্ষা ছিল বহুদিন পর বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার। কেউ আবার চেয়েছিলেন বহুদিন পর পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে। কিন্তু কয়েক মিনিটেই ভেঙে গেল সব। শুক্রবার দুপুরে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়া এয়ার ইন্ডিয়া এআই-১৭১ বিমানটি মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের মেঘানিনগর এলাকায় ভেঙে পড়ে। প্রাণ হারান ২৪২ জন সওয়ারির মধ্যে ২৪১ জন। এছাড়াও মৃত্যু হল মেডিকেল কলেজের কয়েকজন পড়ুয়া চিকিৎসক ও অন্যান্যদের।

এই দুর্ঘটনা তো শুধু একটি বিমানের ভেঙে পড়া নয়, অসংখ্য পরিবারের হৃদয় ভেঙে যাওয়ার গল্পও বটে। উত্তর গুজরাটের মেহসানা, পাটান, বানাসকাঁঠা এবং আরাবল্লি জেলার ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন এই দুর্ঘটনায়। ভিসনগর, কাড়ি, চাঁদুমানা, ধানেরা, পালানপুর, মোডাসা—প্রায় প্রত্যেকটি শহর এখন শোকস্তব্ধ।

ধনেরার থাভর গ্রামের কমলেশ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ধাপুবেন বহু বছর ধরে টেমসের তীরে বসবাসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবশেষে তাঁরা উড়াল দিয়েছিলেন সেদিকে। কিন্তু শুক্রবার থেকে পরিবারের সম্বল বলতে তাঁদের ছবি আর পুরোনো চিঠির ঝাঁপি। তাঁদের ভিসার কাগজ রয়ে গেল নিছক স্মৃতি হয়ে।

ছেলেকে দেখার জন্য মন আকুলিবিকুলি করছিল ভিসনগরের কৃষক দীনেশ কুমার প্যাটেলের। সেই টানেই জীবনে প্রথমবার সুযোগ হয়েছিল বিমানে চড়ার। যাওয়ার দিন মাঠে আলের ধারে বসেই বিদায় অনুষ্ঠান হয়েছিল। বাজছিল পুরোনো হিন্দি গান ‘তু কাল চলা যায়গা তো ম্যায় কেয়া করুঙ্গা’। সেই গানই যে তাঁর অন্তিম সংগীত হয়ে যাবে, কে জানত!

৭১ বছরের রতিলাল প্যাটেল কাড়ি থেকে লন্ডনে যাচ্ছিলেন ছেলে তেজসের নতুন বাড়ি দেখতে। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে স্বজনেরা এসেছিলেন তাঁকে বিদায় জানাতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই আনন্দ মিশে যায় মাটিতে।

পাটানের চাঁদুমানার কুবেরভাই ও ববিবেন প্যাটেল বহুদিন পর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন লন্ডনে। ছেলে অপেক্ষা করছিল মা-বাবার জন্য, এখন তাঁকেই আয়োজন করতে হচ্ছে শেষকৃত্যের।

নববিবাহিতা অঙ্কিতাবেন প্যাটেল ভিসা হাতে পেয়েই স্বামীর কাছে লন্ডন যাচ্ছিলেন। পরিবার আশীর্বাদে বিদায় জানিয়েছিল। কেউ জানত না, এই ছিল তাঁর জীবনের শেষযাত্রা।

পালানপুরের রমেশভাই ঠাক্কর ও তাঁর স্ত্রী যাচ্ছিলেন ছেলের আত্মীয়ের বিয়েতে। যাত্রার আনন্দঘন শুরু শেষ হল কান্নার সুরে।

এক সপ্তাহ আগেই লন্ডনে মৃত্যু হয়েছিল ভারতীবেনের। স্বামীকে তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে গুজরাটে নিজের গ্রামে এসেছিলেন অর্জুন মনুভাই পাটোলিয়া। লন্ডনের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন চার এবং আট বছরের দুই কন্যাকে। স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করে আবার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল তাদের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই শিশুকন্যার কাছে ফেরা হল না অর্জুনের। আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে ৩৬ বছরের তরুণের।

বিমানে চড়ার স্বপ্ন ছিল না যাঁদের, বিমানের ওঠানামা দেখেই যাঁদের জীবন চলে যাচ্ছিল, তাঁদের কেউ কেউও দুর্ঘটনা এড়াতে পারলেন না। আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থলেই ছিল আকাশদের চায়ের দোকান। শুধু কয়েক মুহূর্তের এদিক-ওদিক। না হলে শুক্রবারের সকালটাও দেখার কথা ছিল বছর ১৫-র কিশোরের! বিমান দুর্ঘটনার বিস্ফোরণের আগুনে মৃত্যু হয়েছে তার।

চায়ের দোকান চালাতেন সীতা পাটানি। দুর্ঘটনার ঠিক আগে মাকে টিফিন দিতে এসেছিল আকাশ পাটানি। মা গিয়েছিলেন একটু দূরে। দুর্ঘটনার পর সন্তানের খোঁজে জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই মা’কে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াতে দেখার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এখন আকাশের দেহ শনাক্ত করার জন্য মা ও পরিবারের সকলকে দাঁড়াতে হয়েছে ডিএনএ নমুনা দেওয়ার লাইনে।

একেবারে ছাপোষা ঘরের মেয়ে পায়েল খটিক। দু’চোখে লন্ডনে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন। কিন্তু রিকশাচালক বাবার পক্ষে তা সাধ্যের বাইরে। কিন্তু কসুর করেননি পায়েলের বাবা সুরেশভাই খটিক। ঋণ নেন। প্রথম বিদেশযাত্রা। ভাবছেন, আর ঠিক ন’ঘণ্টা পরে তাঁর স্বপ্নপূরণের শহর লন্ডনের মাটি ছোঁবে বিমান। পায়েলের সেই আনন্দঘন মুহূর্ত এক নিমেষে ছারখার। প্রথম বিমানযাত্রা হল শেষযাত্রা। বৃহস্পতিবার টেক-অফের অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ উড়ান।

সুরেশভাই খটিকের দেশের বাড়ি রাজস্থানে। মরুশহর থেকে পরিবার নিয়ে চলে এসেছিলেন গুজরাটের হিম্মতনগরে। রিকশাচালক বাবা মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে কার্পণ্য করেননি। কিছুদিন আগে কলেজের পাঠ শেষ হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার জন্য সুরেশভাই কিন্তু লন্ডনে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী মেয়ের উজ্জ্বল মুখে ছায়া ফেলতে চাননি।

মেয়েকে সি-অফ করতে পায়েলের মা-বাবা, আত্মীয়রা গতকাল আহমেদাবাদে এসেছিলেন। বিমান ছেড়ে দেওয়ার পর সবাই যখন হিম্মতনগরের পথে, তখনই এয়ার ইন্ডিয়া থেকে খবরটা এল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। পায়েল নেই। সব শেষ। সুরেশের চোখে শূন্য দৃষ্টি। গলগল করে বেরোনো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, ‘মেয়ের দেহ শনাক্ত করতে ওরা আমার ডিএনএ নমুনা নিয়েছে।’

চারিদিকে চলছে আর্তনাদ। প্রিয়জনদের হারিয়ে হাসপাতালের সামনে অপেক্ষায় তাঁরা। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

অনেকেই উধাও, চলছে অপেক্ষা

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : প্রতিটা মিনিট যেন এক একটা যুগ। অনন্ত অপেক্ষায় কেউ শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে আছেন বেঞ্চিতে, কেউ গাছতলায় গালে হাত দিয়ে। কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইতিউতি গন্তব্যহীনভাবে। শুক্রবার নিহত স্বজনদের মরদেহ চিনে ও বুঝে নিতে আহমেদাবাদের বিজে মেডিকেল কলেজ সিভিল হাসপাতাল চত্বরে অপেক্ষা করছেন বহু পরিবারের সদস্যরা। এঁরা কারও ছেলে, কারও মা, কারও সন্তান। অন্তরের দহন চেপে রেখে এঁরা শুধু চাইছেন যাবতীয় বাধা সরিয়ে প্রিয়জনের মরদেহটা অন্তত বাড়ি নিয়ে যেতে।

আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ শেষ করেছে বলে জানিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। উদ্ধার হওয়া দেহ শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ডিএনএ পরীক্ষার। নিহতদের পরিবারকে বলা হয়েছে ডিএনএ নমুনা জমা দিতে। তারপর থেকেই হাসপাতালের বাইরে অস্থির হয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে মৃতদের পরিবার-পরিজনকে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানটি ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি মেডিকেল কলেজের ডাইনিং হলে ভেঙে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। ঘটনায় এপর্যন্ত অন্তত ২৬৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর। এঁদের মধ্যে ছিলেন যাত্রীরা, বিমানকর্মী এবং ক্ষতিগ্রস্ত মেডিকেল কলেজ হস্টেল ও লাগোয়া এলাকার সাধারণ মানুষ। নিখোঁজ ও দগ্ধদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দেহগুলি এতটাই পুড়ে গিয়েছে যে শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের সামনে শত শত মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে ডিএনএ নমুনা দিতে হাজির হন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা ১৬০ জন আত্মীয়ের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছেন। শনিবার সন্ধ্যার আগে রিপোর্ট পাওয়া যাবে না। ডিএনএ পরীক্ষায় গতি আনতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতালের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে অনেককেই। সালমা রফিক মেমন নামের এক মহিলা হারিয়েছেন তাঁর ভাইপো, ভাইপোর স্ত্রী এবং তাঁদের দুটি শিশু সন্তানকে। মোবাইলে শেষ বিদায়ের একটি ছবি দেখিয়ে চোখ মুছছিলেন তিনি। তাঁর ভাইপোর পরিবার মুম্বই থেকে লন্ডনে ফেরার পথে এই বিমান ধরেছিলেন।

রফি আবদুল আহমেদ বলেন, তাঁর ভাইপো জাভেদ আলি ও তাঁর পুরো পরিবার নিহত হয়েছেন। হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের উদাসীনতায় তীব্র ক্ষোভ ঝরে পড়ে তাঁর গলায়। তিনি বলেন, ‘মৃতেরা কেউ পশু নন যে এমনভাবে অনন্তকাল ফ্রিজে পচবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মরদেহগুলি ফেরত দেওয়া হোক।’

বিমানে থাকা ২৫ বছরের সাহিলের খোঁজে ছুটে এসেছেন তাঁর কাকা রশিদ পটেল। ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্টের অপেক্ষার মধ্যেই তিনি ভগ্নস্বরে বলেন, ‘অজানা থাকাটা সবচেয়ে ভয়ংকর। দেহটাও না পেলে কাঁদতেও যে পারছি না।’

নাগপুর থেকে এসেছেন মণীশ কামদার। খুঁজছেন তাঁর মেয়ে, মেয়ের শাশুড়ি এবং নাতি রুদ্রকে। ‘ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট নিয়ে সমস্যা দেখিয়ে ঘুষ চাওয়া হয়। হয়তো ঘুষ না চাইলে আজ আমার নাতি বেঁচে থাকত”, বলেন তিনি ক্ষোভে-দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে।

দুর্ঘটনায় নিহত সাহিলের মা রক্ত দিয়েছেন ডিএনএ পরীক্ষার জন্য, অপেক্ষা চলছে ছেলের দগ্ধ দেহ শনাক্ত হওয়ার। একইভাবে হাসপাতালে ছুটে এসেছেন পায়েল বেন, খুঁজছেন তাঁর মা (৪৫) ও ভাগ্নিকে (২)। বিমানটি আবাসিক হস্টেলের রান্নাঘরের দিকে পড়েছিল। সেখানে ছিলেন তাঁর রাঁধুনি মা। কাঁদতে কাঁদতে তরুণী বললেন, ‘প্রথমে কোনও বিস্ফোরণের শব্দ পাইনি, হঠাৎই চারপাশ অন্ধকার আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। ওই আবাসিক ভবনেই অন্তত ৫৬ জন মারা গিয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা তিনশো ছাড়িয়ে যাবে, আশঙ্কা।

মিলল জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : এক বড়সড়ো বিমান দুর্ঘটনা হতে চলেছে, ৫ জুন এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন জ্যোতিষী শর্মিষ্ঠা। সেই সময় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমালোচনার ঝড় তুলেছিল সমাজমাধ্যমে। সপ্তাহখানেক আগে শর্মিষ্ঠার আশঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল।

বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের নাকের ডগায় টেক অফের পরেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার বিমান। ঘটনার পরে শর্মিষ্ঠা এক্স হ্যান্ডেলে দুঃখপ্রকাশ করেন। ঘটনাটিকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, ‘জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে ঢুকলে বড় আকারের বিমান দুর্ঘটনা হতে পারে। সতর্ক থাকতে হবে।’ শর্মিষ্ঠা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর আগের টুইটগুলির লিংক জুড়ে দিয়ে লিখেছেন, ‘এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’ ২০২৪-এর ডিসেম্বরেও একই টুইট করে আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন তিনি।

ড্রিমলাইনারের ভবিষ্যৎ ঘিরে একরাশ প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারের ভবিষ্যৎ ঘিরে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যে ভাবনাচিন্তা চলছে ওই বিমানবহরটিকে ‘গ্রাউন্ড’ করার ব্যাপারে। সূত্রের খবর, বিমানের নিরাপত্তা পর্যালোচনার স্বার্থে এই কঠোর পদক্ষেপ করা হতে পারে। এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু জানান, দুর্ঘটনার তদন্তের ভিত্তিতেই নেওয়া হবে বোয়িং ড্রিমলাইনার ৭৮৭-৮ মডেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এক বিবৃতিতে বোয়িং সংস্থাও শোকপ্রকাশ করেছে।

বোয়িং বিশ্বব্যাপী ২,৫০০-র বেশি ৭৮৭ মডেলটি বিক্রি করেছে, যার মধ্যে ৪৭টি কিনেছে এয়ার ইন্ডিয়া। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপত্তা ও উৎপাদন মান নিয়ে বোয়িংকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। ৭৩৭ ম্যাক্স দুর্ঘটনায় ৩৪৬ জনের মৃত্যুর পর থেকেই সংস্থাটির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিধ্বস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই-১৭১-এর ভয়াবহ দুর্ঘটনার একদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে বিমানের ব্ল্যাক বক্স। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ডিভাইসটি তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে। ব্ল্যাক বক্সটি বিমানের পিছনের দিক থেকে উদ্ধার করেছে বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো (এএআইবি)। এটি পাওয়া গিয়েছে আহমেদাবাদে যে আবাসিক চিকিৎসক হস্টেল ভবনে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, তার ছাদ থেকে।

ব্ল্যাক বক্স কী

‘ব্ল্যাক বক্স’ নাম হলেও এটি কালো নয়। এটি সাধারণত উজ্জ্বল কমলা রঙের হয়, যাতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও সহজেই দেখা যায়। ব্ল্যাক বক্স এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরও তা টিকে থাকে। ব্ল্যাক বক্সে এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে, যা তদন্তকারীদের জানাতে সাহায্য করে দুর্ঘটনার সময় বিমানের কলকবজায় ঠিক কী ঘটেছিল।

ব্ল্যাক বক্সে কী থাকে

ব্ল্যাক বক্সে দুটি যন্ত্র থাকে। এক, ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর)। এটা বিমানের গতি, উচ্চতা, ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা, দিকনির্দেশনা এইসব তথ্য রেকর্ড করে। আর দুই, ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর)। পাইলটদের কথোপকথন ও ককপিটের শব্দ (যেমন অ্যালার্ম

বা যান্ত্রিক শব্দ) রেকর্ড করে এটি। এই দুটি যন্ত্র একসঙ্গে ২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ফ্লাইট ডেটা এবং ২ ঘণ্টা পর্যন্ত কণ্ঠরেকর্ড রাখতে পারে।

ব্ল্যাক বক্স কেন অপরিহার্য

যখনই দুর্ঘটনা ঘটে, ব্ল্যাক বক্স থেকে পাওয়া তথ্য তদন্তকারীদের জানায় ঠিক কী ভুল হয়েছে—যন্ত্রের ত্রুটি, আবহাওয়া নাকি মানবিক ভুল। এই তথ্য ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করতে ও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঠেকাতে সাহায্য করে। ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ামক সংস্থা ডিজিসিএ-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, সব বাণিজ্যিক বিমানে ব্ল্যাক বক্স থাকা বাধ্যতামূলক। এখন তো ছোট বিমানেও ব্ল্যাক বক্স থাকে।

ব্ল্যাক বক্স নষ্ট হয় না কেন

ব্ল্যাক বক্সের বাইরের খোলসটি টাইটেনিয়াম বা স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। এটি এমনভাবে তৈরি যে ১১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আগুনেও টিকে থাকতে পারে। এমন ধাক্কাও সহ্য করতে পারে, যেখানে গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩৪০০ জি (অভিকর্ষ বল) পর্যন্ত। ব্ল্যাক বক্স জলে পড়লেও নষ্ট হয় না। এটি ২০ হাজার ফুট গভীর জলে ৩০ দিন পর্যন্ত ভালোভাবে কাজ করতে পারে। দুর্ঘটনার পর ব্ল্যাক বক্স থেকে একটি ‘পিং’ জাতীয় অত্যন্ত তীব্র শব্দসংকেত বের হয়, যা ৩০ দিন পর্যন্ত চালু থাকে। এই সংকেত অনুসরণ করে তদন্তকারীরা ব্ল্যাক বক্স খুঁজে পান। তথ্য সংরক্ষণের অংশটি বিশেষভাবে ইন্সুলেটেড এবং শকপ্রুফ করা হয়, যাতে দুর্ঘটনার পর তথ্যগুলি অক্ষত থাকে। তাছাড়া ব্ল্যাক বক্স রাখা হয় বিমানের লেজের দিকে। বিমান ধ্বংস হলেও ওই অংশটি তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এভাবেই পড়ে রয়েছে বিমানের একটি অংশ। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

মাংস পোড়ার দুর্গন্ধ...

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : বিমান দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও আহমেদাবাদের দুর্ঘটনাস্থলের ভয়ংকর ছবি মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মতো। চারিদিকে পোড়া মাংস খণ্ডের ছড়াছড়ি। কোনওটা মানুষের। কোনওটা পশুপাখির। দুর্গন্ধে টেকা দুষ্কর। তা অন্নপ্রাশনের ভাত উগরে দেবে। সেই সঙ্গে রাক্ষুসে ধোঁয়া আর বিপুল তাপমাত্রা।

বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় ১.২৫ লক্ষ লিটার তেল পুড়েছে। তা থেকে বাতাসের তাপমাত্রা চড়েছে ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই বিপুল তাপমাত্রা সহ্য করে উদ্ধারকাজ চালাতে প্রায় নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীদের। কোনওকিছু বুঝে ওঠার আগে ঝলসে গিয়েছেন যাত্রীরা। আশপাশের গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়া আর তাপমাত্রাকে যুঝে পালাতে পারেনি কুকুর, বিড়াল এমনকি পাখিরাও। কোথাও ছাইয়ের স্তূপে উঁকি মারছে দেহাংশ। কোথাও দেহ। কিছু দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে বটে, কিন্তু তা চেনা যাবে না। গতকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছিলেন, বিপুল জ্বালানি পোড়ায় যে তাপমাত্রা তৈরি হয়েছে তাতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। হয়েছেও তাই। দমকলের এক ঊর্ধতন কর্তা বলেছেন, ‘আরে বুঝছেন না বিমানের জ্বালানি ট্যাংকে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষুসে আগুন দাপিয়ে উঠে এক ধাক্কায় এখানকার তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে গিয়েছে। তাতে পালিয়ে বাঁচা দুষ্কর।’

২০১৭ সাল থেকে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীতে কাজ করছেন এক আধিকারিক বলেছেন, ‘আমরা পিপিই কিট পরে গিয়েও তাপমাত্রা সহ্য করতে পারছি না। উদ্ধার করব কী, আগে তো চারপাশে পড়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ সরাতে হবে।’ মাংস পোড়ার দুর্গন্ধে ভরা বাতাস, শরীর জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো তাপমাত্রা সহ্য করে, মেঘানিনগরের হাহাকারের মধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরা উদ্ধারের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন।

ফাঁড়া কাটছে না ‘মহারাজা’র

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশ। এরই মধ্যে ইজরায়েল-ইরান সংঘাত এবং বোমাতঙ্কের জেরে একগুচ্ছ এয়ার ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক উড়ানকে হয় দেশে ফিরে আসতে হয়েছে, নয়তো অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ থাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে দিল্লির উদ্দেশে ১৫৬ জন যাত্রীকে নিয়ে ওড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৩৭৯ বিমানটি। হঠাৎ বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। তখন বিমানটি ছিল আন্দামান উপকূলের ওপর। বিমান থেকে ফুকেট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে জরুরি অবতরণের অনুরোধ করা হয়। তাতে সবুজসংকেত মিলতেই বিমানটি ফিরে আসে ফুকেটে। সমস্ত যাত্রীকে বিমান থেকে নিরাপদে নামানোর

পর শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু বিমানের ভিতর বোমা বা বিস্ফোরক কিছুই পাওয়া যায়নি। যে যাত্রী বিমানে বোমাতঙ্কের নোটটি পেয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

অন্যদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাতের কারণে তাদের আকাশসীমা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুক্রবার মুম্বই থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক গামী দুটি বিমান এবং দিল্লি থেকে ওয়াশিংটন ও টরন্টোগামী দুটি বিমানকে মাঝরাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। লন্ডন থেকে দিল্লিগামী বিমানটিকে মুম্বইয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও এয়ার ইন্ডিয়ার আরও ১১টি আন্তর্জাতিক উড়ানকে ভিয়েনা, শারজা, জেড্ডা, ফ্র্যাঙ্কফুটের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের এহেন ভোগান্তির জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে এক বিবৃতিতে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। যাত্রীরা যাতে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেন তার জন্য বিকল্প বন্দোবস্তও করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই ইরানের একাধিক পারমাণবিক এবং সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইজরায়েল। এই ঘটনায় ইরানের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর ডিজিসিএ’র কাঠগড়ায় এয়ার ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : শুধু ড্রিমলাইনার নয়, এয়ার ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরেও উৎকণ্ঠার পারদ চড়তে শুরু করেছে। একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ ও প্রশাসনিক কর্তা বারবার প্রশ্ন তুলেছেন, টাটাগোষ্ঠীর অধীনে আসার পরেও কি ‘মহারাজা’র কাঙ্ক্ষিত পুনরুত্থান ঘটেছে? নাকি শুধু নামই বদলেছে, কিন্তু কোনও সংস্কার হয়নি।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার জেরে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টোরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন বা ডিজিসিএ এয়ার ইন্ডিয়ার অতীত নিরাপত্তা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শুক্রবার তারা এই বিমান দুর্ঘটনাকে শুধুই প্রযুক্তিগত বিপর্যয় হিসেবে না দেখে এয়ার ইন্ডিয়ার দীর্ঘদিনের গাফিলতি এবং ভুয়ো অডিট রিপোর্টে ছড়ানো অনিয়ম-কে তদন্তের আওতায় এনেছে। ডিজিসিএ জানিয়েছে, ২০২৩ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অডিট ব্যবস্থায় এমন কিছু ভয়ংকর ফাঁকফোকর পাওয়া গিয়েছিল যা এই সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার তদন্তে এখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সূত্রের দাবি,তদন্তকারী দুই সদস্যের বিশেষ দলের তরফে কমপক্ষে ১৩টি অডিট রিপোর্ট মিথ্যা দাবি করা হয়েছিল।

ডিজিসিএ এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা সবকটি বোয়িং ৭৮৭-৮/৯ ড্রিমলাইনারের সুরক্ষা ব্যবস্থা কতটা

মজবুত তা খতিয়ে দেখা হবে। রবিবার থেকেই এই পরীক্ষার কাজ শুরু হবে। ড্রিমলাইনারের পাশাপাশি বোয়িং সংস্থাকেও তদন্তের আতসকাচে ফেলতে চলেছে ডিজিসিএ। ড্রিমলাইনারের যে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে তার মধ্যে জ্বালানি, ইঞ্জিন এবং হাইড্রলিক সিস্টেম রয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত জেন এক্স ইঞ্জিনসহ বোয়িং ড্রিমলাইনার বিমানগুলির জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিমানে কতটা জ্বালানি থাকা উচিত এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখা হবে। কেবিনের এয়ার কম্প্রেসর এবং সেই সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হবে। ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিন কন্ট্রোল সিস্টেমও পরীক্ষা করা হবে। ইঞ্জিন ফুয়েল ড্রাইভেন অ্যাকচুয়েটর-অপারেশনাল টেস্ট এবং ওয়েল সিস্টেম চেক করা হবে। হাইড্রলিক সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করবে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে। টেক অফ করার সময় যে সমস্ত মাপকাঠি রয়েছে সেগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তাও যাচাই করা হবে। এর পাশাপাশি ফ্লাইট কন্ট্রোল ইনস্পেকশন ব্যবস্থাও এবার কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ। কেন্দ্রের সাফ কথা, যে সমস্ত ড্রিমলাইনারে গত ১৫ দিনে একাধিক যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে সেগুলি সবার আগে পরীক্ষা করা হবে।

গত এক বছরে বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বা এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলেও এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সব শেষে আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এয়ার ইন্ডিয়াকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। ডিজিসিএ স্পষ্ট জানিয়েছে, এই গুরুতর অনিয়ম যদি ফের তদন্তে প্রমাণিত হয়, তাহলে এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা, মোটা অঙ্কের জরিমানা, আন্তর্জাতিক রুটে নিষেধাজ্ঞা বা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণের মতো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে।

পালটা ড্রোন হানা তেহরানের ■ দু'পক্ষকেই সংযত থাকার বার্তা ভারতের

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা ইজরায়েলের

তেহরান ও জেরুজালেম, ১৩ জুন : ইরানের পরমাণু কেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শুক্রবার কাকভোরে হামলা চালাল ইজরায়েল। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'। তাতে নিহত হয়েছেন ইরানি সেনাবাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বাঘেরি এবং রেভলিউশনারি গার্ডের প্রধান হোসেন সালামি। এছাড়া মৃত্যু হয়েছে ছ'জন পরমাণু বিজ্ঞানীরও। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আটকাতে এই অভিযান বলে ইজরায়েল দাবি করেছে। তারপরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ইজরায়েলি হামলার নেপথ্যে কি আমেরিকার হাত রয়েছে? ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বিবৃতির পর সেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। ইজরায়েলি হামলা নিয়ে তিনি বলেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

হামলার বিষয়ে আমেরিকা জানিয়েছে, সংঘাত ঘনীভূত হওয়ার বিষয়টা আঁচ করেছিল। সেই কারণেই পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল মার্কিন আধিকারিকদের। কিন্তু এই হামলায় তারা কোনওভাবেই জড়িত নয়। যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, 'আমরা আশা করছি, ইরান ফের আলোচনার টেবিলে ফিরবে। তবে একটা কথা পরিষ্কার বলছি যে, ইরানকে কোনওভাবেই পরমাণু বোমা তৈরি করতে দেওয়া যাবে না।' এইরকম পরিস্থিতিতেও ইরানকে পারমানবিক কর্মসূচি নিয়ে চুক্তিতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। একইসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ইরানকে তিনি একের পর এক সুযোগ দিয়েছেন। নিজের ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে অনেক প্রাণহানি ও ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এই রক্তপাত বন্ধ করার এখনও সময় আছে। কারণ এরপরের হামলাগুলি আরও ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে ইরানকে অবশ্যই চুক্তিতে আসতে হবে। আরও কোনও মৃত্যু নয়, আর কোনও ধ্বংস নয়। এটি কর নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।' ইরানের ওপর ইজরায়েল হামলার পর ট্রাম্পের এমন মন্তব্য ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী রবিবার ইরান-আমেরিকার চুক্তি নিয়ে ষষ্ঠ দফার বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগে ইরানকে এমন হুঁশিয়ারি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল।

ইরান আগেই দাবি করেছে, তারা কোনও পরমাণু বোমা তৈরি করছে না। কিন্তু পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার তাদের রয়েছে। যে প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে।

শুক্রবার ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জার্মান চ্যান্সেলার ফ্রিডরিখ মের্জকে ইরানে চালানো হামলার বিষয়ে অবহিত করেন। পরে এক বিবৃতিতে মের্জ এ কথা জানিয়ে বলেন, 'ইজরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে এবং ইরান কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারে না।' তবে একই সঙ্গে তিনি উভয় দেশকে আহ্বান জানান যাতে আর উত্তেজনা না বাড়ে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

ইজরায়েলি হামলার পর ইরানও দ্রুত পালটা জবাব দেয়। তারা ইজরায়েলের দিকে একসঙ্গে ১০০-র বেশি ড্রোন ছুড়ে দেয়। যদিও তাতে খুব একটা ক্ষতি হয়নি ইজরায়েলের। এই ঘটনার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে উঠেছে শুধু তা-ই নয়, পুরোদস্তুর যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইরান পালটা হামলা চালাতে পারে ধরে নিয়ে আগেই ইজরায়েল অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

দ্বন্দ্ব উসকে দিয়ে নেতানিয়াহু এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'আমাদের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযান চলবে যতদিন না পর্যন্ত হুমকি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়।' অন্যদিকে ইরানের শীর্ষনেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেইনি কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এই জঘন্য হামলার জন্য ইজরায়েলকে কঠিন মূল্য দিতে হবে।' ইরানের সেনাবাহিনীও একসুরে বলেছে, 'জায়নবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আল-কুদস (জেরুজালেম)-এর দখলদাররা সব সীমা অতিক্রম করেছে, তাই এবার প্রতিক্রিয়ায় কোনও রকম সীমাবদ্ধতা থাকবে না।'

ইজরায়েলি হানায় দুই শীর্ষ সেনাকর্তার মৃত্যুর পরেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে নতুন সেনা প্রধানদের নাম ঘোষণা করেন খামেইনি। ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর নতুন কমান্ডার করা হয়েছে মোহাম্মদ পাকপোরকে। আর মোহাম্মদ বাঘেরির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আব্দুর রহিম মুসাভি। তিনি ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ।

দু'দেশের এই সংঘাতের জেরে ইরান, ইজরায়েল, ইরাক এবং জর্ডনের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তেল আভিভের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল বা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুবাই ও আবু ধাবি বিমানবন্দরেও বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে।

পশ্চিম এশিয়ার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। ইরান এবং ইজরায়েল দুটি দেশের সঙ্গেই নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো হওয়ায় ভারত বর্তমান পরিস্থিতিতে আপাত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। দু'পক্ষকেই সংযত থাকা ও উত্তেজনা না বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আমরা ইরান ও ইজরায়েলের সাম্প্রতিক বিরোধ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পরমাণু কেন্দ্রে হামলার খবর সহ গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।' বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারত উভয়পক্ষকে যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করছে। পারস্পরিক সংলাপ ও কূটনৈতিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করার এবং মূল সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা উচিত। ভারতের সঙ্গে দু'দেশেরই সম্পর্ক ভালো। তাই শান্তি বজায় রাখতে ভারত উভয়কেই সাহায্য করবে।'

ইজরায়েলের মিসাইল হামলায় জ্বলছে ইরানের পরামাণুকেন্দ্র। ডানদিকে, দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজে নেমেছে তেহরানের দমকলবাহিনী। শুক্রবার।

> ইতিমধ্যে অনেক প্রাণহানি ও ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এই রক্তপাত বন্ধ করার এখনও সময় আছে। কারণ এরপরের হামলাগুলি আরও ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে ইরানকে অবশ্যই চুক্তিতে আসতে হবে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

একনজরে

- ■ ইজরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানি সেনাবাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বাঘেরি এবং রেভোলিউশনারি গার্ডের প্রধান হোসেন সালামি। এছাড়া মৃত্যু হয়েছে ছ'জন পরমাণু বিজ্ঞানীরও
- ■ ইজরায়েলের এই অভিযানের নাম 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'
- ■ ইজরায়েলি হামলার পালটা ইরান একসঙ্গে ১০০-র বেশি ড্রোন ছুড়েছে। তবে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে দাবি ইজরায়েলের

ফেব্রুয়ারিতে পদ্মাপারে ভোট!

ইঙ্গিত ইউনূস-তারেক বৈঠকে

লন্ডন ও ঢাকা, ১৩ জুন : দর কষাকষিতে শেষমেশ যুগ্মভাবে বিজয়ী হলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন করানোর দাবিতে সুর চড়িয়েছিল বেগম খালেদা জিয়ার দল। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আগামী বছর এপ্রিলে ভোট করানোর ব্যাপারে একপ্রকার অনড় অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার লন্ডনে বহুচর্চিত ও বহু প্রতীক্ষিত ইউনূস-তারেক বৈঠকের পর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় ইউনূস-তারেক বৈঠক শুরু হয়। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, খালেদা-পুত্র আগামী বছর রমজানের আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রস্তাব দেন। জবাবে ইউনূস জানিয়ে দেন, তিনি আগামী বছর এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য ঘোষণা করেছেন। তবে সমস্ত প্রস্তুতি হয়ে গেলে ২০২৬ সালে রমজান শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহেও নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে। তবে ইউনূসের শর্ত একটাই, ওই সময়ের মধ্যে সংস্কার ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতি দরকার। ইউনূসের অবস্থান মেনে নিয়েছেন তারেক এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বস্তুত, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করানোর পক্ষপাতী। বৈঠকের পর বাংলাদেশ সময় বিকাল চারটেয় যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হয়। তাতে হাজির ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম, বিএনপি-র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

সাধারণ নির্বাচন করানো নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল বিএনপি-র। বিষয়টি ভালো চোখে নেননি বিএনপি সুপ্রিমো বেগম খালেদা জিয়া। সম্প্রতি তিনি দলের নেতাদের সাফ জানিয়ে দেন, ইউনূসের বিরোধিতা না করে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার রাস্তা খুলতে হবে।

এদিন ইউনূস-তারেক রহমান বৈঠকের পর সেই সমঝোতার রাস্তা অনেকটাই খুলে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, সবকিছু যেভাবে অনিশ্চয়তার দিকে চলে গিয়েছিল, এদিন দুই নেতার বৈঠকের পর সেই অচলাবস্থা কেটে গিয়েছে। জাতিকে আবার সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন ইউনূস এবং তারেক রহমান। তারেকের মধ্যে রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন বিএনপি-র এই শীর্ষনেতা। ইউনূস-তারেক বৈঠকে তাঁরা সন্তুষ্ট বলেও জানিয়েছেন খলিলুর রহমান এবং আমির খসরু। এদিন প্রধান উপদেষ্টাকে কলম এবং বই উপহার দিয়েছেন তারেক রহমান।

লন্ডনে তারেক রহমান-মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠক। পেন ও বই উপহার বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে।

মৌমাছির কামড়ে করিশ্মার প্রাক্তন স্বামী প্রয়াত

লন্ডন, ১৩ জুন : আচমকা প্রয়াত হলেন বলিউড অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের গার্ডস পোলো ক্লাবে পোলো খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। জানা গিয়েছে, খেলার সময় আচমকাই একটি মৌমাছি তাঁর মুখে ঢুকে গিয়ে কামড়াতে থাকে। কিন্তু কোনওভাবেই সেটি বের করতে না পারায় ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে যান তিনি। মুহূর্তেই হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সঞ্জয়।

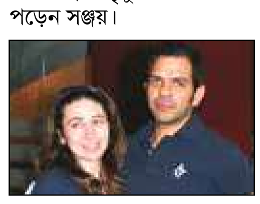

বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক যানবাহনের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী একটি সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন সঞ্জয়। ২০০৩ সালে করিশ্মার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে তাঁদের। ২০১৬-তে করিশ্মা-সঞ্জয়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। বিবাহবিচ্ছেদের পর মডেল প্রিয়া সচদেবকে বিয়ে করেছিলেন সঞ্জয়। প্রাক্তন স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন করিশ্মা। তাঁকে সমবেদনা জানাতে রাতেই তাঁর বাড়িতে যান বোন করিনা কাপুর, সইফ আলি খান, মালাইকা আরোরা, অমৃতা আরোরা। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর এক্স হ্যান্ডেলে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছিলেন তিনি। তার ৭ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হল সঞ্জয়ের। দেহের ময়নাতদন্ত চলছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দেহ ভারতে নিয়ে আসা হবে।

খুনশুটি... শুক্রবার জয়পুরের নাহারগড় বায়োলজিক্যাল পার্কে।

ভারত-চিন বিমান পরিষেবা চালু হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : দীর্ঘ সীমান্ত উত্তেজনা ও কূটনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে এবার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পথে আরও একধাপ এগোল ভারত ও চিন। দু'দেশ সম্মত হয়েছে চলতি বছরের মধ্যেই সরাসরি বিমান পরিষেবা ফের চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিষয়ে। ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি এবং চিনের উপ-বিদেশমন্ত্রী সান ওয়েইডংয়ের মধ্যে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে কার্যত জমে থাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। গত অক্টোবরে হিমালয়ের সীমান্তবর্তী এলাকায় যৌথভাবে টহলদারি নিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছোয় দুই দেশ, যা সম্পর্কের বরফ গলাতে সহায়ক হয়েছিল। এবারের আলোচনাও সেই প্রেক্ষিতেই বহমান।

চিনের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী,'দু'পক্ষকেই পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিতর্কের যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শান্তিরক্ষায় গঠনমূলক ভূমিকা নিতে হবে।'

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিদেশসচিব নতুন এয়ার সার্ভিস চুক্তির দ্রুত চূড়ান্তকরণের পক্ষে মত দিয়েছেন। পাশাপাশি ভিসা প্রক্রিয়ার সহজীকরণ এবং মিডিয়া ও চিন্তানিয়ন্তা (থিংকট্যাংক) পর্যায়ে বিনিময় বাড়ানোর দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখযোগ্যভাবে, দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইস্যুতে নিয়মিত কার্যকরী সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে।

এদিকে চিন সরকারের সহায়তায় পাঁচ বছর পর এই মাসেই পুনরায় চালু হচ্ছে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা। প্রথম দফায় ৭৫০ জন তীর্থযাত্রী যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

বৈঠকে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি চিনকে ধন্যবাদ জানান এই সহযোগিতার জন্য। এবং সীমান্ত নদীগুলিকে কেন্দ্র করে তথ্য ও সহযোগিতা বিনিময়ে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

দু'দেশ সম্মত হয়েছে যে, ভারত-চিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৭৫ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে যেসব যৌথ কার্যক্রম পরিকল্পিত রয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা জারি থাকবে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর দীর্ঘদিন ধরে থমকেছিল ভারত-চিন কূটনৈতিক সম্পর্ক। সেইসময় থেকে বাণিজ্য, প্রযুক্তি এমনকি সরাসরি বিমান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। তবে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিদেশেসচিব বিক্রম মিস্রির বেজিং সফরের পর থেকেই পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ করা যায়। সর্বশেষ বৈঠকে দুই দেশই স্পষ্টভাবে 'জনভিত্তিক সম্পর্কের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়ার' বার্তা দিয়েছে।

দেখামাত্রই গুলির নির্দেশ হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৩ জুন : অসমের ধুবড়িতে এক হনুমান মন্দিরে গোমাংস ফেলাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম। অশান্তি চরম আকার নেয়। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ধুবড়ি পরিদর্শন করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি এই ধরনের দুষ্কৃতীদের দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'কোনও ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করা আমার সরকার বরদাস্ত করবে না। এ বিষয়ে সরকার শূন্য সহনশীলতা নীতি নিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মন্দির নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বজরংবলী মন্দিরে গোমাংস ফেলার ঘটনাটি ঘটেছে ইদের দিনে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। প্রয়োজনে আমি সারা রাত হনুমান মন্দিরে পাহারায় থাকব।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ইদের দিন কিছু সমাজবিরোধী ছদ্মবেশে একাজ করেছে। ধুবড়িতে সাম্প্রদায়িক হিংসা শুরু রবিবার। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রবি-স্মৃতি নষ্ট হয়নি, দাবি বাংলাদেশের

মোদি-মমতার চাপে সক্রিয় ইউনূস

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৩ জুন : রবীন্দ্র কাছারিবাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় ভারতের কড়া বার্তা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর অবস্থানের পর নড়েচড়ে বসল ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। শুক্রবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

তবে বাংলাদেশ সংস্কৃতি মন্ত্রকের দাবি, কাছারিবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কোনও নিদর্শন নষ্ট হয়নি। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের বাইরে ওই ঘটনায় কোনও সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। জেলা প্রশাসন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধি দপ্তর দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। শুক্রবার থেকে কাছারিবাড়ি দর্শনার্থীদের জন্য ফের খুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ওই বিবৃতিতে।

সংস্কৃতিমন্ত্রক জানিয়েছে, কাছারিবাড়ি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। প্রতিবছর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন। রবিবারও কাছারিবাড়িতে কবিগুরুর সম্মান বা মর্যাদাহানিকর কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে হামলার পর কাছারিবাড়ির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে, কাছারিবাড়িতে ২৫ বৈশাখ কবিগুরুর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে।

রবিবার মোটর সাইকেল পার্কিংয়ের ফি দেওয়া নিয়ে এক দর্শনার্থীর সঙ্গে বচসা বাধে সংগ্রহশালার কর্মচারীর। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাছারিবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর চালায় একদল দুষ্কৃতী।

এই ঘটনাকে নিন্দনীয় এবং হিংসাত্মক বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়ে দেয়, এই হামলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ও তাঁর উদারনৈতিক চেতনার প্রতি অসম্মান। বিজেপির তরফেও নিন্দা করা হয়। অপরদিকে কেন্দ্র যাতে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে, সেই আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ওই আক্রমণ কবিগুরুর নিরন্তর সৃষ্টিকর্মের প্রতি অবমাননা। নয়াদিল্লি-কলকাতার জোড়া আক্রমণে নড়েচড়ে বসে ঢাকা।

চারবারের চেষ্টায় রাজাকে খুন সোনমের

শিলং, ১৩ জুন : ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে তাঁকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার পর স্বামীকে খুনের ছক কষেছিলেন সোনম। তিনবার বিফল হন। সফল হন চতুর্থবার।

মেঘালয় পুলিশ তদন্তের পর এই তথ্য জানিয়েছে। রাজাকে খতম করার তিনবারের চেষ্টা কোথায় কোথায় হয়েছিল, সেই সমস্ত জায়গার নামও দিয়েছে পুলিশ।

রাজা রঘুবংশীর দেহ মিলেছিল মেঘালয়ের সোহরায়ের ওয়েইসাওডং জলপ্রপাতের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজাকে শেষ করার প্রথম চেষ্টাটা হয়েছিল গুয়াহাটিতে। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি হয় নোংরিহাটে। সেটাও ব্যর্থ হওয়ার পর মাওলাখাত ও ওয়েইসাওডংযের মধ্যে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়। তাতেও সাফল্য মেলেনি। চতুর্থবারের চেষ্টা অবশ্য বিফল যায়নি। সোনম সহ অভিযুক্ত পাঁচজন ধরা পড়েন।

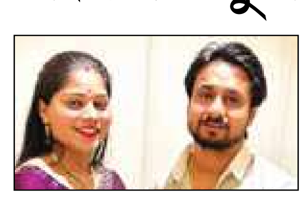

পুলিশ এও জানিয়েছে, রাজা রঘুবংশীকে সোনম বিয়ে করতে চাননি। বিয়ে এড়াতে তিনি প্রেমিক রাজের সঙ্গে নানা ফন্দি আঁটেন। নদীতে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় সোনমের মৃত্যু হওয়া দেখানো, অন্যের পোড়া দেহ সোনমের বলে চালানোর ছকও কষা হয়। কিন্তু তা ধোপে টিকবে না বুঝে সোনম বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।

গ্রামনামের বিবর্তন চর্চা

সম্প্রতি কোচবিহার এবিএন শীল কলেজের আব্বাসউদ্দিন অডিটোরিয়ামে 'স্থানিক চর্চায় গ্রামনাম' বিষয়ক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল কোচবিহারের আর্থসামাজিক পত্রিকাগোষ্ঠী উত্তর প্রসঙ্গ। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা গবেষক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার বলেন, 'গ্রামনাম ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামনামের বিবর্তন ঘটে। তাই গ্রামনামের ইতিহাসকে দুই মলাটে ধরে রাখা জরুরি। উত্তর প্রসঙ্গ এই ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়। যদিও বিষয়টি বেসরকারিভাবে করা কঠিন। সবাই মিলে যদি এই প্রয়াসকে সার্থক করা যায় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে উপকৃত হবে'। বিশিষ্ট চা বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে মোট ২৬ জন আলোচক তাঁদের গ্রামনাম ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। আলোচনাচক্রের পর অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠ ও কবিতা বিষয়ক আলোচনার আসর। এই পর্বে মোট ২১ জন কবি অংশগ্রহণ করেন। দুটি অনুষ্ঠানের মাঝে ধরিত্রী নান্দনিকের সদস্যরা মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন। আগামীতে উত্তর প্রসঙ্গের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গ্রামনাম বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তাব এদিন গ্রহণ করার কথা জানান পত্রিকা সম্পাদক দেবব্রত চাকি। অনুষ্ঠানটি যথাযথ সঞ্চালনায় সফল করে তুলতে সাহায্য করেছেন প্রদীপ ঝা।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

'বিদ্রোহী' স্মরণ

ইসলামপুরের অবুঝ সবুজ শ্রুতিমঞ্জিল সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসে ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে কবির লেখা সমবেত 'প্রভাতী' কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায় ইসলামপুরের নিউটাউনের নজরুলের মূর্তির পাদদেশে। সেখানে 'প্রভাতী'র পাশাপাশি নজরুলের আরও একটি কবিতা 'খাঁদু-দাদু' সমবেত উচ্চারণের সঙ্গে ছিল সমবেত নৃত্যের পরিবেশনা। নৃত্যে অংশ নেয় রূপকথা নন্দী, মালবিকা কীর্তনীয়া ও জয়িত্রী দাস। এরপর একক সংগীতে অংশ নেয় নূপুর বোস এবং কোয়েল সরকার। উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও কবি বিনয়ভূষণ বেরা। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নীলাঞ্জন ভৌমিক। আলোচনায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি ডাঃ বিনয়ভূষণ বেরা ভায়োলিনে নজরুলগীতির সুর শোনান। নজরুল সম্পর্কে ছোটদের জন্য বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা তুলে ধরেন আয়োজক সংস্থার অন্যতম কর্ণধার সুশান্ত নন্দী।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মননে গুরুসদয়

ব্রতচারী আন্দোলনের জনক তথা ব্রতচারী শিক্ষার প্রবর্তক আইসিএস আধিকারিক গুরুসদয় দত্তের (১৮৮২-১৯৪১) মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের সার্বিক বিকাশ ও নারীমুক্তি। দেশজ লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধার চর্চা সংরক্ষণে উৎসর্গ করেছিলেন জীবন। সম্প্রতি চন্দননগর ব্রতচারী ও যোগাসন শিক্ষাকেন্দ্র পালন করল মনীষী গুরুসদয় দত্তের ১৪৪তম জন্মজয়ন্তী। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও গুরুবন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার দুই কর্ণধার সুবীর আইচ ও বিকাশ কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন বাংলার ব্রতচারী সমিতির আজীবন সদস্য সাংবাদিক অন্বয় মুখোপাধ্যায়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মন্ত্রমুগ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সুর সঙ্গমের অনুষ্ঠান।*

অন্তরে রাশিদ

মঞ্চের প্রেক্ষাপটে স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল ওস্তাদ রাশিদ খানের মুখের ছবি। তিনি মঞ্চে আছেন, কিন্তু এই মর্ত্যে নেই। তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন তাঁর প্রিয় শিষ্য শিলিগুড়ির বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী চিরঞ্জিত ভট্টাচার্য। তিনি স্বাগত সম্ভাষণে আছেন, কিন্তু মঞ্চের নিবেদনে নেই।

প্রয়াত গুরুর প্রতি স্নেহধন্য শিষ্যের সাংগীতিক আত্তীকরণের সে এক আশ্চর্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। শিলিগুড়ির শ্রোতারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন মঞ্চে না থেকেও কীভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে থেকে যান একজন জাত শিল্পী। দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ির সুর সঙ্গমের এই অনুষ্ঠান ছিল 'রাগাঞ্জলি ২০২৫'। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ওস্তাদ রাশিদ খানের বন্ধু প্রতিম সংগীতশিল্পী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আকাশবাণীর স্বনামখ্যাত বর্ষীয়ান শিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের মূল পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পী ঐনেশ এশিন রায় ও কৌশিকী ঘোষের বেহাগ রাগের ঝাঁপতালে বিলম্বিত 'এরি মাই সুরজনবা' অথবা তিনতাল দ্রুত লয়ের খেয়াল 'সাজনবা আয়ো মোরে মন্দিরবা' পরিবেশনে গায়কীর যে মিষ্টত্ব ও তান সরগমের যে প্রয়োগ বৈচিত্র্য ছিল তাতে ঘনঘন হাততালি দিয়ে শিক্ষার্থীশিল্পীদের অভিনন্দিত করেন উপস্থিত রসজ্ঞ শ্রোতারা। এই নিবেদনে বোঝা যায় তালিম কতটা নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এভাবে রাগের রূপ গেঁথে দেওয়া সম্ভব। সবচেয়ে মজার কথা হল, এই মঞ্চেই বহু বিখ্যাত পরিচালকের নাটক দেখতে বা দেশবরেণ্য শিল্পীর গান শুনতে হাতেগোনা দর্শক শ্রোতাকে উপস্থিত থাকতে দেখেছি। কিন্তু সুর সঙ্গমের হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের এই আসরে প্রেক্ষাগৃহ উপচে পড়া শ্রোতা সমাগম সকলকেই কৌতূহলী করেছে। আসলে প্রচারের ঢক্কানিনাদই সব নয়, শিল্প সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে এবং মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র থাকলে গুণগ্রাহীরা সেই শিল্পীর অনুষ্ঠানে ছুটে যান এটাই এদিন প্রমাণিত হল।

এটা আরও বোঝা গিয়েছে অভিভাবকদের অনুষ্ঠানে। শিক্ষার্থী শিল্পীদের অভিভাবকরা এই অনুষ্ঠানে নিবেদন করেন রাগ মিশ্র বিভাসে তুলসী দাসের ভজন 'জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁয়র পঞ্ছি বন বোলে।' মঞ্চে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে প্রেক্ষাগৃহে তখন ঘুম ভাঙানিয়া সকালের আবেশ। আর সেই আবেশকে মধুর বোলে তবলায় মূর্ত করেন উত্তরবঙ্গের স্বনামখ্যাত ব্যস্ত চিকিৎসক স্মরজিৎ বণিক। সব মিলিয়ে একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া নিবেদন।

ওস্তাদ রাশিদ খানের স্মরণীয় নিবেদনগুলির অন্যতম হল রাগ গোরখ কল্যাণ। আর এই রাগে সেতারে এদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানান পণ্ডিত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন স্বনামধন্য তবলিয়া সুবীর অধিকারী। দুই জাত শিল্পী বুঝিয়ে দিলেন মন প্রাণ দিয়ে নিখাদ শিল্প সৃষ্টি করতে পারলে সেখানেই স্বর্গ তৈরি রচিত হয়। শিল্পী পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এদিন সুর সঙ্গমের তরফে 'ওস্তাদ রাশিদ খান স্মারক' সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোমা দাস। শিক্ষার্থী শিল্পীদের সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শান্তি বিকাশ সরকার।

এদিন শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিবেদনে ছিলেন বিধান শীল ও সৌরভী সরকার (বাগেশ্রী), শুভদীপ সূত্রধর ও আস্তিক মণ্ডল (মেঘ)। আর শিশুশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছোট খেয়াল পরিবেশনে ছিল দিব্যজ্যোতি, দিতি, ঋষিকা, অদিত্রী, হর্ষি, চন্দ্রিমা, শ্রেয়সী, দিশা, পূর্বাশা, লক্ষ্মী, সৌমাল্য, শ্রীতমা, আয়ুষি, অভিরাজ, সুহানা, অপ্রতিম, ময়ূখ, কোয়েল, অক্ষত ও অক্ষরা। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি সুর সঙ্গমের এই অনুষ্ঠান ছিল সুরের সাগর পাড়ি দেওয়ার অভিযান।

– ছন্দা দে মাহাতো

ছন্দোবদ্ধ আনন্দসন্ধ্যা

শরীরী বিভঙ্গে ফুটে উঠছে বসন্ত রাগের প্রাণচঞ্চলতা। আর স্বরের ওঠানামার সঙ্গে বিশুদ্ধ নৃত্যকলার মুদ্রা মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এক আনন্দময় জগৎ। শব্দ বিলীন হচ্ছে ব্রহ্মে, আর আকার নিরাকারে মিশে সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতি। ওডিশি নৃত্য আঙ্গিকের বসন্ত পল্লবীতে এভাবেই এক অনন্য সৃজন উপহার দিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী গুরু রাজীব ভট্টাচার্য। ক'দিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া শীর্ষক এই অনুষ্ঠান ছিল শিলিগুড়ির নৃত্য মল্লারের। নৃত্য মল্লারের কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী পুলোমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উত্তরবঙ্গের তিন প্রজন্মের বিশিষ্ট নৃত্যগুরু রুনু ভট্টাচার্যের হাত ধরে। সূচনাপর্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী শ্রাবণী চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিদ্যাবতী আগরওয়াল, সুব্রতা ভট্টাচার্য, স্বামী অতিশানন্দ মহারাজ, অয়ন ভট্টাচার্য ও সুজাতা ভট্টাচার্য।

এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী শিল্পীদের ওডিশি ও কত্থকনৃত্যের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে রবীন্দ্র ও নজরুল নৃত্যও ছিল।

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্য মল্লারের অনুষ্ঠান।

শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকটি নিবেদনে অন্তরঙ্গ অনুশীলনের ছাপ ছিল। গুরু প্রণতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় গুরু পৌষালি মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত বিরজু মহারাজকে। নৃত্য নিবেদনে অতিথি শিল্পীদের মধ্যে গুরু রাজীব ভট্টাচার্য ছাড়াও ছিলেন গুরু মণিকা দাশগুপ্ত, ডঃ রুমা নাথ মেটা, ডঃ পম্পি পাল, রাহুল রায়, রিনিক্তা মেটা। আর মরমি কণ্ঠের সংগীতে সকলের মন ছুঁয়েছেন কলকাতার শিল্পী কৌসুমি অধিকারী। এদিন নৃত্য মল্লারের তরফে বেশ কয়েকজন শিল্পীকে সংবর্ধনাও জানানো হয়। পুলোমা জানালেন, তাঁদের সংস্থার ২৬ বছরের পথ চলায় বাবা নৃত্যগুরু রুনু ভট্টাচার্য ছাড়াও অনেকেই নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, সেই প্রেরণায় এই শাস্ত্রীয় নৃত্য একদিন মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। মঞ্চে এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অমিতাভ ঘোষ।

-- ছন্দা দে মাহাতো

রবীন্দ্র–নজরুল স্মরণ

নকশালবাড়ি 'আলোর দিশারি' সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী সংগঠন কিছুদিন আগে নকশালবাড়ি খালপাড়া 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'-এর অনুষ্ঠান 'রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা' উদযাপন করে। এলাকার প্রবীণ ও বিশেষ নাগরিকদের হাতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীতে অংশ নেন অরিক্তা নন্দী, বিদিশা পাল, মৌলিনা কুণ্ডু, শুভাঙ্গী দাস, অহনা দত্ত, সৃজা কুণ্ডু, তবলা সংগতে ছিলেন সর্বেশ্বর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (সকল বোর্ড) পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা জ্ঞাপন ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত সব কবিতাকে কেন্দ্র করে আবৃত্তি। এই পর্বের বাচিকশিল্পীরা ছিলেন দেবার্ঘ্য মজুমদার, নিলয় রায়, সানা পাল, শুভাঙ্গী দাস, অভিদীপ দত্ত, সৌনক দাস, নিহিত পাল, নিরূপম পাল প্রমুখ। একক সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন ইরানি চক্রবর্তী, রিয়া চক্রবর্তী, অহনা দত্ত, অরিক্তা নন্দী প্রমুখ। নৃত্যে ছিল প্রারম্ভ নৃত্যগোষ্ঠী, লাভলি নৃত্যাঙ্গন দল প্রমুখ। একক নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন তিয়াসা সরকার, সৃষ্টি পাল, সৃজা কুণ্ডু, ঋত্বিকা ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবিগুরুর বিখ্যাত নাটক 'পেটে ও পিঠে'–এর বিশেষ কিছু অংশের উপস্থাপনা।

অন্যদিকে, বাগডোগরা জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের তরফে ক্লাব ভবনে রবীন্দ্র - নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনী সংগীত পেশ করেন শর্মিষ্ঠা মিত্র এবং সঞ্চিতা বড়ুয়া। তবলায় ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন নীনামমা রাই, হর্ষিকা সিনহা, কোয়েল জোয়ারদার, অন্বেষা দালাল, দেবস্মিতা দেবশর্মা, শাহিনা পারভিন, আভ্যা গুপ্তা, আরুষি ঘোষ, প্রত্যুষা ভট্টাচার্য, ধীময়ী সরকার, রিধিমা বিশ্বাস প্রমুখ। নাচে শামিল হন শৈলিশ্রী নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীরাও। নজরুলগীতি গেয়ে শোনান বিদিপ্ত মিত্র, অনন্যা চৌধুরী, সমীর ঘোষাল। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনায় ছিলেন অরুণ মজুমদার, পার্থ ধর, মুনমুন দেব, চন্দন দেব রায়। হিন্দিতে রবীন্দ্রসংগীত শোনান সুজিত সিং।

'স্বর ও শ্রুতি'-র শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি পরিবেশ করেন।

নৃত্যগীতি আলেখ্য রবীন্দ্রনাথের 'নারী'–তে নৃত্যে অংশ নেন দেবস্মিতা ঘোষ, আরুষি ঘোষ, প্রত্যুষা ভট্টাচার্য।

গানে ছিলেন শর্মিষ্ঠা মিত্র, অন্বেষা বিশ্বাস, স্মৃতি পাল, সঞ্চিতা বড়ুয়া। ভাষ্যপাঠে বন্দনা সাহা ও পৃথা মুন্সি। লেখা ও পরিকল্পনায় ছিলেন অসীম ঘোষ।

সঞ্চালনায় ছিলেন স্বপন উপাধ্যায় ও পৃথা মুন্সি।

বাতাবাড়ি তরুণ সংঘের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র-নজরুল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দারুণ সাড়া পড়েছিল। মেটেলি নিবেদিতা সংগীতালয়ের পড়ুয়ারা রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি পরিবেশন করে। বাতাবাড়ি কথামালা বিদ্যানিকেতন, দীপশিখা নার্সারি মডেল স্কুল ও শিশুতীর্থ নার্সারি স্কুলের খুদে খুদে পড়ুয়াদের রবীন্দ্র-নজরুল নৃত্য দর্শকদের মন জয় করে নেয়। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন বিভাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক তথা ক্লাব কর্মকর্তা কনক বর্মন।

এদিকে, শিলিগুড়ির সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির কার্যালয়ে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা পালিত হয় কবিতা ও গানে অংশগ্রহণ করেন চিকিৎসক দেবাংশু দাস, লিপি ঘোষ রায়, অনিল সাহা, সজলকুমার গুহ প্রমুখ।

নকশালবাড়িতে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা উদযাপন।

–শুভজিৎ বোস, খোকন সাহা, রহিদুল ইসলাম ও সম্পা পাল

চেতনায় আঘাত হানার উৎসব

কিছুদিন আগে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে বসেছিল 'কোচবিহার ব্রাত্যসেনা নাট্য সমারোহ'। মূলত বর্তমান সময়ের সমাজের ক্লেদ, ময়লাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যাওয়ার কাজ যেন করে গেল এই নাট্য উৎসব।

আরজি করের স্মৃতি উসকে অত্যাচারিত চিকিৎসকের প্রতিকৃতির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে এবং ব্রাত্যসেনা নাট্যদলের নিজস্ব থিম সং গেয়ে এ উৎসবের সূচনা হয়। প্রথম প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চস্থ হয় আয়োজক দল উপস্থাপিত, তমোজিৎ রায় রচিত ও নির্দেশিত ওই ঘটনার বিরুদ্ধে শানিত নাটক 'ফিনিক্স'। মীরজাফর চরিত্রের আলো-অন্ধকার দিকের খোঁজ চলে কোচবিহার বৈঠকির 'নমকহারাম' নাটকে। নির্দেশক শুভব্রত সেনগুপ্ত। এরপর মঞ্চস্থ হয় মাখলা শিল্পকের নাটক 'গঙ্গাপুত্রী'। তিমিরবরণ রায়ের নির্দেশনায় অত্যন্ত মনোগ্রাহী অভিনয় উপভোগ করা গেল। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আয়োজক দল প্রযোজিত নাটক 'আমি কিছুতেই উল্লুক হবো না' নাট্যকার ও নির্দেশক তমোজিৎ রায়ের আরেকটি চেতনায় আঘাত হানবার নাটক। এইদিনের দ্বিতীয় নাটক 'স্বর্গে জীবন্ত মানুষ'– কলকাতা কথাবার্তা বর্তমান কেন্দ্র এবং রাজ্য প্রশাসনের কঠোর সমালোচনা করেছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে। তমোজিৎ রায় রচিত নাটকটির নির্দেশনা এবং অভিনয়ে ছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায়। উৎসবের শেষ দিন শ্যামবাজার নাট্যচর্চাকেন্দ্র উপহার দেয় নাটক 'মহাত্মা'। নাটকটির নির্দেশক সমরেশ মজুমদার। সব শেষে জলপাইগুড়ি কলাকুশলী প্রযোজিত 'ফারেনহাইট ৪৫১' নাটকের মাধ্যমে উৎসবের যবনিকা পড়ে। নাটকটির নাট্যকার ও নির্দেশক তমোজিৎ রায়।

কোচবিহার ব্রাত্যসেনা নাট্য সমারোহে মঞ্চস্থ নাটক 'ফিনিক্স'–এর একটি মুহূর্ত।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

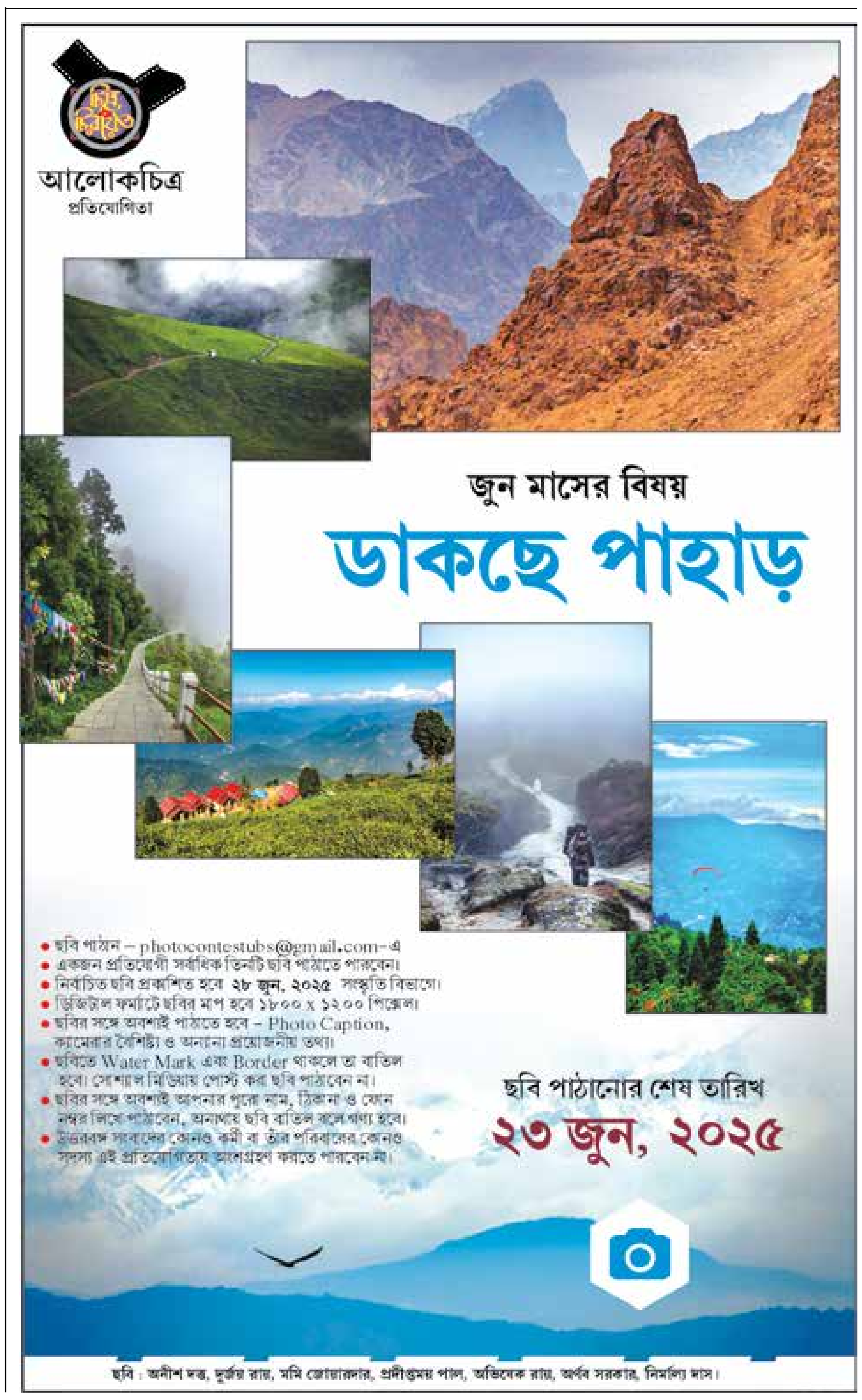

বইটই

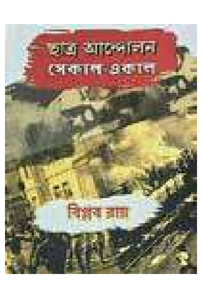

ছাত্রদলের গল্প

নানা সময়ে ছাত্র আন্দোলন দেশ-কাল-সমাজের ভবিষ্যৎ গড়েছে। সেই বিষয়টিকেই এবারে **ছাত্র আন্দোলন সেকাল-একাল**-এর মাধ্যমে পাঠকদের সামনে পেশ করেছেন বিপ্লব রায়। বিপ্লব জেলা জজ পদমর্যাদার অফিসার। দক্ষিণ দিনাজপুরের এই মানুষটি আইনের স্নাতক। বহুদিন ধরেই লেখালেখি করছেন। কলমের ধার যথেষ্টই। এই বইটিও তার সাক্ষী। নৌবিদ্রোহ ও আজাদ হিন্দের সমর্থনে বুকে বুলেট নেওয়া পড়ুয়াদের কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। সেই পর্ব কতটা গায়ে কাঁটা দেওয়ার এই বই পড়লে জানা যাবে। রয়েছে সাম্প্রতিককালের কথাও। অসংখ্য ছবি সমেত। চিরজীবন সংগ্রহে রাখার বই।

এবারে খেন

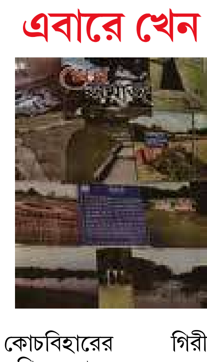

কোচবিহারের গিরীন্দ্রনাথ বর্মন শিক্ষকতা করতেন। অগুনতি পড়ুয়াকে সঠিক আলোর দিশা দেখিয়েছেন। কলম হাতে নিয়েও একইভাবে পাঠকদেরও সেই দিশা দেখানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত **খেন সমাজ** সেই চেষ্টারই সাক্ষী। গিরীন্দ্রনাথের লেখা বহু বই এর আগে পাঠকমহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। তিনি ইতিহাসধর্মী বিষয়েই বেশি সাবলীল। এই বইটি পড়লে তা স্পষ্ট। খেনদের বিষয়ে এই বইয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। কামতাপুরে খেন বংশের শাসন থেকে শুরু করে কামতেশ্বর, এই বই অনেক কিছু জানায়। উপরি পাওনা হিসেবে রয়েছে বেশ কিছু রঙিন ফোটোগ্রাফ।

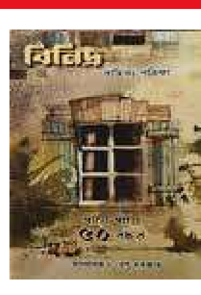

অবশেষে হাতে

বেণু সরকার সম্পাদিত আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত **বিনিদ্র সাহিত্য পত্রিকা**র **৫০তম বর্ষ সংখ্যা** হাতে এসে গিয়েছে। আসলে ৫০ পূর্তি অনেকটাই আগে হয়েছিল। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়নি। সেই সব সামলে অবশেষে ইচ্ছেপূরণ। এই পত্রিকার পথ চলা নিজেই ইতিহাস। তা নিয়ে সম্পাদক, অর্ণব সেন, গৌতম হাজরার মতো আরও অনেকের লেখাগুলি খুবই তথ্যবহুল। সুবর্ণ রায়ের গুচ্ছ কবিতা 'তুমি পড়েছো, বেণুদা' বেশ ভালো। কীভাবে এই পত্রিকা তাঁদের জীবনের সঙ্গে টানটান জড়িয়ে তা এই সংখ্যার লেখকদের কলমে ভীষণভাবে স্পষ্ট।

চেনা শহর

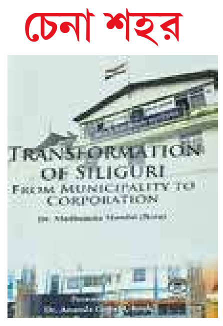

ঠিক কীভাবে শহর শিলিগুড়ি পুরসভা থেকে পুরনিগমে উন্নীত হল তা খুব সুন্দরভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন ডঃ মধুমিতা মণ্ডল (বেরা)। তাঁর লেখা **ট্রান্সফর্মেশন অফ শিলিগুড়ি ফ্রম মিউনিসিপ্যালিটি টু কর্পোরেশন** বইয়ের মাধ্যমে। ইংরেজিতে লেখা বইটি সহজসরল ভাষায় এই শহরকে পাঠকদের সামনে পেশ করে। গোটা শহরের বিন্যাস, পুরসভা ও পুরনিগমের চেয়ারম্যান-মেয়রদের ছবি, এই শহর থেকে প্রকাশিত নানা পত্রিকার নামের টুকরো ছবি, এই বই শহরকে অনেক ভালোভাবে জানার। রয়েছে বাংলায় লেখা কিছু তথ্যও। পাঠকের কাছে উপরিপাওনা বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ফোটোগ্রাফ।

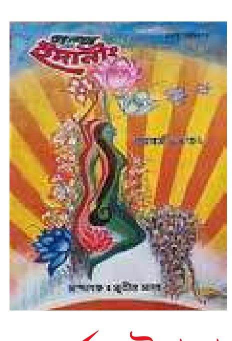

নববর্ষের উপহার

প্রকাশিত হয়েছে **গল্প ইদানীং** পত্রিকার **নববর্ষ ১৪৩২** সংখ্যা। বরাবরের মতোই গল্প, প্রবন্ধে ভরপুর। বিদ্যুৎ পালের 'পাঁচটি রম্যগল্প', সুচিত চক্রবর্তীর লেখা 'স্বর্গে প্রথম বাংলা ছবি' পড়লে এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও প্রাণে স্বস্তি আসতে বাধ্য। রাজবংশী ভাষায় লেখা শচীমোহন বর্মন ও শৈলেন দাসের লেখা গল্পগুলি বেশ। নানা আঙ্গিকে লেখা বিভিন্ন গল্পকে পাঠকদরবারে ভিন্ন আঙ্গিকে পেশ করতে সুনীল সাহা সম্পাদিত ত্রৈমাসিক এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে কাজ করে চলেছে। সম্পাদকের লেখা ভ্রমণ গল্পটিও পড়তে বেশ। খুব সুন্দর প্রচ্ছদটি এঁকেছেন আলিপুরদুয়ারের শিল্পী মঞ্জুলা পাল।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

সাড়ে তিন কোটির মাদক বাজেয়াপ্ত

কালিয়াচক, ১৩ জুন : শুক্রবার সাড়ে তিন কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম বদরুদ্দোজা ওরফে ফটিক, নুরুল ইসলাম ওরফে পাগলা ও সামাদ আলি ওরফে পাক্কা। তিনজনেরই বাড়ি কালিয়াচকের শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনটোলা গ্রামে। পুলিশ বামনটোলার একটি বাড়িতে হানা দেয়। ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি সেই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ কেজি ৭০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

নাম বিতর্কে

প্রথম পাতার পর

'বাইক কিনতে হলে আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড লাগবেই। যাঁর নামে বাইকের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে নিশ্চিতভাবেই তাঁর ভারতীয় ভোটার এবং আধার কার্ড আছে।' শান ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ বাড়ছিল। পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বুঝতে পেরেই এদিন গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক আধিকারিক। চিঠিতে শান সম্পর্কে তদন্ত করে পদক্ষেপের অনুরোধ করেছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। স্বপনের কথা, 'আমাদের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে সশরীরে হাজিরা দেননি ওই ছাত্র। ওকে নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। তাই পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ জরুরি মনে করলে তদন্ত করে পদক্ষেপ করুক। তদন্তে আমরা সবরকম সহযোগিতার জন্য রাজি আছি।' তবে শান্ত কীভাবে শান হয়ে গেল তা বুঝে উঠতে পারছেন না জয়েন্ট রেজিস্ট্রারও। তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া পাসপোর্ট, ভিসা অনুসারে ছাত্রটির নাম শান্ত ভৌমিক। হঠাৎ ও কীভাবে শান হয়ে গেল বোধগম্য হচ্ছে না। শান হয়ে ও কোথায় ফ্ল্যাট কিনেছে না জমি সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সেটা পুলিশ খতিয়ে দেখুক।'

অন্যদিকে, শান ইস্যুতে এদিন থেকেই বিশেষ তদন্ত শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তদন্তের জন্য জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকে চিঠি পাঠিয়েছেন ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়। তার ভিত্তিতে মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়ের কৈফিয়ত তলব করেছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। কীভাবে একজন ছাত্র গেস্ট ফ্যাকাল্টি হয়ে গেল, সব জেনেও কেন আইন ভেঙে ছাত্র ভিসায় আসা একজন বাংলাদেশিকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হল, নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন যোগ্যতা যাচাই করা হল না, কেন কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন নেওয়া হল না ইত্যাদি ১২টি প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হয়েছে বরুণের কাছে। ডিনের কথা, 'উত্তর পেলে তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ হবে। যার যার গাফিলতি রয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবে।' বাইকের রেজিস্ট্রেশনের নথিতে শিলিগুড়ির বাবুপাড়া মাদার টেরেজা সরণির ঠিকানা ব্যবহার করেছেন শান। সংশ্লিষ্ট ঠিকানা দেখিয়েই ভোটার বা আধার কার্ড বের করেছেন কি না ওই বাংলাদেশি ছাত্রটি তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। পরিবহণ দপ্তরের নথি অনুসারে একটি বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থার কাছে ঋণ নিয়ে বাইকটি কিনেছেন শান। সেই সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বাংলাদেশি নাগরিককে বাইক কেনার জন্য তাঁরা ঋণ দেন না। ভারতীয় হিসাবেই যে শান ঋণ পেয়েছেন এক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট করেছেন ওই আধিকারিক। রহস্য বাড়লেও শান ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান। তদন্তের মুখোমুখি হলে সব কুকীর্তির পর্দা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই কি গা-ঢাকা দিয়েছেন ওই বাংলাদেশি ছাত্র। এদিনও তাঁর মোবাইল বন্ধ ছিল। তবে সামাজিক মাধ্যমে তাকে কিছু সময় সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছে। শান একা নাকি তাঁর আরও কোনও আত্মীয় নাম ভাঁড়িয়ে বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতে বসবাস করছে সেটাও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

সুলভমূল্যে চারা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কমার্সিয়াল নার্সারি থেকে সার ব্যবহারের পরামর্শ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ জুন : নিজস্ব আয় বাড়াতে কমার্সিয়াল নার্সারি তৈরি করেছে পুণ্ডিবাড়ির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেখানে সুলভমূল্যে ফুল, ফল সহ বাগান সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের চারাগাছ কিনতে পারবেন সকলে। তবে শুধু চারা বিক্রিই নয়, কোন চারা কীভাবে লাগাতে হবে, তার জন্য কেমন মাটি বা সারের ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়েও গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে কৃষকরাও উপকৃত হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংগঠিতভাবে কিছু গাছ বিক্রি হত। কিন্তু এবার থেকে নার্সারি তৈরি করে চারাগাছ বিক্রি করা হবে। এক ছাতার তলায় ফুল, ফল, শাকসবজি সহ সব ধরনের চারাগাছ মিলবে। যারা এখান থেকে চারা কিনবেন তাঁরা যেমন সুলভমূল্যে চারা পাবেন তেমনি তাঁদের ঠকার কোনও ভয় থাকবে না। এতে গ্রাহক ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটে নার্সারি তৈরি করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার ও টেকনলজি বিষয়ে পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কৃষিজ ফসল ও চাষ নিয়ে নানা গবেষণা হয়। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়াতে কমার্সিয়াল নার্সারি তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পুণ্ডিবাড়িতে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটে ওই নার্সারি তৈরি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারকেল সহ ঘর-বাগান সাজানোর জন্য কয়েক লক্ষ গাছের চারা রয়েছে। ওই চারাগাছগুলি পরীক্ষিত। গুণগত মানও ভালো। রবিবার বাদে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নার্সারি খোলা থাকবে। এছাড়া সুলভমূল্যেও মিলবে। যেমন, একটি উন্নতমানের সুপারির চারা বাইরে বাজারে যেখানে ৫০ টাকা, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সারিতে ৩০ টাকায় মিলবে।

এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাদি ফসল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ডাইরেক্টর অফ ফার্ম পার্থসারথি মিদ্দা বলেন, 'আগে এখানে অসংগঠিতভাবে খুবই সামান্য আকারে চারাগাছ বিক্রি করা হত। এখন সেটা বৃহদাকারে করা হয়েছে। কৃষক সহ সাধারণ মানুষ যে কেউ গিয়ে সেখান থেকে চারা কিনতে পারবেন।'

কী কী সুবিধা

- আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারকেল সহ ঘর-বাগান সাজানোর জন্য কয়েক লক্ষ গাছের চারা রয়েছে
- গুণগত মানও ভালো
- কোন চারা কীভাবে লাগাতে হবে, তার জন্য কেমন মাটি প্রয়োজন সেটাও বলে দেওয়া হবে
- এতে গ্রাহক ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই আর্থিকভাবে উপকৃত হবে

কোর এরিয়ায় নয় বাণিজ্যিক নির্মাণ

কলকাতা, ১৩ জুন : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের কোর এরিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মাণকাজ হলে তা মেনে নেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর।

বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশ্যে বলেন, 'পরিবেশ রক্ষায় নজর দিক রাজ্য। কোর এরিয়াতে স্থানীয়দের বাসস্থান ও বাণিজ্যিক নির্মাণ আলাদা করে চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা হোক।'

২০২২ সালের পলিসি অনুযায়ী ২৭টি হোম স্টে তৈরি হয়েছে কি না, নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কি না ও রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকের তরফে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে জমা পড়ে।

জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলাকারী পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে জানান, বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প এলাকার কাছাকাছি স্টোন ক্রাশার ইউনিট রয়েছে। সেগুলি দিয়ে মাইনিং করা হয়। কারোর নজর পড়লে তখন কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

রাজ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন থাকা ২৭টি হোম স্টের মধ্যে আবেদনকারীরা রয়েছেন কি না, তা জানতে চান বিচারপতি। এই সম্পর্কে আদালতকে জানাতে হবে হোম স্টেগুলি ২০১২ সালের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২ সালের পলিসি মেনে তৈরি কি না, তা চিহ্নিত করতে বলেন বিচারপতি বসু।

ওই নির্মাণগুলি কোর এরিয়া বা ইকো সেনসিটিভ জোনে অবস্থিত কি না, তা নিয়েও রাজ্যকে খতিয়ে দেখতে বলেন তিনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই হোম স্টেগুলি নিয়ে রাজ্যকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আগে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করুন।'

কড়া পদক্ষেপ

> পরিবেশ রক্ষায় নজর দিক রাজ্য। কোর এরিয়াতে স্থানীয়দের বাসস্থান ও বাণিজ্যিক নির্মাণ আলাদা করে চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা হোক।
>
> **বিশ্বজিৎ বসু**, বিচারপতি

গ্রামীণ রাস্তায় ডাম্পার

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক থেকে গ্রামীণ রাস্তায় ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচল রুখতে স্থানীয় থানাগুলোকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচলে পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠছে।

তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী বলেন, 'ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে অবৈধ ডাম্পারের বিরুদ্ধে নিয়মিত নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে যাতে ভারী গাড়ি যাতায়াত না করে সেদিকে নজর রাখতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এদিকে, শুক্রবার গ্রামীণ রাস্তায় ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচলের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সরব হয়েছেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস। উৎপলের কথায়, 'তৃণমূল নেতাদের সুবিধা করে দিতে প্রশাসন বালি-পাথর সরানোর জন্য স্টক রয়্যালটি দিয়েছে। তাই দিনরাত অবৈধভাবে সংকোশ নদী খনন করে তা ডাম্পারে পাচার চলছে। প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছে।' যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সহ সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেন, 'দলের কেউ বালি-পাথর খাদানের সঙ্গে জড়িত নেই। সবটা প্রশাসনিক ব্যাপার।' রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গাপাকড়ি থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত রাস্তাটি শুরু থেকেই নুড়ি-পাথর বিছিয়ে বানানো। তার ওপর দিয়ে রাতভর ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচলে সেখানে এখন জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি ডোবায় পরিণত হয়। দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই প্রতিনিয়ত চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিকে, বালি-পাথর মাফিয়াদের ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা বলছেন, রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। রাস্তা সারাইয়ের দাবি জানিয়েও কাজ হয়নি। পাথরবোঝাই ডাম্পার চলাচলে ধুলোর চাদরে গোটা এলাকা ঢাকছে। সন্ধ্যা হতেই ডাম্পারের দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়ে যায় যে, সেই রাস্তায় যাতায়াত করা দায় হয়ে পড়েছে। সবকিছু দেখেও প্রশাসন পদক্ষেপ করছে না।

তবে নজরদারির অভাবের অভিযোগ উড়িয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচলের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে।'

মৃত বেড়ে ২৬৫

প্রথম পাতার পর

প্রায় ২০ মিনিট ছিলেন হাসপাতাল চত্বরেও। উদ্ধারকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে আহমেদাবাদ কমান্ড হাসপাতাল এবং সিভিল হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের চিকিৎসা নিয়ে খোঁজখবর নেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় বিমানের একমাত্র জীবিত সওয়ারি বিশ্বাস কুমার রমেশের। মোদির সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও অন্য পদাধিকারীরা।

মোদি বলেন, 'আমরা সবাই এই দুর্ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। এতগুলি প্রাণ হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।' বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি। শুক্রবার মোদি রুপানির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, 'এটা এখনও আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, বিজয়ভাই আমাদের মধ্যে আর নেই।'

এখনও পর্যন্ত মৃত পাঁচজনের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে দুজন গুজরাট, দুজন রাজস্থান ও একজন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারকে।

দুর্ঘটনাস্থলে তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ, বিমানে ছিল ১.২৫ লক্ষ লিটার জেট জ্বালানি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানান, 'এই আগুনে কারও বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না।'

মৃত্যুঞ্জয়ীর মন্তব্যেও রহস্যভেদের ইঙ্গিত

প্রথম পাতার পর

রমেশ নিজেও সেই কথা বলেছেন। তবে এর নেপথ্যে তাঁর ১১এ আসনকেই দায়ী করেছেন অনেকে। বিমানের যে অংশটি মেডিকেল কলেজের হস্টেলে ধাক্কা মেরেছিল সেই অংশে ছিলেন না রমেশ। বরং তাঁর আসন যেখানে ছিল, ধাক্কা মারার পর সেটি খোলা জায়গায় ছিল। বিশ্বাস বলেন, 'কোনওমতে সিটবেল্ট খুলে ফেলতে পেরেছিলাম। আমার পাশে থাকা দরজাটি ভেঙে যেতেই মাটির অনেক কাছে রয়েছি দেখলাম। এদিকটা ফাঁকা ছিল। ফলে আমি লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি।'

তাঁর বামহাতে আগুনে পুড়ে যাওয়ার সামান্য ক্ষত আছে। মৃত্যুর বীভৎসতা কী জিনিস সেটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি, 'আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম শুধু লাশ পড়ে রয়েছে আমার চারপাশে। আমি ভয় পেয়ে দৌড়োতে লাগলাম। চারদিকে বিমানের ভাঙা, পোড়া টুকরো পড়েছিল। হঠাৎ আমাকে কেউ ধরে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দিল।'

তিনি বলেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, কীভাবে আমি বেঁচে গেলাম। কোনওমতে সিটবেল্ট খুলে বিমান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করি।'

বৃহস্পতিবার বিমান থেকে তাঁর বেরিয়ে এসে হেঁটে অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ নাগরিক বিশ্বাস তাঁর ভাই অজয় কুমার রমেশের সঙ্গে ব্রিটেনে ফিরছিলেন। গুজরাটে পরিবারের বাকিদের সঙ্গে দেখা করে। তিনি হয়তো একদিন ফিরবেন ব্রিটেনে। ভাইয়ের সঙ্গে আর কোনওদিন কোথাও যাওয়া হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

ভিক্টরও কি শংকরের পথে, চর্চা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : ক'দিন আগেই তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিয়েছেন পোড়খাওয়া কংগ্রেস নেতা শিলিগুড়ির শংকর মালাকার। এবার দলবদলের আলোচনায় চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর দেওয়া একটি চিঠি। শেরশাবাদী সমাজকে ওবিসি-এ ক্যাটিগোরিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ভিক্টর। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে নিয়ে জেলায় শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। যেহেতু বিধানসভা নির্বাচনের বাকি মাত্র ১০ মাস, ফলে তাঁর লেখা চিঠি জেলার রাজনৈতিক আলোচনায় অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। তাহলে কি এবার কংগ্রেস ছেড়ে ঘাসফুল হাতে তুলে নেবেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক, এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন অনেকেই। যদিও ভিক্টরের দাবি, 'কোনও রহস্যই নেই। তৃণমূল মানেই বিজেপি, আর বিজেপি মানেই তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া মানেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নয়।'

'ইস্টবেঙ্গলের ২২ নম্বর ফুটবলার হওয়ার চেয়ে সাদার্ন সমিতির প্রথম একাদশে থাকা অনেক ভালো। অন্তত মাঠে তো নামা যাবে।' তাঁকে ঘিরে যতবার তৃণমূল যোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বা জল্পনা চলেছে, ততবারই এমন মন্তব্য করে সম্ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়েছেন শংকর মালাকার। এমনকি একাধিক সভা থেকে তৃণমূলকে চোর বলে দাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই শংকরকেই ক'দিন আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিতে দেখা গিয়েছে।

ফলে ভিক্টর যে দাবিই করুন, তাঁর চিঠি নিয়ে আলোচনায় উঠে আসছে দলবদলের জল্পনাই। তিনি যে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরেছেন, সে কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। যদিও ভিক্টর বলছেন, 'শেরশাবাদী মুসলিমরা আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের কেউ উচ্চশিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। আমাদের রাজ্যে প্রথমে এ ক্যাটিগোরির আওতায় আনা হলেও পরে বি ক্যাটিগোরি করা হয়েছে। কী কারণে অবনমন করা হল, তা কেউ বুঝতে পারছেন না। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাই চিঠি লেখা।' এক্ষেত্রে তিনি টেনে আনছেন বিহার প্রসঙ্গ।

> শেরশাবাদী মুসলিমরা আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের কেউ উচ্চশিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। আমাদের রাজ্যে প্রথমে এ ক্যাটিগোরির আওতায় আনা হলেও পরে বি ক্যাটিগোরি করা হয়েছে। কী কারণে অবনমন করা হল, তা কেউ বুঝতে পারছেন না।
>
> **আলি ইমরান রমজ**
> কংগ্রেস নেতা

যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি অরিন্দম সরকার ভিক্টরের দেওয়া চিঠিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি মানবিক। তাই যে কোনও সমস্যা সমাধানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।'

সেইসঙ্গে অরিন্দম বলছেন, 'আলি ইমরান রমজ কী কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন এবং এর পিছনে কোনও রহস্য আছে কি না, উনি ভালো বলতে পারবেন।'

চা বাগান ও আদিবাসী উচ্ছেদ নিয়ে সরব শংকর

কলকাতা, ১৩ জুন : তুফানগঞ্জে রসিকবিলে আদিবাসী বস্তিতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে উচ্ছেদের। এই এলাকার বস্তিতে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষেরা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নারায়ণ রাভা নামে স্থানীয় একজনের জমির চা বাগান থেকে সংগৃহীত চা পাতা দিয়ে কোনওমতে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। সম্প্রতি জেসিবি দিয়ে ওই চা বাগান উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে বস্তিতে বসবাসকারী প্রায় হাজার পাঁচেক আদিবাসী মানুষের মধ্যে নতুন করে উচ্ছেদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নেতারা এই আদিবাসীদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেন। কিন্তু সেই চাপের মুখে তাঁরা শিবির বদল না করায় তাঁদের হাতে না মেরে ভাতে মারার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। স্থানীয় প্রশাসনের মতে, বন দপ্তরের নির্দেশে সরকারি জমিকে দখলদারি মুক্ত করতে উচ্ছেদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায়ের দাবি, প্রায় ৫০ বছর ধরে এই আদিবাসী মানুষেরা তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্য চা বাগান করে রুটিরুজি জোগাড় করছিলেন। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তুফানগঞ্জের মতো এলাকায় দলের শক্তি বাড়াতে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে দিয়ে এদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি ওই চা বাগানের জমির পাট্টার জন্য আবেদনও করেছেন তাঁরা। তাঁর দাবির সমর্থনে এদিন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে ওই এলাকার ছবি সহ তথ্য তুলে দিয়েছেন মালতী। বিধানসভার উল্লেখপর্বে বিষয়টি নিয়ে আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বিষয়টিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করে শংকর বলেন, 'উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও আদিবাসীদের নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কী এই ঘটনায় তা আবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। চা শিল্পকে ধ্বংস করতে মুখ্যমন্ত্রী চা পর্যটনের নামে লিজ জমিকে ফ্রি হোল্ড করে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে শুরু করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে চা বাগান সহ আদিবাসীদেরই উচ্ছেদ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে প্রশাসন।' তবে শংকরকে আশ্বস্ত করে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'এটা রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এরকম কিছু হলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গরমে প্রাণ জুড়োতে পাখার হাওয়া।। *শুক্রবার কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

রণংদেহি বিশ্বে সবাই

প্রথম পাতার পর

সেই যুদ্ধোন্মত্ততার খেসারত দিচ্ছে নিষ্পাপ শিশুরা।

'লড়কে লেঙ্গে' মানসিকতা আমাদের রাজ্যে মোথাবাড়ি, সামরশেরগঞ্জ-সুতি বা মহেশতলায় আরেক যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ যেখানে প্রতিবেশীর ওপর চড়াও হতে, কুপিয়ে খুন করতে প্ররোচনা জোগাচ্ছে। পরিকল্পনা মাফিক এই সংঘাতে যাঁরা জড়িয়ে পড়ছেন, তাঁরা প্রতিবেশী তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে এক ভাষায় কথা বলেন। এক সুরে গান করেন। ধর্মীয় বিভেদ উসকে এ আরেক যুদ্ধ। যার অবসান ঘটানোর লক্ষ্য থাকে না কোনও পক্ষের।

যত যুদ্ধ, তত লাভ যে। শান্তি থাকলে বরং স্বার্থসিদ্ধি হবে না। সবসময় 'হা রে রে রে ডাকাত এল যে রে' ভাব বজায় রাখার চেষ্টা। যুদ্ধং দেহি মনোভাব এখন ক্ষমতালিপ্সার প্রধান অস্ত্র। শুভেন্দু অধিকারীর তুলসী গাছ মাথায় মিছিল কিংবা সুকান্ত মজুমদারের পুলিশের দিকে নীল-সাদা চটি ছোড়া আসলে রণডঙ্কা বাজানোর নামান্তর। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করায় চারদিকে কত আক্ষেপ! বাগে পেয়েও পাকিস্তানকে রেহাই দেওয়ায় অখুশি অনেকে।

দু'দিন আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বিধানসভায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ভারত সরকার সুযোগ পেয়েও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করল না বলে। যুদ্ধের এই রাজনীতির খেসারত দিতে সীমান্তে মানুষের জীবন দুর্বিষহ। এবার যেমন হল কাশ্মীরের পুঞ্চ সহ বিভিন্ন পাকিস্তান সীমান্তে। কত পরিবারকে যে ঘর ছাড়তে হয়েছে, বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়েছে, তার হিসেব কেউ রাখে না।

বাইরের শত্রু নয়, মণিপুরে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠী পরস্পরের হামলা থেকে জীবন বাঁচাতে চাষ বাদ দিয়ে জমিতে বাংকার খুঁড়ছে। আসলে শান্তির কবর খুঁড়ছে দুই পক্ষ! সুকান্ত ভট্টাচার্যের উচ্চারণ 'যুদ্ধ চাই না আর' প্রহসন মনে হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে কখনও আমেরিকা, কখনও তুরস্কের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যে রাশিয়ার ৪০ বিমানঘাঁটিতে ইউক্রেনের হামলা দেখে।

আরেক যুদ্ধোন্মাদ ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বোমা, মিসাইল হামলায় ইউক্রেনের শত শত প্রাণের বলি 'শান্তি চাই' স্লোগানকেই ব্যঙ্গ করে। প্রতিবেশী মায়ানমার আরেক যুদ্ধক্ষেত্র। বিদ্রোহী গোষ্ঠী অগুনতি। সরকার ও সেইসব গোষ্ঠীর যুদ্ধে অশান্তির আগুনে পুড়ছে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপক আং সান সু কি'র দেশ। আরেক শান্তির নোবেল প্রাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশে এমন একটা দিন যাচ্ছে না, যেদিন কোথাও না কোথাও উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

রাজনৈতিক-ধর্মীয় প্রতিপক্ষকে মারধর, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ছিনতাই, এমনকি খুন আজকের বাংলাদেশে রোজকার ঘটনা। শান্তির নোবেল পেলেও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বাংলাদেশ। শান্তির নোবেল প্রাপকের রাজত্বে দেশটায় অশান্তির শেষ নেই। যে অশান্তির আঁচ ছড়িয়ে পড়ছে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসম সীমানায় দুই দেশের বাসিন্দারা হয়ে উঠেছেন পরস্পরের ঘোর শত্রু। সংঘাতে তাঁরা সাহসী হয়ে উঠছেন বিএসএফ ও বিজিবি'র প্রশ্রয়ে।

দু'দেশের সরকার, রাজনৈতিক দলের 'লড়কে লেঙ্গে' মনোভাব সেই সংঘাতে ঘি ঢালছে। দুই দেশেরই কিছু লোককে জোর করে সীমান্ত পার করে দেওয়ার চেষ্টা প্ররোচনা জোগাচ্ছে। যুযুধান দলগুলির অভিধানে 'রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা' নামে পরিচিত শব্দবন্ধনীটিতে আর এখন বিশ্বাস নেই কারও। ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে নিজেদের মতাদর্শ, রাজনৈতিক দর্শনকে ভোঁতা করে দিয়েছে দলগুলিই। মোকাবিলা এখন গায়ের জোরে, পেশিশক্তির আস্ফালনে।

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই- স্লোগানের জন্য পরিচিত বামপন্থীরা। অথচ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মুখে মাঝে মাঝে 'ওরা যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষায়' বদলার ডাক শুনি। যুদ্ধের আবহে চারদিকের এত কান্না, আর্তনাদ, হাহাকার কাউকে স্পর্শ করে না। রাজনীতির সংকীর্ণতার ছোঁয়ায় মানুষের সুকোমল অনুভূতি হারিয়ে হৃদয় পাথর হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই- স্লোগান যাঁরা দেন, তাঁরাও হয়তো কথাটায় বিশ্বাস করেন না।

যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে রাখতে যে মরিয়া ক্ষমতার কারবারিরা। পাঁচ পাবলিক সেই ফাঁদে পা দিয়ে সেই যুদ্ধের একেকজন সৈনিক হয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় বাগে পেলে বিরুদ্ধ দলের নেতা-কর্মীকে পিটিয়ে যুদ্ধ জয়ের আত্মতৃপ্তি অনুভব করছে সাধারণ লোকও। শান্তির ললিতবাণী তাই শোনাইছে ব্যর্থ পরিহাস।

ডাইনি অপবাদে দম্পতিকে মার

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৩ জুন : মধ্যযুগীয় বর্বরতার চিত্র ধরা পড়ল গঙ্গারামপুরে। ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক দম্পতি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে একদল গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। মারধরের পাশাপাশি জলে মল গুলিয়ে খাওয়ানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। চরম অমানবিক ও ঘৃণ্যতর এই ঘটনায় তিনজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ইতিমধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। কঠোর হাতে এসবের মোকাবিলা করা হবে।'

গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভাদ্রা এলাকায় ওই দম্পতির বাস। এক বছর আগেও ওই দম্পতিকে ডাইনি বলে অপবাদ দিয়েছিল গ্রামবাসী। সম্প্রতি গ্রামে অসুস্থ হয়ে পরপর তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এরপর ওই দম্পতিকে পুনরায় ডাইনি বলে ঘোষণা করে গ্রামবাসীর একাংশ। বৃহস্পতিবার স্থানীয় শ্মশানকালীপুজোতে ওই আক্রান্ত পরিবারকে অংশগ্রহণ করার নিদান দেন গ্রামবাসীর একাংশ। বিপদের আশঙ্কা করে আক্রান্ত পরিবারের কেউ সেই পুজোয় যাননি। কিন্তু তাতেও রক্ষে হয়নি। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ একদল গ্রামবাসী ওই দম্পতির বাড়িতে চড়াও হয়। ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাদের বেঁধে মারধর শুরু হয়। এরপর চরম অমানবিকভাবে মল জলে গুলিয়ে জোর করে তাঁদের খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। এমনকি গৃহবধূকে মারতে মারতে স্থানীয় মন্দিরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। আক্রান্তদের উদ্ধার করতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর গঙ্গারামপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী যায়। স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্প থেকেও জওয়ানরা এসে আক্রান্তদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অভিযুক্তদের থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	১৯
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	৭
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৩০
ও নেগেটিভ	২

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩০
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	৫
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১৮
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	২

দুই মাস ধরে নির্জলা

ক্ষোভ গুঞ্জবাড়ি পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ জুন : উত্তরে গরম বাড়ছে। এই অবস্থায় শহরতলির খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গুঞ্জবাড়ি পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা জলসংকটে ভুগছেন। অভিযোগ, এলাকায় প্রায় দু'মাসের বেশি সময় ধরে জল নেই। জলের সমস্যার কথা প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবার। এখন কতদিনে পানীয় জলের সুরাহা হবে, সেই প্রশ্নই উঠছে।

যদিও খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা ধর বিষয়টি সরাসরি স্বীকার করেননি। শম্পার বক্তব্য, 'সমস্যাটি হয়তো বেশিদিনের নয়। বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউই আমাকে জানায়নি। তবে খুব শীঘ্রই আমি লোক পাঠিয়ে বিষয়টি দেখছি।'

গরম পড়তেই শহরতলির গুঞ্জবাড়ি পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় জলসংকট চরম আকার ধারণ করেছে। এলাকায় এতগুলি মানুষের বসতি থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এলাকাজুড়ে দুটি কল থাকলেও একটিতেও পানীয় জল মিলছে না। এলাকার বাসিন্দা তথা আইটিআইয়ের অধ্যাপক তাপস ভুঁইয়া ক্ষোভ উগড়ে দিয়েই বললেন, 'এলাকায় জলের সমস্যা নিত্যদিনের। আমাদের প্রতিদিনই পুরসভা এলাকায় গিয়ে জল নিয়ে আসতে হয়। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন শীতঘুমে রয়েছে।'

কল আছে জল নেই গুঞ্জবাড়ি পোস্ট সংলগ্ন এলাকায়। ছবি: জয়দেব দাস

ওই এলাকায় পরিস্রুত জল সরবরাহের দায়িত্ব পিএইচই'র। দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধর বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে আমাদের এবিষয়ে জানানো হয়নি। বিষয়টি দেখে শীঘ্র পদক্ষেপ করা হবে।'

শুক্রবার সকাল। ঘড়িতে তখন সাড়ে ৭টা পেরিয়েছে। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, এক ষাটোর্ধ্ব জলের ড্রাম হাতে নিয়ে হেঁটে চলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার টিউবওয়েলগুলি থেকে জল আসছে না। অগত্যা পুরসভা এলাকার কলে গিয়ে লাইন দিতে হচ্ছে তাঁদের। তবে শুধু তিনিই নন। পুরসভা এলাকায় কলের পাশাপাশি কেনা জলে ভরসা রাখতে হচ্ছে অনেককেই। ক্ষোভের সুরেই ওই বাসিন্দা বলেন, 'এতটা পথ হেঁটে জল আনতে প্রতিদিনই যেতে হয়। বাড়ির সামনে দুটি কল থাকলেও দুটিই বিকল। এই অবস্থায় খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

গুঞ্জবাড়ি পোস্ট অফিসের গলি দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, টিউবওয়েল চত্বর ভরে রয়েছে আগাছা এবং আবর্জনায়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এলাকার এই পরিস্থিতি হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। কিছুটা দূরে আরেকটি কল থাকলেও সেটি থেকেও জল আসছে না বলে স্থানীয়রা জানালেন। জলের সমস্যার বিষয়ে এলাকার শিক্ষক সুকান্ত সাহার কথায়, 'গরমে এমনিতেই সকলে নাজেহাল। তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জল নেই। বাধ্য হয়ে অনেকে জল কিনে খেলেও এলাকার কিছু মানুষদের পক্ষে সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা গরমের মধ্যেও তাঁদের বাইরে থেকে জল টেনে নিয়ে আসতে হচ্ছে। তাঁদের কথা মাথায় রেখে বিষয়টি নিয়ে শীঘ্র পদক্ষেপ করার দাবি জানাচ্ছি।'

নাকাল বাসিন্দারা

- এলাকাজুড়ে দুটি কল থাকলেও একটিতেও পানীয় জল মিলছে না
- জল সমস্যার কথা প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি
- প্রতিদিনই পুরসভা এলাকায় গিয়ে জল নিয়ে আসতে হয় বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ
- টিউবওয়েল চত্বর ভরে রয়েছে আগাছা এবং আবর্জনায়, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এলাকার এই পরিস্থিতি

ঘাসে ভরে গিয়েছে স্টেশন গার্ডেন। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বেহাল দশায় স্টেশন গার্ডেন

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৩ জুন : কোচবিহার স্টেশনের কাছে রেলওয়ে পোস্ট অফিসের উলটোদিকে স্টেশন গার্ডেন নামের পার্কটি বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। নামেই পার্ক, এক ঝলক দেখলে ঘাসের ঝোপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অভিযোগ, প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা পার্কটি সারাবছর এই অবস্থাতেই থাকে। শহরে খেলাধুলো করার মাঠের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি পার্কের সংখ্যাও বেশি নয়। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শীঘ্রই এই পার্কটি ঠিক করার দাবি উঠছে।

উদ্যান ও কানন দপ্তরের নর্থ ডিভিশন এই পার্কটির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে। যদিও পার্কটির চারিদিকে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ে। এখানে বসার জন্য এক-দুটো বেঞ্চ থাকলেও বড় বড় ঘাসের ঝোপ পেরিয়ে সেখানে গিয়ে বসার কোনও উপায় নেই। মাঠের ভেতরে ঢুকলেই পা বড় বড় ঘাসে ঢেকে যায়। বাচ্চাদের জন্য ছোট ছোট খেলনা স্লিপার, দোলনা, ছাউনি দেওয়া বসার ঘর রয়েছে। কিন্তু কোনওকিছুই ব্যবহার করার উপযুক্ত নেই। কারণ পুরো পার্কটি ঢেকে আছে ঘাসের আড়ালে। কোথাও কোথাও তো রীতিমতো জঙ্গল।

পার্কের ভেতরে অবস্থা যে খুবই খারাপ কথাটা একপ্রকার স্বীকার করলেন এনএন পার্কের রেঞ্জ অফিসার অভিজিৎ নাগ। তাঁর বক্তব্য, 'ওখানে সবসময়ের জন্য আমাদের দুজন কর্মী রয়েছেন। তা সত্ত্বেও পার্কের এই অবস্থা হওয়া উচিত নয়। আমরা সম্প্রতি পার্কে কাজ শুরু করিয়েছি।' নতুন করে পার্কটিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন তিনি। তাঁর সংযোজন, 'ঘাস কাটার জন্য মেশিন লাগানো হয়েছিল। কিন্তু পার্কে জল জমে যাওয়ায় আপাতত মেশিন ব্যবহার করা যাচ্ছে না। গেটটি রং করা হবে।' বাচ্চাদের খেলনাগুলো মেরামতি ও রংয়ের কাজ শুরু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর আশা, ধীরে ধীরে পার্কের অবস্থা ভালো হবে। এরজন্য আরও কিছু নতুন খেলনা যাতে পার্কে লাগানো যায় তার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আবেদন করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ওই এলাকারই অরবিন্দ লেনের বাসিন্দা শিক্ষক তন্ময় নন্দীর অভিযোগ, 'বেশিরভাগ সময় পার্কটি বন্ধই থাকে। আর যদিও বা খোলা থাকে, এত ঘাসে ঢেকে থাকে যে বাচ্চাকে নিয়ে কোনও সময় সেখানে যাওয়া যায় না।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অন্য পার্কগুলোর মতো যদি এই পার্কটি পরিষ্কার থাকত, তাহলে বিকেলের খানিকটা সময় ওখানে অনেক মা-বাবা বাচ্চাদেরকে নিয়ে গিয়ে খেলাধুলো করাতে পারতেন।

বাড়ছে উদ্বেগ

- নামেই পার্ক, এক ঝলক দেখলে ঘাসের ঝোপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না
- বসার জন্য এক-দুটো বেঞ্চ থাকলেও সেখানে বসার কোনও উপায় নেই
- ঘাস কাটার জন্য মেশিন থাকলেও পার্কে জল জমে যাওয়ায় আপাতত মেশিন ব্যবহার করা যাচ্ছে না

পুরসভার গাড়ি থেকেই রাস্তায় পড়ছে আবর্জনা

কোচবিহার, ১৩ জুন : নিয়ম না মেনে যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেললে জরিমানার বিধি চালু রয়েছে। এদিকে, পুরসভার আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি থেকেই আবর্জনা পড়ছে শহরের রাস্তায়। অভিযোগ, গাড়িগুলি ঠিকমতো ঢেকে না নেওয়ায়, চলাচলের সময় সেখান থেকে আবর্জনা পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে ছাড়ছেন না পথচারীরাও। যদিও বিষয়টি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'নতুন পুর বোর্ড আসার পর আমরা বেশ কিছু নতুন কভারওয়ালা গাড়ি কিনেছি। তবে এখনও কয়েকটি পুরোনো গাড়ি রয়েছে। আরও ৫টি নতুন গাড়ি আমরা টেন্ডার করতে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে পুরোনো গাড়িগুলি পরিবর্তন করা হবে।'

বিষয়টিকে নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের আরও সজাগ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরাও। তাঁদের একাংশের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পর পুরসভার ট্রাকগুলি ঢাকা হচ্ছে না। গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে চলাচল করায় ব্যস্ততম রাস্তায় পড়ছে আবর্জনা। কখনো-কখনো পথচারীদের গায়ে এসেও পড়ছে সেই আবর্জনা। এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন দৃশ্য দূষণ হচ্ছে, অপরদিকে রোগব্যাধি ছড়াবার আশঙ্কাও করছেন সকলে। পথচারী মিঠুন সাহা বলেন, 'পুরসভার গাড়িগুলি আবর্জনা সংগ্রহের পর ঢাকাহীন অবস্থায় দ্রুতগতিতে শহরের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতে ঝাঁকুনিতে গাড়িগুলি থেকে আবর্জনা পড়ে রাস্তা নোংরা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ওদেরও দেখা উচিত।'

বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০টা নাগাদ সিলভার জুবিলি রোডের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল ক্যান্টার ভর্তি করে আবর্জনা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শহরের রাস্তা দিয়ে। ভর্তি থাকা ক্যান্টার থেকে তখন জুতো, প্লাস্টিক সহ আবর্জনা পড়ছিল রাস্তায়। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েই এক ব্যক্তি বললেন, 'পুরসভাই বিষয়টি নিয়ে সচেতন নয়। এবিষয়ে তাদের আরও সজাগ থাকা প্রয়োজন।' পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি এবং বাজার এলাকা দিয়ে একটি ট্রাকও এদিন ঢাকাহীন অবস্থায় যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে।

স্কুল বন্ধ রাখার অভিযোগ

তুফানগঞ্জ, ১৩ জুন : তুফানগঞ্জ পুরসভা ১ নম্বর ওয়ার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুরোপুরি বন্ধ রাখার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষক আনন্দ দাস মহকুমা শাসকের দপ্তর এবং তুফানগঞ্জ-২ নম্বর চক্র অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আনন্দ বলেন, 'অন্যান্য স্কুল খোলা রাখা হলেও শুধুমাত্র আমাদের স্কুলেই তালা ঝুলছে।'

গরমের দাপট থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখতে সমস্ত সরকারি স্কুলগুলিতে ২ দিন পঠনপাঠন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়। সেই নির্দেশ অমান্য করে ওই প্রাথমিক স্কুল পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মনসা রাভা অবশ্য বলেন, 'বিজ্ঞপ্তি না বুঝে ওঠার কারণে এমনটা হয়েছে। তবে পরে আমরা স্কুল খুলে দিয়েছি।'

জীবনসংগ্রাম।। কোলে সন্তান ঘাড়ে ফ্যান। কোচবিহারে। ছবি অপর্ণা গুহ রায়।

আন্দোলন

কোচবিহার, ১৩ জুন : অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড শুক্রবার কেন্দ্রীয় ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে কোচবিহারে মানববন্ধন মিছিলের আয়োজন করে। কোচবিহার শহর লাগায়ো টাকাগাছ-রাজারহাট এলাকায় তারা মানববন্ধন মিছিল করেছে। এই আইন বাতিল না হলে তারা আরও বড় আন্দোলনে নামবে বলে হুংকার দেয়।

শরবত বিলি

কোচবিহার, ১৩ জুন : গরমের হাত থেকে মানুষকে একটু স্বস্তি দিতে হনুমান মন্দির কমিটি শুক্রবার শরবত বিলি করে। শুক্রবার দুপুরে ভবানীগঞ্জ বাজারের হনুমান মন্দিরের সামনে তারা ওই শরবত বিলি করে। কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, অসহ্য গরমে বাইরে গিয়ে অনেকেই অসুস্থ বোধ করছেন বলে এই উদ্যোগ।

রহস্যজনক মৃত্যু

কোচবিহার, ১৩ জুন : কোচবিহার শহরের মসজিদপাড়া সংলগ্ন বাঁধের পাড় এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে সমীর দাস (৪০) নামে এক ব্যক্তির রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। সমীরের মা মাধবী দাসের কথায়, 'বৃহস্পতিবার বিকেলে নেশা করে এসে সমীর আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। আমাকে মেরেওছিল। এরপর রাতে নিজের ঘরে শুয়েছিল। রাতের দিকে ডাকাডাকি করেও সাড়া দেয়নি। এরপর ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' পরিবারের লোকেরা রাতে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'শুক্রবার মরদেহ ময়নাতদন্ত জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

টোটোর দৌরাত্ম্য মাথাভাঙ্গায়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৩ জুন : এমনিতেই মাথাভাঙ্গা শহরে টোটোর বেপরোয়া চলাচলে নাজেহাল মানুষ। এই আবহে যাত্রী পরিবহণের টোটোয় কিছু চালক নির্মাণসামগ্রী পরিবহণ করছেন। এ যেন গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরবাসীর কাছে। নিয়ম না মেনে লোহার রড, স্টিলের পাইপ, কাঠ, সিমেন্ট ও অন্যান্য ভারী সামগ্রী বহন করা হচ্ছে। এতে যেমন বেড়েছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি, তেমনই হুমকির মুখে পড়েছে যাত্রীদের নিরাপত্তা। অভিযোগ উঠেছে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর মদতেই যাত্রীবাহী টোটোকে ব্যবহার করা হচ্ছে পণ্য পরিবহণের কাজে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নজরদারি ও কড়া ব্যবস্থা ছাড়া দুর্ঘটনা কমবে না বলেই মনে করছেন সচেতন নাগরিকরা।

এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলছেন, 'পেট্রোল পাম্পগুলিতে প্রশাসনের তরফে বিনা হেলমেটে পেট্রোল সরবরাহ করা হবে না বলে যেমন সতর্কতামূলক ফ্লেক্স দেওয়া হয়েছে। তেমনি যাত্রীবাহী টোটোতে পণ্য পরিবহণ করা যাবে না বলেও সংশ্লিষ্ট রড, পাইপ, ইট, সিমেন্ট প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের পুরসভা ও প্রশাসনের তরফে যৌথভাবে সচেতন করা হবে। তারপরও নিয়ম না মানলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে হঠাৎই সামনে চলে আসছে ভারী মালবোঝাই টোটো। অনেক সময় রড বা পাইপ গাড়ির বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকায় পথচলতি মানুষ বা বাইকচালকরা আহত হচ্ছেন। সম্প্রতি শহরের কলেজ মোড়, হাসপাতাল চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, বাজার রোড প্রভৃতি এলাকায় একাধিক ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে টোটো দৌরাত্ম্যের কারণে।

শহরের এক বাসিন্দা শ্যামল রায়ের অভিযোগ, 'প্রশাসন সব দেখেও কার্যত নির্বিকার। যাত্রীবাহী টোটোয় বিপজ্জনকভাবে পণ্য পরিবহণ নিয়ন্ত্রণে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে টোটোচালকরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফেরাতে এবং জনসুরক্ষার স্বার্থে দ্রুত প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।' একই বক্তব্য আরেক শহরবাসী রতন সাহারও।

এবিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের মাথাভাঙ্গার ওসি তেনজিং ভুটিয়ার প্রতিক্রিয়া, 'যাত্রীবাহী টোটোতে পণ্য পরিবহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যাত্রীবাহী টোটোতে পণ্য পরিবহণের বিষয়টি ট্রাফিক পুলিশের নজরে আসামাত্র টোটো আটক করা হয়।'

সমস্যা কোথায়

- যাত্রীর বদলে টোটোয় লোহার রড, স্টিলের পাইপ, কাঠ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর মদতেই যাত্রীবাহী টোটোকে ব্যবহার করা হচ্ছে পণ্য পরিবহণের কাজে
- প্রশাসনের নজরদারি ও কড়া ব্যবস্থা ছাড়া দুর্ঘটনা কমবে না বলেই মনে করছেন সচেতন নাগরিকরা

সুইমিং পুলের দাবিতে সরব মেখলিগঞ্জ

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জুন : মেখলিগঞ্জ শহরে দিন-দিন কমছে পুকুরের সংখ্যা। মেখলিগঞ্জ মহকুমা শহর হলেও এতে গ্রাম্য ছোঁয়া রয়েছে। তিন থেকে চার দশক আগেও শহরের জনসংখ্য অনেক কম ছিল। শহরের অনেক বাড়িতেই ছিল পুকুর। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ছেলেমেয়েরা সেই সমস্ত পুকুরেই সাঁতার কাটা শিখত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে কমেছে পুকুরের সংখ্যা। অনেকে আবার কর্মসূত্রে অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে বাড়ির পুকুরগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এই মুহূর্তে শহরের ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখার কোনও জায়গা নেই। নেই ট্রেনারের ব্যবস্থা। অনেক সময় শহরের ছেলেদের পদ্মপুকুর বা মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বোর্ডিং পুকুরে স্নান করতে দেখা যায়। তবে তাও যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে স্নান করতে নেমে প্রাণ হারায় পড়ুয়া। তাই অভিভাবকরাও এখন আর সাহস পান না ছেলেদের পাঠাতে। তাই শহরবাসীর দাবি, শহরে একটা সুইমিং পুল তৈরি হলে একদিকে যেমন ছেলেমেয়েরা সাঁতার শিখতে পারবে ও স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠবে। অন্যদিকে, সেখানে ট্রেনার থাকায় বিপদের আশঙ্কাও থাকবে না। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এমন পুকুর রয়েছে যেগুলোকে সুইমিং পুলের রূপ দেওয়া যেতে পারে বলে দাবি শহরবাসীর।

মেখলিগঞ্জে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এই পুকুরে সুইমিং পুলের দাবি উঠছে।

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'অবশ্যই ছেলেমেয়েদের সুস্থ থাকতে এটা ভালো পদক্ষেপ হবে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। আমরা চেষ্টা করব শীঘ্রই যাতে শহরে সুইমিং পুল তৈরি করা যায়।'

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা বাপি দাস জানালেন, শহর এক সময় প্রচুর পুকুর ছিল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাড়ির পুকুরে স্নান করতেন তাঁরা। সাঁতার শিখতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজ আর সেই সুযোগ নেই। তাই পুরসভা যদি ৫ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে পড়ে থাকা পুকুরগুলোতে সুইমিং পুল তৈরি করে তবে ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে বলে তিনি জানান।

আরেক বাসিন্দা সাইদুল মহম্মদকে বলতে শোনা গেল একই কথা। তাঁর কথায়, 'আমরা ছোটবেলায় দল বেঁধে সাঁতার কাটা শিখেছি পুকুরে। রীতিমতো প্রতিযোগিতা হত সাঁতার কাটা নিয়ে। এখন তো সেরকম পুকুর নেই। তাই পুরসভা সুইমিং পুলের ব্যবস্থা করলে ভালোই হয়। কোচবিহার, তুফানগঞ্জ শহরে সুইমিং পুল রয়েছে।'

> অবশ্যই ছেলেমেয়েদের সুস্থ থাকতে এটা ভালো পদক্ষেপ হবে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। আমরা চেষ্টা করব শীঘ্রই যাতে শহরে সুইমিং পুল তৈরি করা যায়।
>
> **প্রভাত পাটনি** চেয়ারম্যান মেখলিগঞ্জ পুরসভা

রংদার

বাবা

রবিবার পিতৃদিবস। মাতৃদিবস নিয়ে যেমন হইচই হয়, সেরকম আলোচনা হয় না পিতৃদিবস নিয়ে। বাবাদের কথা তুলে আনা হল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরাণেও 'সিঙ্গল ফাদার'রা ছিলেন। অন্য ভাষার সাহিত্যেও দাপট দেখিয়েছেন বাবারা। বাবাদের নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিজয় দে, অভিজিৎ মজুমদার, বিতস্তা ঘোষাল ও ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

ছোটগল্প নবকুমার বসু ও অনিন্দ্য রায় আমেদ

ট্রাভেল ব্লগ অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কবিতাগুচ্ছ সমর রায়চৌধুরী

কবিতা নন্দা হাংখিম, অজয় মজুমদার, কৌশিক সেন, মাধবী দাস, দীপশিখা পোদ্দার ও ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

কালো আর্মব্যান্ড পরলেন কামিন্সরা

বিমান দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ শচীন-বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ ক্রিকেট মহলও। ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও যার আঁচ। দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা তৃতীয় দিনে মাঠে নামার আগে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন প্যাট কামিন্স, কাগিসো রাবাদারা। শ্রদ্ধা জানিয়ে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামেন।

নীরবতা পালনের যে ছবি পোস্ট করে শোক প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। লন্ডনগামী বিমান ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় ২৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ভারতীয় ছাড়া নিহতদের তালিকায় রয়েছেন বিদেশিরাও।

নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে ইংল্যান্ড সফররত ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রাও। কেন্টের বেকেনহ্যাম স্টেডিয়ামে নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে সারিবদ্ধভাবে নীরবতা পালন করেন শুভমান গিল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অর্শদীপ সিংরা। ভারত এবং ভারত 'এ' দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামেন কালো আর্মব্যান্ড পরে।

দুর্ঘটনার ভয়াবহতা, প্রাণহানির ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদেরও। রশিদ খানরাও শোক প্রকাশ করেছেন। সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, 'আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার খবরে বিধ্বস্ত এবং মর্মাহত। ভয়ংকর ঘটনা। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা প্রিয় মানুষকে হারিয়ে বিধ্বস্ত পরিবার-পরিজনদের কঠিন সময়ে শক্তি জোগাক।'

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে শুভমান গিল, কুলদীপ যাদব, লোকেশ রাহুলরা। কেন্টে ইন্টার স্কোয়াড ম্যাচের আগে (উপরে)। লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শুক্রবার খেলা শুরুর আগে কালো আর্মব্যান্ড পরে নীরবতা পালন করলেন নাথান লায়োন, মিচেল স্টার্করা।

বিরাট কোহলি আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার কারণে আমি মর্মাহত। নিহতদের জন্য প্রার্থনা করছি। পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা।

রোহিত শর্মা মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত বিব্রতকর খবর। নিহতদের ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রার্থনা জানাই।

রশিদ খান খবরটা শুনে খারাপ লাগছে। বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও তাঁদের পরিবারের জন্য সমবেদনা রইল।

গৌতম গম্ভীর অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা জানাই।

শুভমান গিল হৃদয়বিদারক ঘটনা। কঠিন সময়ে ঈশ্বর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার-পরিজনদের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি জোগাক, এই কামনা করি।

মহম্মদ সিরাজ নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করি। সমবেদনা জানাই প্রিয় মানুষকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পরিবার-পরিজনদের প্রতি।

হকি প্রো লিগে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় দলের।

পাকিস্তান বোর্ড প্রধানকে তোপ গিলেসপির

'থাকেন না ২০ মিনিট দূরের বৈঠকেও!'

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : দায়িত্ব ছেড়েছেন বেশ কিছুদিন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একরাশ তিক্ততা নিয়ে সরে দাঁড়ানোর ক্ষোভ এখনও যাচ্ছে না পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন হেডকোচ জেসন গিলেসপির। আগেও একাধিকবার মুখ খুলেছেন পাক ক্রিকেট, ক্রিকেট কর্তাদের গয়ংগচ্ছ মানসিকতা, চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব নিয়ে।

এদিন ফের রীতিমতো তুলোধোনা করলেন পাক বোর্ড প্রধান মহসিন নাকভিকে। বাবর আজমদের প্রাক্তন হেডস্যারের দাবি, ২০ মিনিটের দূরত্বে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আসার প্রয়োজন মনে করতেন না। দায়সারা মনোভাব দেখাতেন। যে প্রসঙ্গ টেনে পাক ক্রিকেটের উন্নতি নিয়ে পিসিবি প্রধান আদৌ কতটা আগ্রহী সেই প্রশ্নটা তুললেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার।

এক পডকাস্ট শোয়ে গ্যারি কার্স্টেনের আমলে এক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে গিলেসপির অভিযোগ, 'পাক দলের উন্নতিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর দারুণ একটা উদ্যোগ নিয়েছিল গ্যারি। কানেকশন ক্যাম্প। পাক ক্রিকেটের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের মতামত ও পরামর্শ চেয়েছিল। আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে যে বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলাম। গ্যারি নিজে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকিস্তানে উড়ে যায়। অথচ, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি পাকিস্তানে থেকেও সশরীরে আসতে পারেননি!'

মহসিন নাকভি লাহোরেই ছিলেন। বৈঠকের জায়গা থেকে মিনিট কুড়ির দূরত্ব হবে। তারপরও বৈঠকে নিজে আসতে পারেননি। জুম কলে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন! গ্যারি শিবিরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছুটে এসেছে। মনে হয়েছিল, আমাদেরও যাওয়া উচিত। অথচ, এত কাছে থেকেও পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান আসার প্রয়োজন মনে করেননি! আমরা বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওঁর যে আচরণে।

জেসন গিলেসপি
পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন হেডকোচ

গিলেসপি আরও বলেছেন, 'উনি লাহোরেই ছিলেন। বৈঠকের জায়গা থেকে মিনিট কুড়ির দূরত্ব হবে। তারপরও বৈঠকে নিজে আসতে পারেননি। জুম কলে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন! গ্যারি শিবিরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছুটে এসেছে। মনে হয়েছিল, আমাদেরও যাওয়া উচিত। অথচ, এত কাছে থেকেও পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান আসার প্রয়োজন মনে করেননি! আমরা বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওঁর যে আচরণে।'

গত কয়েক বছরে পাকিস্তানের ক্রিকেট উন্নয়নের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী। জারি ব্যর্থতার দায় ক্রিকেটার, অধিনায়ক, কোচদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলির পাঁঠা বানানো। যদিও আসল দায়ী যে কর্মকর্তারাই, পডকাস্ট শোয়ে যা পরিষ্কার করে দেন পাকিস্তান দলের হেডকোচের পদ সামলানো গিলেসপি।

সদ্যসমাপ্ত ফরাসি ওপেনের শুরুতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল টেনিসের ফ্যাব ফোর (নাদাল, ফেডেরার, জকোভিচ ও অ্যান্ডি মারে)-কে।

'ত্রয়ীর একজন হয়েও অবাঞ্ছিত'

আক্ষেপ জকোভিচের

বেলগ্রেড, ১৩ জুন : ত্রয়ীর একজন হয়েও যেন 'অবাঞ্ছিত'। রাফায়েল নাদাল ও রজার ফেডেরারের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে এভাবেই দেখেন নোভাক জকোভিচ।

নাদালের ঝুলিতে গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যা ২২, ফেডেরারের ২০। এই দৌড়ে টেনিসের দুই কিংবদন্তিকে পিছনে ফেলেছেন নোভাক। বর্তমানে রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক সার্বিয়ান টেনিস তারকা। তবুও তাঁর আক্ষেপ, 'ওদের মতো ভালোবাসা আমি পেলাম কই।'

> ফেডেরার, নাদালের মতো ভালোবাসা আমি কখনও পাইনি। হয়তো আমার সেই যোগ্যতাও ছিল না। আমি তো ছোট ছেলে, তৃতীয় ব্যক্তি। যে ছেলেটা একদিন বলেছিল, আমি একনম্বর হতে চাই। এটাই হয়তো সবাই পছন্দ করেনি।
>
> **নোভাক জকোভিচ**

রাফা-ফেডেক্স-জোকার, তিনটে নাম উচ্চারিতও হয় একইসঙ্গে। এদের মধ্যে নোভাকই বয়সে সবার ছোট। তবুও টেনিস বিশ্বে পদার্পণের পর আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়েছিল তাঁর গলায়। জোকারের ধারণা, সেটাই অনেকের পছন্দ হয়নি। সেই থেকেই তাঁকে বাঁকা চোখে দেখে টেনিস বিশ্বের একাংশ। জকোভিচ বলেছেন, 'ত্রয়ীর একজন হয়েও মাঝে মাঝে নিজেকে অবাঞ্ছিত সন্তান বলে মনে হয়। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, কেন এমন হয়! তা বারবারই আমার হৃদয়ে আঘাত করে।' তাঁর সংযোজন, 'ফেডেরার, নাদালের মতো ভালোবাসা আমি কখনও পাইনি। হয়তো আমার সেই যোগ্যতাও ছিল না। আমি তো ছোট ছেলে, তৃতীয় ব্যক্তি। যে ছেলেটা একদিন বলেছিল, আমি একনম্বর হতে চাই। এটাই হয়তো সবাই পছন্দ করেনি।'

যদিও তা নিয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি কোনও অভিমান নেই। বরং যেটা আছে, তা সম্মান আর শ্রদ্ধা। জোকার বলেন, 'শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কখনও কারও ক্ষতি চাইনি, অপছন্দও করিনি। লড়াইটা কোর্টেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। রাফা, ফেডেরার দুজনকেই সম্মান করি। কখনও ওদের নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্য করিনি, ভবিষ্যতেও তা করব না।'

নাপোলিতে 'কিং কেভিন'

কাম্পানিয়া, ১৩ জুন : এসএসসি নাপোলির নতুন 'রাজা' কেভিন ডি ব্রুয়েন।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে এক দশকের সম্পর্ক শেষ। এবার ডি ব্রুয়েনের গন্তব্য সিরি 'এ'। মেজর লিগ সকার ও সৌদি প্রো লিগের একাধিক ক্লাবের লোভনীয় প্রস্তাব বেলজিয়ান তারকার কাছে ছিল। তা উপেক্ষা করে সম্ভবত দুটি কারণে নাপোলিকে বেছে নিলেন কেভিন। এক, সিরি 'এ' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে আগামী মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে তারা। ফলত ইউরোপের শীর্ষ লিগে আরও একবার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের আঙিনায় থাকলে ফিফা বিশ্বকাপে জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখা সহজ হবে তাঁর জন্য।

নাপোলিতে কেভিন ডি ব্রুয়েনকে স্বাগত জানাচ্ছেন সভাপতি অরেলিও দে লুরেন্তিস।

ফ্রি ফুটবলার হিসাবে দুই বছরের চুক্তিতে নাপোলিতে যোগ দিচ্ছেন ডি ব্রুয়েন। বৃহস্পতিবার রাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালিয়ান ক্লাবটির চুক্তিপত্রে সই করেছেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে সমাজমাধ্যমে নাপোলির পোস্ট, 'কিং কেভ এবার আমাদের।' দিয়েগো মারাদোনার স্মৃতিবিজড়িত ক্লাবে জাতীয় দলের সতীর্থ রোমেলু লুকাকুকেও পাশে পাবেন ডি ব্রুয়েন।

অভিজিতের জোড়া গোল

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে জাগ্রত সংঘ ৩-১ গোলে হারিয়েছে মর্নিং সকারকে। আলিপুরদুয়ার জংশন ভিএনসি মাঠে জাগ্রতর অভিজিৎ বর্মন জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি পিনাকী সরকারের। মর্নিংয়ের একমাত্র গোল করেন আকাশ প্রসাদ।

রিহ্যাব শুরু তালালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুন : রিহ্যাব শুরু করলেন ইস্টবেঙ্গলের ফরাসি মিডিও মাদিহ তালাল। গত ডিসেম্বরে চোট পেয়ে বাকি মরশুমের জন্য মাঠের বাইরে চলে যান তিনি। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও নতুন মরশুমে শুরু থেকে তালালকে পাবে না ইস্টবেঙ্গল। ডিসেম্বরের আগে তাঁর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই। তবে তার আগেই হয়তো কলকাতায় এসে লাল-হলুদ ফিজিওর তত্ত্বাবধানে বাকি রিহ্যাব সারতে পারেন তালাল।

এদিকে মালটা প্রিমিয়ার লিগে খেলা ইতালিয়ান ফুটবলার আলেসান্দ্রো কপ্পোলাকে পছন্দ হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। দীর্ঘদেহী এই ডিফেন্ডারের সঙ্গে ইতিমধ্যে প্রাথমিক কথাবার্তা বলেছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। শোনা যাচ্ছে, একজন ইংলিশ ফুটবলারের সঙ্গেও ইস্টবেঙ্গলের কথাবার্তা এগিয়েছে।

জয়ী এসপি রায়

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এসপি রায় কোচিং সেন্টার ৬-৩ গোলে হারিয়েছে ভিএসসিসি-কে। এসপি-র হয়ে জোড়া গোল করেন রোহিত রায় ও তপোব্রত বিশ্বাস। তাদের বাকি গোল আশিস কেরকেট্টা ও গোপী টোপ্পোর। ভিএসসিসি-র গোলস্কোরার সোয়েল আলম সরকার, বিস্মা রায় এবং চন্দন দাস। ম্যাচের সেরা হয়েছেন এসপি-র প্রণয় কুমার বোস। এদিন ম্যাচের আগে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ক্লাব বিশ্বকাপের আগে মেসিদের চিন্তা চোট

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন : সম্পূর্ণ নতুন ফরম্যাট। দলসংখ্যাও বেড়েছে। ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করতে পারবে কি?

একঝাঁক প্রশ্ন নিয়েই শুরু হতে চলেছে ক্লাব বিশ্বকাপ। ২০০০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হলেও ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করতে পারেনি। তাই অনেকদিন ধরেই প্রতিযোগিতায় আমূল পরিবর্তন আনার চিন্তা করছিল ফিফা। যার ফলস্বরূপ নতুন ফরম্যাটে ৩২ দলের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো এই প্রতিযোগিতাকে প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নয়া ফরম্যাটের ক্লাব বিশ্বকাপ ফুটবলে নতুন যুগের সূচনা করবে। যেমনটা ১৯৩০ প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের সময় হয়েছিল। আমরা বিশ্বের সকল ক্লাবকে সুযোগ দিতে চাই। যে সমস্ত দেশ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়নি, সেইসব দেশের খেলোয়াড়রা

আত্মবিশ্বাসী আল আহলি

এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবে।' মায়ামির শিক্ষার্থীদের জন্য টিকিটের দাম কমানোকেও সমর্থন জানিয়েছেন ইনফ্যান্তিনো।

রবিবার ভারতীয় সময় ভোররাতে উদ্বোধনী ম্যাচে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি খেলবে মিশরের দল আল আহলির বিরুদ্ধে। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই তারা মিশরীয় দলটির মোকাবিলা করবে। কোচ জেভিয়ার মাসচেরানো বলেছেন, 'ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারাটা আমার কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। ফিফা বিশ্বকাপের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার অনেক মিল থাকবে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য, গ্রুপপর্ব পেরিয়ে নকআউটে জায়গা করে নেওয়া।'

মায়ামির মূল ভরসা আর্জেন্টাইন জাদুকর লিওনেল মেসি। শুধু তাই নয়, গোটা প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণও তিনি। মেসি ছাড়াও লুইস সুয়ারেজ, জর্ডি আলবার মতো তারকারা রয়েছেন মায়ামি দলে। যদিও চোটের জন্য জর্ডি আলবা অনিশ্চিত। তেমনই অনিশ্চিত ইয়ানিক ব্রাইট, ডেভিড রুইজের মতো তারকারা। প্রথম ম্যাচের আগে বেশ চিন্তায় কোচ মাসচেরানো।

অন্যদিকে মেসিদের প্রতিপক্ষ আল আহলি কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম সেরা দল। শুধু তাই নয়, ক্লাব বিশ্বকাপের আসরে শেষ চারবারের মধ্যে তিনবারই তৃতীয় স্থান পেয়েছে তারা। মেসিদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে দলের তারকা মিডিও ইমাম আসৌর বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। আশা করছি, আল আহলির নামের প্রতি সুবিচার করতে পারব।'

এদিকে ভিসা সমস্যায় ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না বোকা জুনিয়র্সের ডিফেন্ডার আয়ারটন কোস্তা। যদিও তাঁর ভিসা না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফুটবলাররা।

বাংলাদেশের নয়া অধিনায়ক মিরাজ

ঢাকা, ১৩ জুন : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একদিনের ফর্ম্যাটে নয়া অধিনায়ক হলেন মেহেদি হাসান মিরাজ। নাজমুল হোসেন শান্তর স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। আগামী এক বছর মিরাজ অধিনায়কত্ব করবেন।

আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফর থেকে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করবেন মিরাজ। এর আগে ওডিআই ফর্ম্যাটে অধিনায়কত্ব করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। তাঁর অনুপস্থিতিতে চারটি ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মিরাজ। এবার পাকাপাকিভাবে এক বছরের জন্য তিনি দায়িত্ব সামলাবেন।

অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর মিরাজ বলেছেন, 'জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করাটা আমার স্বপ্ন ছিল। বোর্ড আমার ওপর আস্থা রাখায় গর্ব অনুভব করছি। বর্তমান বাংলাদেশ দলের মধ্যে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার ক্ষমতা রয়েছে। আমরা হৃদয় দিয়ে দেশের হয়ে খেলব।'

একাধিক ওসিআই ফুটবলার চিহ্নিত, জানালেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুন : প্রায় ৩৩ জন ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া) ফুটবলারের নাম নাকি তালিকাভুক্ত করে ফেলেছে

২০৩১ এশিয়ান কাপের দরপত্র জমা দেওয়ার ভাবনা

এআইএফএফ। অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের।

সদ্যই হংকংয়ের কাছে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে হারের পর ভারতীয় দলকে নিয়ে সমালোচনা সর্বত্র। সঙ্গে চলছে ফেডারেশনের কার্যকলাপ নিয়ে নানা কাটাছেঁড়া। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওসিআই প্রসঙ্গ থেকে মানোলো মার্কুয়েজের ভবিষ্যৎ-সবকিছু নিয়েই কথা বলেন তিনি। তবে বাস্তবে সবটাই ভাসা ভাসা উত্তর বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন মানোলো প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেছেন, 'মানোলো খুবই উচুঁ দরের কোচ এবং ভারতীয় ফুটবল ও ফুটবলারদের সম্পর্কেও তাঁর ধারণা খুবই স্বচ্ছ। শেষ কয়েকদিন ধরে আমি প্রচুর ফোন পেয়েছি যে এই কোচ আর আদৌ থাকছেন কিনা তা নিয়ে। ২৯ জুন কার্যনির্বাহী কমিটির সভা। সেখানেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। গোল করতে না পারলে যে জেতা যায় না, এটা তো সবসময়ই বাস্তব। বেশিরভাগ ভারতীয় ফুটবলারই নিজেদের ক্লাব দলে নম্বর ৯ পজিশনে খেলে না। রাতারাতি ওই পজিশনে ভালো পারফরমেন্স করা যায় না।' প্রসঙ্গত, তাঁকে ইগর স্টিমাকের জায়গায় কল্যাণই নিয়োগ করেন গত জুলাইতে। কিন্তু তারপর থেকে মালদ্বীপের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ ছাড়া কোনও ম্যাচ জেতাতে পারেননি মানোলো। তিনি নিজেই দায়িত্ব ছাড়তে চাইছেন বহুদিন ধরে। কিন্তু চুক্তিসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে দুই পক্ষের সম্মতির জন্য বিষয়টি আটকে। ভারতীয় দলে ওসিআই ফুটবলার খেলানোর বিষয়েও চারিদিক থেকে দাবি উঠতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গও এদিন তোলেন ফেডারেশন সভাপতি। তিনি বলেছেন, 'খানিকটা সময় লাগছে।

> খানিকটা সময় লাগছে। এআইএফএফ প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা ইতিমধ্যেই ৩৩ জন ফুটবলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এরমধ্যে কিছু ওসিআই কার্ড পেয়েও গিয়েছেন। তাঁদের ওসিআই কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি।
>
> **কল্যাণ চৌবে**

এআইএফএফ প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা ইতিমধ্যেই ৩৩ জন ফুটবলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এরমধ্যে কিছু ওসিআই কার্ড পেয়েও গিয়েছেন। তাঁদের ওসিআই কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে খানিকটা সময় লাগবে। ফেডারেশনের তরফে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।'

এদিন বাইচুং ভুটিয়ার অভিযোগের পালটা জবাব দিতে গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন কল্যাণ। তিনি বলেছেন, 'এত উচ্চপর্যায়ে খেলা একজনের মুখে ফেডারেশনের যাবতীয় সুযোগসুবিধা নিয়ে এই ধরনের কথাবার্তা মানায় না। উনি কার্যনির্বাহী সমিতির ১১টা সভায় উপস্থিত থেকেছেন। সেখানে তাঁর কাছে সুযোগ ছিল এই সব প্রসঙ্গ উত্থাপনের। কিন্তু মিনিটসে কিছুই নেই, যার প্রমাণ আমরা দেখাতে পারি।' অনূর্ধ-২৩ দলকে উজ্জীবিত করতে এবং তাঁদের সঙ্গে থেকে শেখানোর জন্য একজন বিশ্বকাপজয়ী স্ট্রাইকারকে আনার পরিকল্পনা আছে বলে জানান কল্যাণ। এছাড়াও তিনি জানান, ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য যেমন কেন্দ্রীয় সরকার আবেদন করছে তেমনি ফেডারেশনও ২০৩১ সালের এশিয়ান কাপ আয়োজনের জন্য দরপত্র জমা দিতে চলেছে।

KHOSLA ELECTRONICS

BEST OFFERS OF THE YEAR

ENJOY CASH DISCOUNT ALSO IN EMI

@0 INTEREST DOWNPAYMENT

BAJAJ FINSERV
BRING YOUR BAJAJ EMI CARD GET ADDITIONAL ₹500 OFF

MEGA EXCHANGE OFFER

OLD FOR NEW

UPTO ₹7,000* HIGHEST EXCHANGE

FREE STANDARD INSTALLATION WITH BRACKET | 1 EMI OFF | CASHBACK UPTO ₹45,000* | FREE GIFT COUPON WORTH ₹4,700 | 5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED: HDFC, AXIS BANK, SBI, HSBC, Standard Chartered, citibank, ICICI Bank, kotak, Bank of Baroda

FINANCE AVAILABLE: BAJAJ FINSERV, IDFC FIRST Bank, HDB FINANCIAL SERVICES, kotak

COPPER-INVERTER AC — Upto 60% DISCOUNT

1.0 Ton 3* ₹19,990	1.5 Ton 3* ₹20,990	2.0 Ton 3* ₹32,990
1.0 Ton 5* ₹25,990	1.5 Ton 5* ₹28,990	2.0 Ton 5* ₹43,490

Starting EMI ₹1,522

Refrigerators — Upto 41% DISCOUNT

600 Ltr. SBS EMI ₹2,525 — FREE SAFARI Trolly Bag worth ₹10,500

396 Ltr. DD EMI ₹2,990

237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,994

180 Ltr SD EMI ₹1,166

FREE Chopper worth ₹695

Coolers — Upto 50% DISCOUNT

ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD

80 Ltr. EMI ₹852 | 65 Ltr. EMI ₹834 | 50 Ltr. EMI ₹660

FREE Chopper worth ₹695

TV — Upto 60% DISCOUNT

75 4K ₹69,990 | 55 4K QLED ₹36,990 | 43 4K ANROID ₹18,990

SOUND BAR ₹7,849 onwards

LG SAMSUNG SONY JBL boAt

Washing Machines — Upto 50% DISCOUNT

7 KG FRONT LOAD EMI ₹2,525 | 7 KG TOP LOAD EMI ₹1,124 | 7 KG SEMI AUTO EMI ₹791

FREE Chopper worth ₹695

Chimney — Upto 50% DISCOUNT

1350 Suc, MOTION SENSOR, AUTO CLEAN, TOUCH PANEL, HOOD CHIMNEY

EMI ₹1,207

FREE 3BB Glass Cooktop worth ₹6,999

Water Purifier — Upto 50% DISCOUNT

RO + UV EMI ₹791

FREE Stainless Steel Bottle worth ₹999

Mobiles

SAMSUNG M 56 (8/128GB) ₹27,999* CASHBACK ₹3,000 on CC Exclusively available only at KHOSLA ELECTRONICS

iPhone 16 (128GB) ₹72,500* CASHBACK ₹4,000 on CC

vivo V50 (8/128GB) ₹34,999* CASHBACK ₹2,500 on CC

oppo F 29 (8/256GB) ₹25,999*

motorola Edge 60 Fusion (12/256GB) ₹24,999* CASHBACK ₹2,000 on CC

FREE Neck Band with Every Mobile

Laptops

DELL Technologies: i5 12th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD Windows 11+OFC 24 ₹50,900*

ASUS: Rizen 7 7435HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 2050 4GB, Windows 11 ₹57,500*

Lenovo: i5 12th Gen, RTX 2050 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6"FHD, Win 11 + MSO ₹58,900*

hp: i5 13th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD,RTX 2050 4GB Windows 11+ OFC 24 ₹62,900*

FREE Transfer & Backup Services | Starting EMI ₹4,241 | FREE Bagpack, Mouse, Bluetooth Speaker & Pen Drive WORTH ₹3,499

A TATA Product — VOLTAS

Presenting VOLTAS SMARTAIR™ INVERTER AC

INDIA'S NO.1 AC BRAND

GET FREE INSTALLATION on Split ACs (upto 2.0Tr)

Less Noise, More Work.

SMART IOT | ALEXA & GOOGLE ASSISTANT | SUPER SILENT OPERATION 28dbA

SLEEP MODE | HIGH AMBIENT COOLING | 5 STEP ADJUSTABLE

10% CASHBACK UPTO ₹4000 ON ALL MAJOR BANKS — POWERED BY pine labs, Paytm

NO COST EMI — BAJAJ FINSERV, HDB, IDFC FIRST Bank

*T&C Apply

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

Scan to locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products.

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

স্টেডিয়াম বন্ধ রেখে প্রস্তুতি ম্যাচ

মা হাসপাতালে, দেশে ফিরলেন কোচ গম্ভীর

লন্ডন, ১৩ জুন : মাঝে আর দিন ছয়েক। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের উদ্বোধনী দ্বৈরথ ২০ জুন, হেডিংলিতে। জোরকদমে ভারতীয় দল সেই প্রস্তুতিতে মগ্ন। আপাতত ব্যস্ত বেকেনহাম স্টেডিয়ামে নিজেদের মধ্যে আজ শুরু হওয়া চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ ঘিরে। সফরকারী ভারতীয় 'এ' টিমের একঝাঁক ক্রিকেটারকে নিয়ে দুইটি দল করে 'ইনট্রা স্কোয়াড' ম্যাচ।

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে শেষ অনুশীলন ম্যাচ। শুরুর দিনেই খারাপ খবর ভারতীয় শিবিরে। হঠাৎ করে দেশে ফিরতে হয়েছে গৌতম গম্ভীরকে। মা গুরুতর অসুস্থ।

> ইংলিশ কন্ডিশনে শুরুতে পিচে কিছুটা স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, যা বোলিংয়ের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু পিচ শুকিয়ে গেলে ছবিটা বদলে যায়। ব্যাটারদের সামনে সুযোগ থাকে।
>
> **মরনি মরকেল**

হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি। ক্রিকেটের বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে ইংল্যান্ড ছেড়ে দেশে ফিরতে হয়েছে।

বুধবার গম্ভীরের মা সীমা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। খবর পেয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিসে দলের সঙ্গে দেখা যায়নি। আজ শুরু আন্তঃস্কোয়াড প্রস্তুতি ম্যাচেও থাকছেন না। সূত্রের দাবি, অসুস্থ মায়ের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে আগামী সপ্তাহে ফের দলের সঙ্গে যোগ দেবেন গৌতম গম্ভীর।

দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশকে ঘরের মাঠে হারালেও পরবর্তী নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে একরাশ লজ্জার মুখে পড়ে গম্ভীরের ভারত। হোম সিরিজে কিউয়িদের কাছে হোয়াইটওয়াশ ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ১-৩ হারের ক্ষতে প্রলেপ দিতে মিশন ইংল্যান্ড পাখির চোখ। লক্ষ্যপূরণের নীলনকশা তৈরির মধ্যেই মায়ের অসুস্থতা, দেশে ফেরা।

গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে দলের দায়িত্ব

সামলাবেন সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। আছেন বোলিং কোচ মরনি মরকেল ও ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকও। ২০ জুন শুরু হেডিংলি টেস্টের টিম কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে ৪ দিনের চলতি প্রস্তুতি ম্যাচ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। টেস্ট সিরিজের আগে ভাবনাগুলি ঘষেমেজে নেওয়ার পালা।

ভারতীয় দলের নীল নকশা যাতে প্রকাশ্যে না চলে যায়, তাই 'ক্লোজড ডোর' প্র্যাকটিস ম্যাচের সিদ্ধান্ত। সংবাদমাধ্যমের জন্য ম্যাচে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড। 'এ' দলের দুইটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ আন্তঃদলীয় প্র্যাকটিস ম্যাচকে আড়ালে রাখতে কোনওরকম সম্প্রচার হচ্ছে না।

বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে ম্যাচ শেষে দলের খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফরা সাংবাদিক বৈঠক করবেন। ভারতীয় দলের ক্লোজড ডোর অনুশীলন নতুন নয়। গত অস্ট্রেলিয়া সফরেও করেছিল। এবার বেশ কয়েকদিন হাতে রেখেই ইংল্যান্ডে চলে এসেছে শুভমান গিলরা। লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল সহ দলের ৫-৬ জন 'এ' দলের সিরিজেও অংশ নেন।

মরনি মরকেল খুশি দলের প্রস্তুতিতে। জানান, প্রথম কয়েকদিনের অনুশীলনে সন্তুষ্ট তাঁরা। ক্রিকেটাররাও আত্মবিশ্বাসী। ইংলিশ কন্ডিশন সবসময় ব্যাটারদের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। অনুশীলন সেশনগুলি তাই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের সুর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসারের কথায়। মরকেলের যুক্তি, ইংলিশ কন্ডিশনে শুরুতে পিচে কিছুটা স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, যা বোলিংয়ের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু পিচ শুকিয়ে গেলে ছবিটা বদলে যায়। ব্যাটারদের সামনে সুযোগ থাকে।

দীর্ঘ আট বছর পর টেস্ট দলে ফেরাকে স্মরণীয় করে রাখতে যা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর করুণ নায়ার। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ, আরও একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর যা কোনওভাবে হাতছাড়া করতে রাজি নন। ২০২৩-'২৪ মরশুমে কাউন্টি ক্রিকেটে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে খেলেছিলেন। ৫৬.৬১ গড়ে ৭৩৬ রান করেন। নায়ারের বিশ্বাস, আসন্ন টেস্ট সিরিজে যে অভিজ্ঞতার সুবিধা পাবেন।

চোকার্স তকমা ঘুচিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আইডেন মার্করাম (বাঁয়ে) ও অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। লর্ডসে শুক্রবার।

স্টার্কের লড়াইয়ে জল ঢালছেন মার্করাম

অস্ট্রেলিয়া- ২১২ ও ২০৭
দক্ষিণ আফ্রিকা- ১৩৮ ও ২১৩/২
(তৃতীয় দিনের শেষে)

লন্ডন, ১৩ জুন : লর্ডসের ইতিহাসে ২৮২ বা তার বেশি রান তাড়া করে মাত্র ২ বার জিতেছে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা দল। তৃতীয় দল হিসেবে তা করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রথমবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের দিকে এগোচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাও আবার এমন এক বাইশ গজে, যেখানে টেস্টের প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ১৪টি করে উইকেট।

পেসারদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে ওঠা পিচে প্রোটিয়াদের ভরসা দিয়ে ওপেনার আইডেন মার্করাম (অপরাজিত ১০২) তুলে নিলেন অষ্টম টেস্ট শতরান। তাঁকে যোগ্য সংগত দিচ্ছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা (অপরাজিত ৬৫)। ২৮২ রানের টার্গেট নিয়ে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৫৬ ওভারে ২১৩/২। জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন আরও ৬৯ রান।

বাভুমার ক্যাচ ফেললেন স্মিথ

লন্ডনে রোদ ঝলমলে দিনে পিচ অনেকটাই ব্যাটিং সহায়ক হয়েছে। সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুরন্ত ছন্দে ব্যাটিং করছেন মার্করাম-বাভুমা জুটি। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা ১৪৩ রান জুড়ে ফেলেছেন। প্রথম ইনিংসের মতো শুধু উইকেট আঁকড়ে না থেকে পালটা আক্রমণে শুরু থেকে প্রোটিয়া ব্যাটাররা আগ্রাসন দেখিয়ে চাপে ফেলে দিয়েছেন প্যাট কামিন্স-জোশ হ্যাজেলউডদের।

তবে শুরু থেকে দৌড়ে খুচরো রান নিতে সমস্যায় পড়ছিলেন বাভুমা। হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তির কারণে চা পানের বিরতির আগে তাঁকে ফিজিওদের থেকে শুশ্রূষাও নিতে হয়েছে। এই সবের মাঝেই অবশ্য ২ রানের মাথায় জীবনদান পেয়েছেন বাভুমা। দ্বিতীয় স্লিপে তাঁর ক্যাচ ফেলেন স্টিভেন স্মিথ। তিনি ক্যাচ ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে চোটও পান। যার পর চিকিৎসা নিতে মাঠ ছাড়েন স্মিথ।

শুক্রবার ব্যাট হাতে অর্ধশতরানের পর বল হাতেও সফল মিচেল স্টার্ক (৫৩/২)। দ্বিতীয় ওভারেই তিনি ফিরিয়ে দেন রায়ান রিকেলটনকে (৬)। এরপর স্টার্কের শিকার ভালো শুরু করা উইয়ান মুলডার (২৭)।

দিনের শুরুতে অপরাজিত ৫৮ রানের ইনিংসে স্টার্ক লড়াই করার মতো জায়গায় অজিদের পৌঁছে দেন। শেষ উইকেটে তিনি জোশ হ্যাজেলউডকে (১৭) সঙ্গে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫৯ রান জোড়েন। ৭৩/৭ হওয়ার পরেও স্টার্কের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট হয় ২০৭ রানে। তাঁর লড়াইয়ের পরও টেস্ট সেরার মুকুট রক্ষার লড়াইয়ে চাপে অজিরা। আগামীকাল নাটকীয় কিছু না ঘটলে ট্রফি উঠছে বাভুমার হাতে।

উত্তরের খেলা

হার কোচবিহারের

কোচবিহার, ১৩ জুন : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট লিগে কোচবিহার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ২১৭ রানে উত্তর ২৪ পরগণার বিরুদ্ধে হেরে গেল। শুক্রবার মুর্শিদাবাদে আয়োজিত ম্যাচে প্রথমে উত্তর ২৪ পরগণা ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৮৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রোহন সাহার অবদান ৮৩ রান। রাহুল রায় ৪৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে কোচবিহার ৩৭.৫ ওভারে ৭২ রানে গুটিয়ে যায়। অনীশ নাথের শিকার ১৪ রানে ৩ উইকেট। রবিবার কোচবিহারের প্রতিপক্ষ জলপাইগুড়ি।

জয়ী অপূর্ব সংঘ

ফালাকাটা, ১৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এগারো মাইল অপূর্ব সংঘ ২-০ গোলে হারিয়েছে চুয়াখোলা মর্ডান ক্লাবকে। গোল করেন দিলকুমার ওরাওঁ এবং শুভঙ্কর দাস। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অপূর্বর জুনকুমার ওরাওঁ। শনিবার এই মাঠে খেলবে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও এসকে মোটরস।

রুপো শুভাঙ্গীর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে শুরু হল কিও ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। শুক্রবার বাংলা দলে আলিপুরদুয়ার জেলার শুভাঙ্গী রায় ১৬-১৭ বছর জুনিয়র বিভাগে কাতা বিভাগে রুপো জিতেছে।

মুম্বই টি২০ লিগে রানার্সের পুরস্কার শ্রেয়স আইয়ারের হাতে তুলে দিচ্ছেন রোহিত শর্মা।

দশদিনে দ্বিতীয় ফাইনালে হার

শ্রেয়সের হাতে চেক তুলে দিলেন রোহিত

মুম্বই, ১৩ জুন : ফাইনাল গাঁটে ফের আটকে গেল শ্রেয়স আইয়ারের দল। দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার। ৩ জুন আইপিএল ফাইনালের পর বৃহস্পতিবার মুম্বই টি২০ লিগ। সেকেন্ড বয়ের তকমা শ্রেয়স ব্রিগেডের। ফাইনালে সিদ্ধেশ লাডের নেতৃত্বাধীন মারাঠা রয়্যালসের কাছে হারে শ্রেয়সের সোবো মুম্বই ফ্যালকনস।

চমক অবশ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোহিত শর্মা। শ্রেয়সদের হাতে পদক ও চেকও তুলে দেন। ফাইনালে হারলেও গোটা টুর্নামেন্টে ভালো খেলার জন্য প্রশংসা করেন শ্রেয়স এবং তাঁর দলের।

ম্যাচ শেষ শ্রেয়সের গলায় টানা ক্রিকেটের ধকলের কথা। দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয় ফাইনাল খেলার কথা বলেন। তবে হারের জন্য দোষারোপের মধ্যে ঢুকতে নারাজ। সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও দলের সবার বলে মন্তব্য করেন।

শ্রেয়স বলেছেন, 'হারলে মাথার মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন উঁকি মারে। তবে গোটা টুর্নামেন্টে সবাই যেভাবে পারফরমেন্স করেছে, ওদের প্রশংসা প্রাপ্য। ধন্যবাদ সমর্থকদের, আমাদের পাশে থাকার জন্য। কাউকে দোষারোপ করতে রাজি নই। গোটা প্রতিযোগিতায় একটা ম্যাচে হেরেছি, সেটা ফাইনালে।'

মুম্বই টি২০ লিগ ফাইনালের আগে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করে করে দুই দল।

রাজেশের ৪ শিকার

বালুরঘাট, ১৩ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা ৭ উইকেটে সিএবি সচিব একাদশকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে সচিব একদাশ ৩২ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়। রুতজিৎ ভট্টাচার্যর অবদান ৭৩ রান। রামিজ রাজার পাশাপাশি ম্যাচের সেরা রাজেশ মণ্ডলও ৪ উইকেট নিয়েছে। জবাবে উত্তর ২৪ পরগনা ৩০.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৩ রান তুলে নেয়। আয়ুষ রায় ২৮ ও স্পন্দন রায় ২৬ রান করে।

ম্যাচের সেরা রাজেশ মণ্ডল।
ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

হার শিলিগুড়ির তৃষাণজিতের

বালুরঘাট, ১৩ জুন : অল বেঙ্গল স্টেট র‍্যাংকিং দক্ষিণ দিনাজপুর টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের স্টেজ টু প্রতিযোগিতায় শুক্রবার অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের সিঙ্গলসে উত্তর ২৪ পরগনার রাজদীপ বিশ্বাস নিজের জেলার অনীক দত্তকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ত্রিধারা ক্লাবের ইনডোরে অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে উত্তর ২৪ পরগণার হৃদন বিশ্বাস শিলিগুড়ির তৃষাণজিৎ ঘোষকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

ফাইনালে বালুরঘাট অ্যাকাডেমি, পিএইচএস

বালুরঘাট, ১৩ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৩ ফুটবল কোচিং ক্যাম্প প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি ও পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি।

শুক্রবার বালুরঘাট ৬-০ গোলে হেডওয়ে অ্যাকাডেমি ফর এক্সেলেন্সিকে হারিয়েছে। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে কৌশিক পাহান একাই ৬ গোল করে নজর কাড়ে।

অন্য ম্যাচে পিএইচএস ৫-০ গোলে বালুরঘাট টাউন ক্লাব হটসাকে হারায়। জোড়া গোল করে কৃষ্ণ সোরেন ও স্যামুয়েল সোরেন। অন্য গোলটি সুদীপ্ত বেসরার।

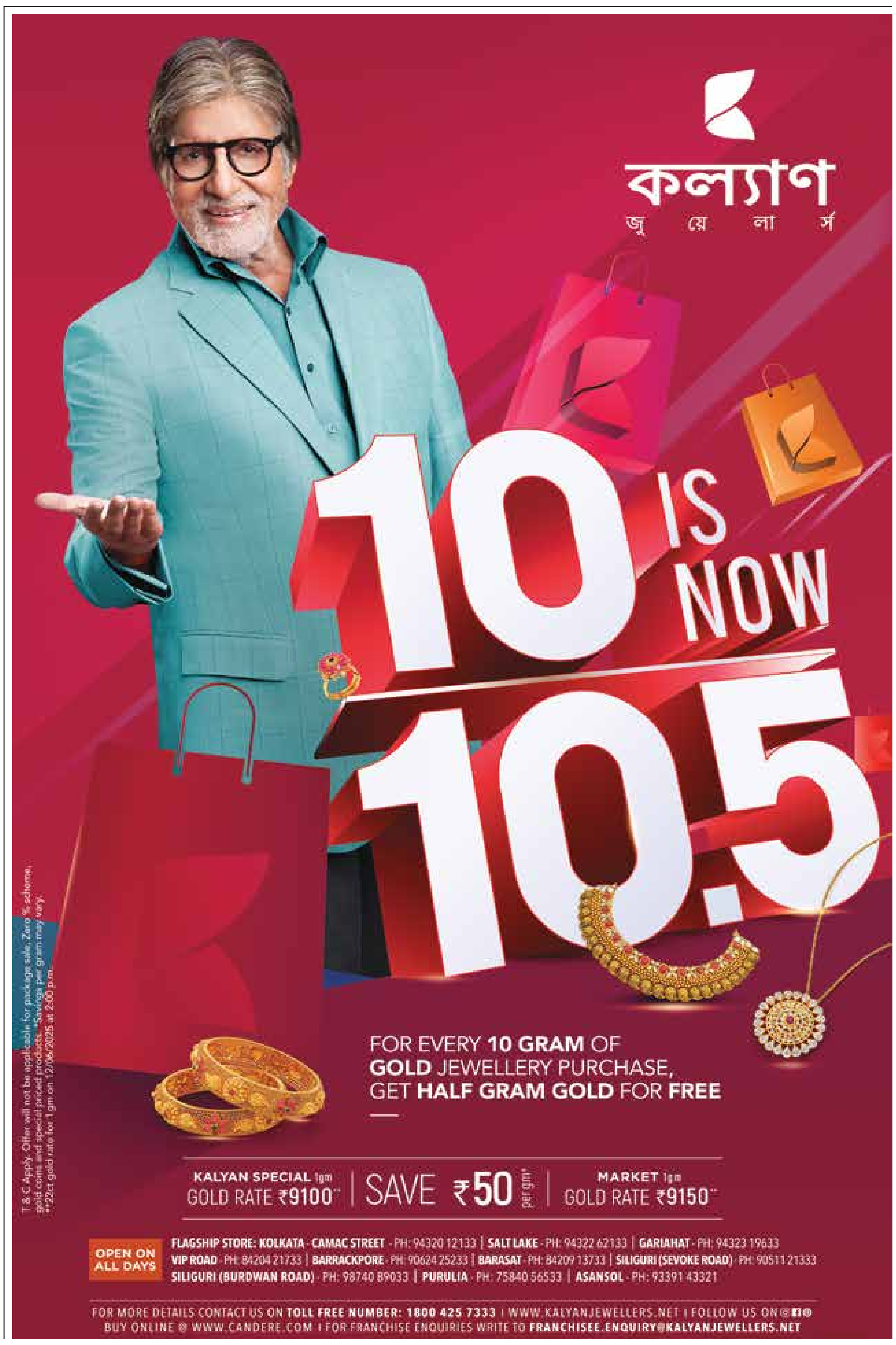

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 90L 73127 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে এটা বাস্তব। এই লটারি জেতা আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে! আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিশাল পরিমান অর্থ আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা তোতন সেখ - কে 20.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের। ছবি : অমিত রায়

চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব

হলদিবাড়ি, ১৩ জুন : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব। শুক্রবার ইউনিক ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে বেরুবাড়ির নবীন সংঘকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা দেবাদিত্য রায় সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা গোলকিপার জয়ী দলের শুভদীপ রায়। সেরা ডিফেন্ডার নির্বাচিত হয়েছেন রানার্স দলের অজয় রায়। সর্বোচ্চ গোলস্কোরার রানার্সদের ইন্দ্রজিৎ রায়।

রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে উত্তর দিনাজপুরের ৭

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে অংশ নিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার সাতজন অ্যাথলিট শুক্রবার বিকালে সল্টলেক স্টেডিয়ামে পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্য আসরে অনূর্ধ্ব-১৬ ও ১৮ বছর বিভাগে অংশ নেবে তারা।